পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 102 Thursday, 13 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১০২ সংখ্যা ❋ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার, ১৩ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বিজেপি শুধুমাত্র বিভাজনের রাজনীতি করেঃ ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফিরহাদ হাকিম। তাঁর কথায়, বিজেপি শুধুমাত্র বিভাজনের রাজনীতি করে। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, বিজেপি গুন্ডাদের দল। কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল বিভাজনের রাজনীতি করে। উল্লেখ্য, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিতর্ক বাড়িয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মঙ্গলবার বলেছেন, ''ওদের দলে (তৃণমূল কংগ্রেস) যে কজন মুসলিম বিধায়ক জিতে আসবে, তাদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব।'' শুভেন্দুর এই মন্তব্যেরও সমালোচনা করেছেন ফিরহাদ হাকিম।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামবদলের দাবি আরএসএসের, তোপ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই-এর নাম পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে। আরএসএসের বক্তব্য, হিন্দিতে আমাদের দেশের নাম 'ভারত'। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামেও ভারত থাকা উচিত। সম্প্রতি দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে দত্তাত্রেয় বলেন, ইংরেজিতে আমরা ইন্ডিয়া বলে থাকি। তবে ভারতীয় ভাষায় আমাদের দেশের নাম ভারত। তাহলে কেন আমরা 'কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া', 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' বলে থাকি এটা এমন কেন হবে? এই প্রশ্ন তোলা উচিত। এটা বদলানো উচিত। যদি দেশের নাম ভারত হয়, তাহলে সেভাবেই নামকরণ করা উচিত। তারপরই বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, আসল ইস্যু থেকে নজর ঘোরাতেই বিজেপি-আরএসএস অহেতুক বিতর্ক তৈরি করছে। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের আগে 'বারত বনাম ইন্ডিয়া' বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিরোধীদের জোটের নামকরণের পর থেকেই ইন্ডিয়া বনাম ভারত বিতর্ক শুরু হয়। সেই বিতর্ক আবারও উসকে দেওয়ার চেষ্টায় গেরুয়া শিবির। অন্তত বিরোধীদের তেমনটাই দাবি। মঙ্গলবার হোসবালের বক্তব্য প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, আরএসএস-এর এই ভদ্রলোক যা বলছেন, তা হল মানুষের মূল সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে ফালতু বিষয়ে কনফিউজ করে রাখার অপচেষ্টা। আমরা সবাই জানি দেশের নাম ইন্ডিয়া ও ভারত। আন্তর্জাতিক স্তরে ইন্ডিয়া নামটাই পরিচিত। সুতরাং ইন্ডিয়াকে অস্বীকার করা যাবে কী করে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নাম হয়ে রয়েছে। আসলে বিজেপি-আরএসএস কাজ রোটি, কাপড়া, মকানের মতো সমস্যা থেকে সরে গিয়ে নাম বদলের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ, তহবিল ঠিক থাকে কি না, দেখুন। সংবিধানের মূল স্পিরিট যে ধর্মনিরপেক্ষতা, তার দিকে নজর দিন। নাম বদলের অহেতুক বিতর্ক চাপিয়ে দেবেন না।

শুভেন্দুর মন্তব্যের পাল্টা হুঁশিয়ারি হুমায়ুন কবিরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মুসলিম বিধায়কদের 'চ্যাংদোলা করে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়ার 'হুমকি' দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ডেডলাইন বেঁধে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অন্যথায় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরের বাইরে শুভেন্দুকে বুঝে নেওয়ার 'হুঁসিয়ারি' দিয়ে রাখলেন তৃণমূল বিধায়ক। পাল্টা দিতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতাও। ইতিমধ্যে নিজের এবং বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিধানসভার সচিবালয়কে চিঠি দিলেন শুভেন্দু। বুধবার শুভেন্দুকে তোপ দেগে হুমায়ুন কবীর বলেন, উনি যদি মারতে আসেন তাহলে আমরা কি রসগোল্লা খাওয়াব নাকি? মুসলিম বিধায়কদের তিনি অসম্মান করবেন, আছাড় মেরে রাস্তায় ফেলার কথা বলবেন, তাঁকে তো আর রসগোল্লা খাওয়াব না। যা জবাব দেওয়ার তাই দেওয়া হবে। ওঁ আছাড় মারার কথা বলেছেন, আমি ঠুসে দেব। মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুভেন্দুকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক। বলেন, শুভেন্দু অধিকারী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার না করেন এবং মুসলিম বিধায়কদের কাছে ক্ষমা না চান, তাহলে বিধানসভায় তাঁর নিজের (শুভেন্দু অধিকারী) ঘরের বাইরে তাঁকে বুঝে নেওয়া হবে। আমার নেতৃত্বে ৪২ জন মুসলিম বিধায়ক বুঝে নেবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে পারেন কি না দেখুন। এই হুঁশিয়ারির পালটা দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, বিধানসভায় ঢোকার কয়েক কিলোমিটার আগে আমি কেন্দ্রীয় বাহিনী ছেড়ে দিয়ে আসি। যে কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে তিনি প্রস্তুত বলে জানান শুভেন্দু। একইসঙ্গে এই হুমকির পর নিজের এবং বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিধানসভার সচিবালয়কে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভার অন্দরের দলীয় বিধায়ক এবং নিজের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন।

ধর্মের নামে জালিয়াতি করবেন না, বিধানসভায় গর্জে উঠলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বৈঠকে এক অগ্নিমূলক পরিস্থিতি তৈরি হল, যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় বিজেপি এবং শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করেন। এই ঘটনায় বিজেপি এবং তৃণমূলের বিধায়কদের মধ্যে তুমুল বচসা এবং স্লোগানের মাধ্যমে বিধানসভার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল, শুভেন্দু অধিকারীর সংখ্যালঘু বিধায়কদের বিরুদ্ধে দেওয়া বিতর্কিত মন্তব্য। সূত্রে জানা যায়, মমতা যখন বিধানসভায় প্রবেশ করেন, তখনই গোলাম রব্বানি সহ কিছু তৃণমূল বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হন। শুভেন্দু বলেছিলেন যে সংখ্যালঘু বিধায়কদের 'চ্যাদোলা' করে বাইরে ফেলে দেওয়া উচিত। এর প্রতিবাদে তৃণমূল বিধায়কেরা নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আর এই ঘটনার পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপি বিধায়কেরা স্লোগান দিতে শুরু করেন, এবং বিধানসভায় তীব্র চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। মমতা এরই মধ্যে নিজের বক্তব্য দিতে থাকেন, কিন্তু বিধানসভার পরিবেশ এতটাই উত্তাল হয়ে উঠেছিল যে তাঁকে কিছু সময়ের জন্য বক্তৃতা থামাতে হয়। স্পিকার বারবার চেষ্টা করেছিলেন বিধানসভাকে শান্ত করার, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। মমতা আবারও নিজের বক্তব্য শুরু করেন এবং পাল্টা আক্রমণ শানাতে থাকেন। তিনি বলেন, ' ধর্মীয় কার্ড খেলেন, কিন্তু ধর্মের সবচেয়ে বড় দীক্ষা হচ্ছে মানবিকতা। ধর্মের নামে জালিয়াতি করবেন না। আমি একজন হিন্দু, আমি কী আপনাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেবো?'' এখানে মমতার আক্রমণ আরও তীব্র হয়। তিনি বলেন, 'বাংলাকে অবমাননা করবেন না। বাংলা কে ভাগ করার চেষ্টা করবেন না। আপনি কেন মুসলমানদের টিকিট দেন না?

আমি তো ৭৯ শতাংশ হিন্দুদের টিকিট দিই, মহিলাদের টিকিট দিই। আসলে কাক এখন ময়ূর হওয়ার চেষ্টা করছে।'' এরপর তিনি বলেন, 'রোজার মাসকে বেছে নিয়েছে মুসলমানদের আঘাত করার জন্য। সংখ্যালঘুরা নিশ্চিন্তে থাকুন, সর্ব ধর্ম সমন্বয় জিন্দাবাদ।'' মমতার এই মন্তব্যের পর বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ পাল্টা আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'ফিরাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লা, হুমায়ূন কবির প্রতিদিন হিন্দুদের আক্রমণ করছেন, তাদের বেলায় কী হবে?'' তাঁর এই বক্তব্যের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে ধারাবাহিক আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে বিধানসভা কার্যত উত্তাল হয়ে ওঠে। এদিনের ঘটনার পর, রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এই সংঘর্ষ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এবং বিজেপির পাল্টা আক্রমণ রাজ্যের রাজনীতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু করেছে। রাজ্যের ধর্মীয় পরিস্থিতি এবং রাজনীতির মাঝে এ ধরনের উত্তেজনা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের তীব্র বাকযুদ্ধ রাজ্যের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে চ্যালেঞ্জ করে। বিধানসভায় এমন অস্থিরতা ভবিষ্যতে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলতে পারে।বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দলবদল নিয়ে নিশানা করে বললেন, উনি তো তিনবার দল বদলেছেন। তৃণমূল ঘেঁটে বিজেপিতে গিয়েছে। আবার অন্য দলে যাওয়ার রিকোয়েস্ট এল বলে। যদিও সবশেষে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তিনি। বললেন, এসব লোককে ইগনোর করাই ভালো। পান্টা দিলেন শুভেন্দুও।শুভেন্দু অধিকারীর 'মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তাল বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রবল স্লোগান তোলেন বিজেপি বিধায়করা। ছিঁড়তে শুরু করেন কাগজ। সব মিলিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। এসবের মাঝেই শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ধর্ম উনি বোঝেন না। উনি তো তিনবার দল পাল্টেছেন। একটা সময়ে কংগ্রেস করত। তৃণমূলকে ঘেঁটে বিজেপিতে গিয়েছিল। আবার অন্য দলে যাওয়ার রিকোয়েস্ট এল বলে। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। এমনিতেই তাপসী মণ্ডলের দলবদল শুভেন্দুকে যে খানিকটা চাপে ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য। সেই সুযোগকে লাগাতে ময়দানে নেমেছেন দিলীপ ঘোষ। তার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে শুরু চর্চা। তবে মমতাকে পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন শুভেন্দুও।এদিন ফের শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দিলেন। হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের জেরেই উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। শুভেন্দুর দাবি, এই উত্থানের নেপথ্যে বড়সড় ভূমিকা রয়েছে অধিকারী পরিবারের। এখানেই শেষ নয়, এদিন ফের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীকে ভবানীপুর আসন থেকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন শুভেন্দু। ইগনোর প্রসঙ্গে বললেন, ইগনোর করাই ভালো। কিন্তু করতে পারছেন কোথায়!

রাজ্য শ্রম দফতরের বাজেট বরাদ্দ এক হাজার ২৩৯ কোটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আনা নতুন শ্রমবিধি রাজ্য সরকার মানবে না। রাজ্য বিধানসভায় শ্রম দফতরের বাজেট আলোচনা শেষে জবাবী ভাষণে শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের ভাঁওতা দিচ্ছে। কেন্দ্রের নতুন শ্রম আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া হচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শ্রমবিধিতে বলা হয়েছে মাসে ১৫ হাজার টাকার বেশি রোজগার করলে তাকে আর শ্রমিক বলা যাবে না। ফলে ওই বিধি চালু হলে অসংখ্য শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআইয়ে মতো সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবেন। কেন্দ্রের নতুন শ্রম আইনের বিরুদ্ধে সকলকে একযোগে লড়াই করারো তিনি ডাক দেন। একই সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নয়নে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপেকর কথা শ্রম মন্ত্রী বিধানসভায় তথ্য সহ তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান চা বাগানে শ্রমিকদের জন্য যতদিন শ্রম পর্ষদ স্বীকৃত ন্যুনতম মজুরি চালু হচ্ছে ততদিন তাঁদের অন্তর্বতী বেতন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া রাজ্য সরকার চালিয়ে যাবে। তিনি অভিয়োগ করেন চা বাগানের শ্রমিকদের কথা পূর্বতন বাম সরকার ভাবেনি। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তাদের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে রাজ্যের চা শ্রমিকরা দৈনিক ২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। চা বিজেপি শাসিত আসাম বা ত্রিপুরার থেকে অনেক বেশি। পাশাপাশি বন্ধ চাবাগান শ্রমিকদের জন্য মাসে ৩৫ কেজি করে খাদ্যশস্য এবং ১৫০০ টাকা করে অর্থ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। যা অন্য রাজ্যে নেই। একই রকম ভাবে চটকলের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাম আমলের ১৫৭ টাকা বেড়ে বর্তমানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা মিলিয়ে হয়েছে ৭২০ টাকা। ব্যায় বরাদ্দের আলোচনায় বিরোধী দল উপস্থিত না থাকায় শাসক দলের নির্মল ঘোষ,অসিত মজুমদার ,সমীর জানা ,সুকান্ত পাল এই ব্যায় বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে তাদের বক্তব্য রাখেন। আলোচনার শেষে শ্রম দফতরের এক হাজার ২৩৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ সভায় গৃহীত হয়।

উত্তপ্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ, পরিচালন সমিতির বৈঠকে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে মালা রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ সরস্বতী পুজো ঘিরে তুমুল অশান্তি ছড়িয়েছিল কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরেও বিক্ষোভ চলেছিল সেসময়। পুলিশি নিরাপত্তায় হয়েছিল সেই পুজো। ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল যোগেশচন্দ্র কলেজ চত্বর। এবার সাংসদ মালা রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়াদের একাংশ। ' হিসেবে স্লোগানও চলে। শুধু তাই নয়, বুধবার বেলায় কলেজে আবির খেলা নিয়েও সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। আইন কলেজ ও ডে কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয় আবির খেলাকে ঘিরে। বহিরাগতরা ফের কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেই অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কলেজ চত্বরে পুলিশ যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। অভিযোগ, পড়ুয়াদের একটা অংশ তারপরও আবির খেলা চালিয়ে যান। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই কলেজের পরিচালন সমিতির প্রেসিডেন্ট পদে আছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়। আজ বুধবার কলেজের পরিচালন সমিতির বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মালা রায়। কিছু সময় পরেই বিক্ষোভ শুরু হয়। মালা রায়ের সঙ্গে বহিরাগতরা কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকেছে বলে অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাংশ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

যাদবপুরে কর্মসূচি করা যাবে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ১৩ মার্চ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বুধবার সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিল হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ নির্দেশের ওই অংশ কার্যকর হয়েছে। এখন আর কোর্ট ওই দায়িত্ব নিজে নিতে চায় না। অন্যদিকে আদালতের নির্দেশঃ এখন থেকে ক্যাম্পাসে কর্মসূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে প্রশাসন। প্রশাসন আবেদন জেনে বিবেচনা করবে অনুমতির ব্যাপারে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার যাদবপুর এইট-বি-র সামনে বিজেপির সভা নিয়ে অনুমতি মামলার শুনানিতে, রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে এই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । আজ আদালত সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে জানিয়ে দিল, এখন থেকে মিটিং মিছিলের মতো কর্মসূচির অনুমতি সংক্রান্ত আবেদন প্রশাসন আগের মতো গ্রহণ করে সে বিষয়ে পদক্ষেপ করবে। প্রসঙ্গত, প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, আগের মতো আবেদন গ্রহণ করে পদক্ষেপ করবে।

বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ অধ্যক্ষর

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ যাদবপুর ইস্যুতে বুধবার রাজ্য বিধানসভায় আগেই এক মুলতুবি প্রস্তাব জমা পড়ে বিজেপির তরফে। এই নিয়ে আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করা তো দূরের কথা তা উত্থাপন করতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তৃতীয়দিনের সভার প্রথমার্ধে তা খারিজ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। তবে ওই সময়ে সভায় অনুপস্থিত ছিলেন বিজেপির সদস্যরা। উল্লেখ্য, ওই প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর করেন ১২ জন বিধায়ক-শঙ্কর ঘোষ, অরূপ কুমার দাস, শান্তনু প্রামাণিক, অম্বিকা রায়, বিমান ঘোষ, পুনা ভেংরা, নিখিল রঞ্জন দে, বুধরাই টুডু, দূর্গা মুর্মু, রবীন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ। তবে, এ নিয়ে কোনওরকম আলোচনা হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গের বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় নীতি
লন্ডনে মমতার শিল্পবৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ২১ মার্চ লন্ডন সফরে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তাঁর লন্ডন সফরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এই সফরটি হবে সাত দিনের। জানা গেছে, মমতার সফরের পথ শুরু হবে দুবাই হয়ে, তারপর লন্ডন পৌঁছাবেন তিনি। এই সফরে তাঁর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ, শিল্পবৈঠক, এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রকল্পগুলোর প্রচার। মমতার লন্ডন সফরের প্রথম কার্যক্রম হবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখানে তিনি ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবেন। সংস্কৃতি, ইতিহাস, পর্যটন, এবং সামাজিক প্রকল্প যেমন ' সহ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলো নিয়ে তিনি কথা বলবেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা মমতার জন্য একটি বড় সম্মান এবং তার আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপস্থিতির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলবে। এর পাশাপাশি, মমতা একটি শিল্পবৈঠকে অংশ নেবেন, যেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিল্পপতি ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চান। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে রাজ্যের ব্যবসাবান্ধব নীতিগুলোর সুবিধা তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি রাজ্যের উন্নয়ন ও শিল্পের ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়ে তাদের আগ্রহী করার চেষ্টা করবেন। রাজ্যের শিল্পখাতের উন্নতির লক্ষ্যে মমতার লন্ডন সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে বাংলায় বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা শিল্পমহলে বেশ সফলতা লাভ করেছে। এই সম্মেলনের সাফল্য লন্ডনে শিল্পবৈঠকের মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিতে চান মমতা। এর আগে তিনি স্পেন এবং দুবাই সফর করেছিলেন, যেখানে তিনি শিল্পবৈঠক করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এছাড়া, মমতার লন্ডন সফরের একটি বিশেষ দিক হবে পশ্চিমবঙ্গ এবং ব্রিটেনের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করা। অতীতে কলকাতা এবং লন্ডনের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং মমতার এই সফর সেই সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিতে পারে। কলকাতার ইতিহাসে ব্রিটেনের ভূমিকা এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নতুন করে পুনর্সংস্কৃত হতে পারে। লন্ডন সফরের মাধ্যমে মমতা পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক স্তরে আরও উন্নত করতে এবং রাজ্যের অর্থনীতি এবং শিল্প খাতকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান। তাঁর এই বিদেশ সফর শুধুমাত্র রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রচারের সুযোগ তৈরি করবে না, বরং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও শক্তিশালী করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফর আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

হরিয়ানার স্থানীয় নির্বাচনেও বিজেপির জয়জয়কার, ভরাডুবি কংগ্রেসের

১২ মার্চ ঃ বিধানসভার পর এবার হরিয়ানার স্থানীয় নির্বাচনেও জয়জয়কার বিজেপির। কার্যত ভরাডুবি হল কংগ্রেসের। এমনকী হরিয়ানা কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ভুপেন্দ্র সিং হুডা নিজের গড় রোহতকেও দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে পারলেন না। বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস বাদেই হরিয়ানার ১০টি শহরের পুরনিগমের নির্বাচন ছিল। বুধবার ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল, ১০টি মেয়র আসনের মধ্যে ৯টিই গিয়েছে বিজেপির দখলে। একটি আসন গিয়েছে বিজেপির বিক্ষুব্ধ নির্দলের দখলে। কংগ্রেস কোনও আসন পায়নি। বিজেপি শুধু জিতেছে তাই নয়, অধিকাংশ আসনে তাদের জয় কার্যত একপেশে। এমনকী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র সিং হুডার গড় হিসাবে পরিচিত রোহতকের মেয়র আসনটিও হাতছাড়া হয়েছে কংগ্রেসের। ফরিদাবাদ, হিসার, রোহতক, কার্নাল, যমুনানগর, গুরুগ্রাম, মানেসরের মেয়র নির্বাচন এবং আম্বালা, সোনিপথের মেয়র পদের উপনির্বাচন হয়েছিল ২ মার্চ। পানিপথে ভোট হয়েছিল ৯ মার্চ। এর মধ্যে শুধু মানেসর ছাড়া সবকটি পুরনিগমেই জয় হয়েছে বিজেপির। বস্তুত, হরিয়ানার স্থানীয় নির্বাচনে কংগ্রেস এতদিন নিজেদের প্রতীকে ল।ত না। নির্দলদের সমর্থন করত। এর আগে মাত্র একবার স্থানীয় নির্বাচনে হাত প্রতীক নিয়ে ল।ছে কংগ্রেস। বিজেপি অবশ্য বরাবর প্রতীকেই লড়ে আসছে। তবে এবার বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত হারের পর কংগ্রেস নিজেদের প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচনে ল।ই করে সংগঠন ঝালিয়ে নিতে চাইছিল। কংগ্রেস পূর্ণশক্তি দিয়ে আসরে নামায় বিজেপিও ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণশক্তিতে। স্থানীয় নির্বাচনে কার্যত বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসের তরফেও ভুপেন্দ্র সিং হুডা, দীপেন্দ্র সিং হুডা, শচীন পাইলটরা প্রচার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানীয় নির্বাচনের ফলে কংগ্রেসের সংগঠনের ভগ্ন দশা উঠে এল।

এক দেশ, এক ভোট নিয়ে মত যাচাইয়ে ওয়েবসাইট চালু করবে সংসদীয় যৌথ কমিটি

নয়াদিল্লি,১২ মার্চ ঃ এক দেশ, এক ভোট নিয়ে সংসদীয় যৌথ কমিটি খুব তাড়াতাড়ি এক ওয়েবসাইট চালু করতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। দেশের নাগরিকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যেই এই ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। মঙ্গলবার কমিটির বৈঠকে সদস্য রাজ্যসভার সাংসদ তথা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ সংবিধানেই এক সঙ্গে নির্বাচন করানোর কথা বলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। আবার কোনও সরকার অনাস্থা প্রস্তাবে সংখ্যালঘু হয়ে গেলেও তাদের দিয়েই সরকার চালানো উচিত বলেও তিনি যুক্তি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গগৈয়ের মতামতের বিরুদ্ধে তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন। এদিকে, মঙ্গলবার, লোকসভার জিরো আওয়ারে রাজ্যের ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালীপদ সোরেন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে স্বতন্ত্র সাঁওতালি চ্যানেল খোলার দাবি জানান। পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতাতে সাঁওতালি ভাষা জানা স্থায়ী কর্মী নিয়োগেরও দাবি করেছেন তিনি। লোকসভায় এদিনই ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার্স বিল, ২০২৫ পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। বিল পেশের বিরোধিতা করে সরব হন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। বিল পেশের সময়ে কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কেন উপস্থিত হননি, তা নিয়েও কটাক্ষও করেন সৌগত। অন্যদিকে, মঙ্গলবার লোকসভায় মণিপুরের বাজেটের উপর আলোচনার অংশ গ্রহণ করে দীর্ঘদিন ধরে জাতিগত হিংসায় বিধ্বস্ত মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন যাননি, প্রশ্ন তুলে সমালোচনায় মুখর হন কংগ্রেসের গৌরব গগৈ। তাতে প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা হচ্ছে বলে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। পালটা গৌরবও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের অপমান করার সময়ে বিজেপির মনে থাকে না বলে সরব হন। অধ্যক্ষ ওম বিড়লার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পরেও গৌরব প্রধানমন্ত্রী বাঘ দেখে বেড়াচ্ছেন বলে কটাক্ষ ছুড়ে দেন। একই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের কীর্তি আজাদ বিজেপিকে তুলোধোনা করেন। দলের লোকসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ সায়নী ঘোষও মণিপুর নিয়ে বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেন।

যাদবপুর ক্যাম্পাসেই ফাঁড়ি করতে চেয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ বারবার নানা বিষয় নিয়ে অশান্তির জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির জন্য কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিল কলকাতা পুলিস। কলকাতা পুলিশের পাঠানো সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে এনিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েচে। তবে কলকাতা পুলিশের এই চিঠি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলারক্ষার ভার কর্তৃপক্ষেরই। আইনরক্ষকদের সেখানে প্রবেশ বিতর্কের বিষয়। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরেই কীভাবে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির প্রস্তাব আসতে পারে। কেউ কেউ বলছেন এরকম প্রস্তাব আসতেই পারে। তবে তা নিয়ে কতৃপক্ষ চিন্তা করবেন। চলতি মাসের প্রথমে ওয়েবকুপার বার্ষিক সভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপস্থিতিতে যাদবপুর ক্যাম্পাসে নজিরবিহীন অশান্তি তৈরি হয়। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দাবিতে বাম, অতি বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। শিক্ষামন্ত্রীকে বেরতে দেওয়া হচ্ছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। পাল্টা শিক্ষামন্ত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ তুলে সরব হন টিএমসিপি সদস্যরাও। সবমিলিয়ে কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আক্রান্ত হন উপাচার্য, অধ্যাপকরাও। এরই মাঝে অভিযোগ ওঠে, ছাত্রদের ঘেরাওয়ের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির চাকায় আহত হন এক ছাত্র। শুধু এই ঘটনাই নয়, আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কারণে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কখনও কখনও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কোনওভাবেই ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশ করতে দেননি কোনও উপাচার্য। সেটাই দস্তুর। সাম্প্রতিক ঘটনার জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে 'আজাদ কাশ্মীর', প্যালেস্টাইন'-এর মতো স্লোগান লেখা ইস্যুতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেশদ্রোহের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শিক্ষার নামে সেখানে দেশ বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে আশঙ্কা করছেন আইনরক্ষকরা। তার সূত্র ধরেই কাজের সুবিধার কথা জানিয়ে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির ভাবনা কলকাতা পুলিশের। সেই মর্মে জায়গা চেয়ে চিঠিও পাঠানো হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী রেজিস্ট্রার ডঃ ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমরা কলকাতা পুলিশের একটি মেল পেয়েছি। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আউটপোস্ট করার জন্য জায়গা চেয়েছে। এখন বিষয়টি নিয়ে সবপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। আপাতত এনিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

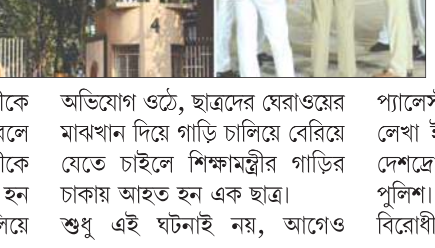

মরিশাস ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারঃপ্রধানমন্ত্রী

পোর্ট লুইস, ১২ মার্চ ঃমরিশাস ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার পোর্ট লুইসে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ নবীন রামগুলামের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গ্লোবাল সাউথ, ভারত মহাসাগর, অথবা আফ্রিকা মহাদেশ হোক মরিশাস আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ১০ বছর আগে, মরিশাসে 'ভিশন সাগর' - 'অঞ্চলের সকলের জন্য নিরাপত্তা এবং প্রবৃদ্ধি' - এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। আমরা এই সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য সাগর ভিশন নিয়ে এসেছি। গ্লোবাল সাউথের জন্য আমাদের ভিশন হবে - মহাসাগর - অঞ্চল জুড়ে নিরাপত্তা এবং প্রবৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক এবং সামগ্রিক অগ্রগতি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নবীন চন্দ্র রামগুলাম এবং আমি ভারত-মরিশাস অংশীদারিত্বকে 'বর্ধিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব'র মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মরিশাসে নতুন সংসদ ভবন নির্মাণে সহযোগিতা করবে ভারত। এটি গণতন্ত্রের জননীর কাছ থেকে মরিশাসের জন্য একটি উপহার হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে, আমি মরিশাসের জনগণকে তাঁদের জাতীয় দিবসে অভিনন্দন জানাই। এটা আমার সৌভাগ্য যে, আমি আবারও মরিশাসের জাতীয় দিবসে এখানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছি।

স্বপ্ন দেখার অভ্যাস রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীরঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃ স্বপ্ন দেখার অভ্যাস রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর, তাঁকে স্বপ্ন দেখতে দিন, কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের সমালোচনা করে কল্যাণ বলেছেন, দেশে হিন্দু-মুসলিমদের এভাবে ব্যবহার করা কি ঠিক? বিজেপি যদি মুসলমানদের এতই ঘৃণা করে, তাহলে তাঁদের উচিত দেশ থেকে সমস্ত মুসলমানদের বের করে দেওয়া এবং ভোটার তালিকা থেকেও মুসলমানদের নাম বাদ দেওয়া।কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, তাঁরা দেশের নেতা, তাঁরা কি এটা বলতে পারে? তাঁদের কোনও সংস্কৃতি এবং শিক্ষা নেই। তাঁরা কেবল জয় শ্রী রাম বলে... তাঁরা মাফিয়া।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়ে সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কর্মশালা

আগরতলা, ১২ মার্চ ঃ সমাজকল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের সদস্যদের অবগত করানোর লক্ষ্যে মঙ্গলবার এক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রাজধানী আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিশ্বজি শীল সহ অন্যান্যরা। সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পগুলির অনেকটাই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা জানেন না। দপ্তরের স্কিম বা প্রকল্প সম্পর্কে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের অবগত করানোর লক্ষ্যে মঙ্গলবার প্রজ্ঞা ভবনে একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়।এই কর্মশালার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি বিশ্বজি শীল সহ অন্যান্যরা।এই কর্মশালা প্রসঙ্গে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় জানান, জন্মের পূর্ব সময় থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের একাধিক প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের অবগত হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি নিয়ে আধিকারিকরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।কর্মশালায় শিশু কল্যাণ কর্মসূচি, সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০, পোষণ অভিযান, সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার, দিব্যাঙ্গজন কল্যাণ সহ বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত জন প্রতিনিধিদের সামনে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন।

তরুণদের মধ্যে সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও দেশপ্রেম অবশ্যই থাকতে হবেঃরাষ্ট্রপতি

চণ্ডীগড়, ১২ মার্চ ঃ তরুণদের মধ্যে সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও দেশপ্রেম অবশ্যই থাকতে হবে। আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, দেশ ও দেশবাসীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সকল যুবকদের কর্তব্য। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি নীতিনির্ধারকদের বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সংযোগ এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতির উপর আরও কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক মানসিকতা এবং উন্নত দক্ষতা বিকাশের পরামর্শ দেন।রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, আমি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারকদের বলতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সংযোগ এবং ভবিষ্যত প্রস্তুতি নিয়ে আরও কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে বিষয়েই অধ্যয়ন করুক না কেন, আবেদনভিত্তিক শিক্ষা থাকতে হবে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, গত ১৪০ বছরে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চ শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক, খেলাধুলা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছে।

মোদীর মুকুটে ফের নতুন পালক, মরিশাসের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানে সম্মানিত

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে আরও একটি নতুন পালকের সংযোজন। বুধবার মরিশাসের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মরিশাসের রাষ্ট্রপতি ধরম গোখুল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মরিশাসের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার প্রদান করেছেন। মরিশাসের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার এন্ড কি অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশান-এ ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবারই মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মরিশাসের জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি দল অংশগ্রহণ করেছে।

আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল নূন্যতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৪মনিট

ভারত-নেপাল সীমান্ত পরিদর্শন রাজ্যপালের, সাক্ষাৎ গ্রামবাসীদের সঙ্গে

দার্জিলিং, ১২ মার্চ ঃ দার্জিলিং জেলায় ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত ছোটো গ্রাম পানিটাঙ্কি পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। বুধবার পানিটাঙ্কিতে গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাজ্যপাল বোস, এছাড়াও গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। রাজ্যপাল ডঃ বোস বলেছেন, এটা খুবই অনুপ্রেরণা দায়ক অভিজ্ঞতা। আমাদের সীমান্ত নিরাপদ রাখা আমাদের বাহিনীর জন্য কতটা কঠিন। আমাদের সাহসী সৈন্যরা তাঁদের সেরাটা দিচ্ছেন। আমি এখানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে, তাঁদের সমস্যা ও অনুভূতি বুঝতে এবং এর সমাধান খুঁজতে এসেছি।

বালুচিস্তানে অপহৃত ট্রেন থেকে উদ্ধার ১৫৫ পণবন্দি, নিহত ২৭ জন বিদ্রোহী

ইসলামাবাদ, ১২ মার্চ ঃ পাকিস্তানের বালুচিস্তানের বোলানে প্রায় সারারাত চলল পাকিস্তানি সেনার উদ্ধার অভিযান। অপহৃত জাফর এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে উদ্ধার করা হল অন্তত ১৫৫ জন যাত্রীকে। পাক সেনার দাবি, নিরাপত্তা বাহিনীর ওই অভিযানে এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৭ জন বিদ্রোহী নিহত হয়েছে। পণবন্দিদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। ট্রেনটি থামানোর জন্য রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীরা।বুধবার ভোরে জাফর এক্সপ্রেস থেকে ৫৭ জন যাত্রীকে বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় পাঠানো হয়েছে। বাকিদের মধ্যে ২৩ জনকে এখনও মাচে রাখা হয়েছে, আর আহত ১৭ জন যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেসের দখল নেয় স্বাধীনতাপন্থী সশস্ত্র বালুচ গোষ্ঠী বিএলএ (বালুচ লিবারেশন আর্মি)-র বিদ্রোহীরা। ৯টি কোচবিশিষ্ট ওই ট্রেনটিতে ৪০০-র বেশি যাত্রী ছিলেন। অবশেষে পণবন্দি ১৫৫ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়।

নীতীশ কুমার 'ভাং' খেয়ে বিধানসভায় আসেন, কটাক্ষ রাবড়ি দেবীর

পাটনা, ১২ মার্চ ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী। বুধবার রাবড়ি দেবী বলেছেন, নীতীশ কুমার 'ভাং' খেয়ে বিধানসভায় আসেন। রাবড়ি দেবী আরও বলেছেন, নীতীশ কুমার 'ভাং' খেয়ে বিধানসভায় আসেন। তিনি আমাকে ও মহিলাদের অসম্মান করেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন আমরা কী ধরণের কাজ করেছি, তা তাঁর দেখা উচিত। তাঁর চারপাশের লোকজন যা বলে, তিনিও তাই বলেন। তাঁর নিজের দলের সদস্যরা এবং কিছু বিজেপি নেতা তাঁকে এই ধরনের কথা বলতে বলছেন।রাবড়ি দেবী আরও বলেছেন, বিহারের মহিলাদের বিধানসভায় অপমান করা হচ্ছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, ২০০৫ সালের আগে কারও পরার জন্য পোশাক ছিল না। আমি নীতিশ কুমার এবং প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই- আপনাদের পরিবারের মেয়ে এবং বোনদের কি পরার জন্য পোশাক ছিল না? তারা কি পোশাক ছাড়াই ছিল? আমি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে এই প্রশ্নটিই করতে চাই।

সিআইআইয়ের ভাইস চেয়ারম্যান হলেন রূপক বড়ুয়া

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃকনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) ভাইস চেয়ারম্যান হলেন রূপক বড়ুয়া। স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা ক্ষেত্রের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব রূপকবাবু কর্মসূত্রে উডল্যান্ডস হাসপাতালের এমডি, সিইও। ১৯৮০-এর দশকে একজন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে কাজ শুরু করে ধাপে ধাপে উত্তরণ। কলকাতার কিছু শীর্ষ বেসরকারি হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করেছেন। মার্কেটিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং আহমেদাবাদ এবং ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার পাশাপাশি দুটি শীর্ষ বিদ্যালয় থেকেও ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেন।আগেই রূপকবাবু সিআইআই-এর জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কমিটির কাউন্সিল সদস্য, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের হেলথকেয়ার কমিটির জাতীয় বিশেষজ্ঞ এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ হসপিটালস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (এএইচইআই) এর সভাপতি হন। তাঁর নয়া দায়িত্ব রাজ্যের ক্রমবর্ধমান কর্পোরেট চিকিসাজগতের বিস্তৃতির সহায়ক হবে বলে অনেকে মনে করছেন।সিআইআই-এর নয়া কমিটির সভাপতি হয়েছেন বিজিএস গ্রুপের পরিচালক দেবাশিস দত্ত।

সোদপুর সুখচরে বালক ব্রহ্মচারী ধামে বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্যশিবির,ডেঙ্গু মোকাবিলা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির ও বিনামূল্যে মশারি বিতরণ

দুরন্ত বার্তা,সোদপুরঃসম্প্রতিগত রবিবার,ডাঃ কে.আর.অধিকারী কলেজ অফ অপটিমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজি এবং বালক ব্রহ্মচারী ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে সোদপুর সুখচরে ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী ধামে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও ইনভেস্টিগেশন শিবির তসহ ডেঙ্গু মোকাবিলা এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির ও বিনামূল্যে মশারি বিতরণ অনুষ্ঠান। সকাল ৯টা থেকে এই শিবির শুরু হয় এবং বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলে। এই শিবিরে বিভিন্ন বিভাগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, দন্ত পরীক্ষা, ফিজিওথেরাপি, ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা, ব্লাড সুগার, ই.সি.জি. পরীক্ষা সহ বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। যে সকল রোগীরা এই শিবিরে চোখের ছানি অপারেশনের জন্য বিবেচিত বা নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকেও বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ৩২০ জন রোগী বিভিন্ন বিভাগে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এবং ১১০ জন রোগী ব্লাড গ্রুপ, ব্লাড সুগার, ফিজিওথেরাপি, ই.সি.জি. প্রভৃতি পরীক্ষার সুযোগ ও পরিষেবা গ্রহণ করেন। এছাড়াও ১১০ জনকে এই শিবির থেকে বিনামূল্যে মশারি বিতরণ করা হয়। ডাঃ কে. পি. বিশ্বাস, ডাঃ শক্তিপদ কুন্ডু, ডাঃ প্রদীপ কুমার শর্মা, ডাঃ সৈকত দে, ডাঃ রীতা সাহা প্রমুখ চিকিৎসকবৃন্দ এই স্বাস্থ্য শিবিরে আগত রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। এই সামাজিক ও মহতী চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বালক ব্রহ্মচারী ট্রাস্টের সভাপতি শ্রী কাজল রায়, সম্পাদক কমল চক্রবর্তী, খড়দহ পৌরসভার ২২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মধুমিতা গোস্বামী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ তপন কুমার অধিকারী।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বৃহঃবার, ইংরেজীঃ১৩ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২৭ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ২৪ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃ রাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃ ভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃ বালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃ ইংদ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির রেকর্ড

কলকাতা, ১২ মার্চঃ গত রবিবার রাতে পর্দা নেমেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে হয়েছে অনেক রেকর্ড।চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে রেকর্ড তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারত পেছনে ফেলেছে দুবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে।এবারই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হয়েছে-১৪০টি। ভেঙেছে ২০১৭ সালের রেকর্ড-১১৩টি।এক আসরে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি এবারই ১৪টি। পেছনে পড়েছে ২০০২ ও ২০১৭ সালের ১০ সেঞ্চুরি। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত দুটি ইনিংসই এবার হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট ১৬৫ রান করে ভাঙেন ২০০৪ সালে নিউজিল্যান্ডের নাথান অ্যাস্টলের রেকর্ড (১৪৫)। ডাকেটের রেকর্ডটা ৪ দিন পরই কেড়ে নেন ইব্রাহিম জাদরান। আফগানিস্তান ওপেনার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করেন ১৭৭ রান।চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি করেছেন ডেভিড মিলার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৬৭ বলে সেঞ্চুরি করে বীরেন্দ্রর শেহবাগ ও জশ ইংলিসের রেকর্ড ভাঙেন প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান।চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রানের দুটি ম্যাচই হয়েছে এবার। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচে হয়েছে রেকর্ড ৭০৭ রান। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা মিলে করেছে ৬৭৪ রান।এবার বোলাররা ৫ উইকেট পেয়েছেন চারবার। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এর আগে সর্বোচ্চ তিনবার ৫ উইকেট নেওয়ার ঘটনা ছিল ২০০৪ সালে।ওয়ানডেতে টানা টস হারার রেকর্ড গড়েছেন রোহিত শর্মা। ভারত অধিনায়ক টানা ১২ ম্যাচে টসে হেরে ভেঙেছেন ব্রয়ান লারার রেকর্ড।

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবার রাজীব ব্যানার্জিকে স্বাগত জানিয়ে পোস্টার পড়লো হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে

দুরন্তবার্তা,ডোমজুড়,(হাওড়া)ঃ ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবার রাজীব ব্যানার্জিকে স্বাগত জানিয়ে পোস্টার পড়লো হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে। ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব ব্যানার্জিকে ঈদ উপলক্ষে স্বাগত জানিয়ে বাঁকড়া এক দুই ও তিন নম্বর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো হয়েছে ওই পোস্টার-ব্যানার। পোস্টারে লেখা, রাজীব ব্যানার্জিকে স্বাগতম, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ। এলাকার রাজীব 'অনুগামী'দের বক্তব্য, ২০১১ থেকে ২০২১ অবধি রাজীব ব্যানার্জীর অনেক অবদান পার্টিতে রয়েছে। পাশাপাশি ডোমজুড়ের মানুষের কাছে তিনি জনপ্রিয় নেতা। পার্টির সিদ্ধান্তে তাঁকে আবার ঘরে ফেরানো অর্থা দলে ফেরানো হয়েছে। পাশাপাশি ডোমজুড়ের মানুষও তাঁকে পুনরায় ডোমজুড়ে চাইছেন। এই পোস্টারের বিষয়ে রাজীব 'অনুগামী' দলের কর্মী অসীম দাস বলেন, ডোমজুড়ের মানুষ ওনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাইছে। একটা সময় ওনাকে 'গদ্দার', 'মীরজাফর' বলা হয়েছিল। সেটা ধীরে ধীরে মানুষ ভুলতে বসেছে। সেই জন্য রাজীব ব্যানার্জিকে ডোমজুড়ে স্বাগত। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ওনার মত নেতা এখন আমাদের দরকার। আমরা চাইছি রাজীব ব্যানার্জি স্বমহিমায় ফিরে আসুক। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শাহিদুল ইসলাম জমাদার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ প্রতি মানুষকে সম্মান জানাতে হবে। বিগত দশ বছর ধরে রাজীব ব্যানার্জীর সঙ্গে কাজ করেছিলাম। ২০২১ সালে দল পরিবর্তন করেছিলেন উনি। আবারও মমতা বন্দ্যোয়পাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথামতো দলে যোগ দিয়েছেন। আমাদের মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির প্রতি বিশ্বাস আছে এবং থাকবে। রাজীব ব্যানার্জির মতো বিচক্ষণ, দক্ষ নেতাকে যে দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তাতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ। ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত রাজীব ব্যানার্জি যে কাজ করেছিলেন তা আমরা ভুলিনি। উনি দলের সঙ্গে বেইমানি করে চলে গিয়েছিলেন। উনি ব্যক্তিগতভাবে কারও সঙ্গে বেইমানি করেননি। গত সোমবার কল্যাণ ব্যানার্জির সঙ্গে রাজীব ব্যানার্জির কথা হয়েছে। সেখানে উনি বলেছেন পুরনো ছেলে। আবার যদি একসঙ্গে কাজ করতে হয় করব। এখানে ডোমজুড় একটা আবেগ। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমাদের আবেগ উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারছি না। রাজীব ব্যানার্জিকে যদি দায়িত্ব দেয় আমাদের মেনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। আগামী দিনে ওনার নেতৃত্বে কাজ করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা চাই তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন আরও মজবুত হোক। ২০২৬-এর লড়াই আমাদের অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। ভুতুড়ে ভোটার খোঁজার জন্য যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে তাতে কল্যাণ ঘোষের সঙ্গে রাজীব ব্যানার্জিকে রাখা হয়েছে। রাজীব ব্যানার্জি বা কল্যাণ ঘোষ যেই দাঁড়াক না কেন আমরা তাঁদের হয়েই ডোমজুড়ে কাজ করব।

ভারতের নারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক-সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন -একজন আইকনিক সমাজ সংস্কারক

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা, সমাজ সংস্কারক ও কবি হলেন সাবিত্রীবাই ফুলে।১৮৩১ সালের ৩ রা জানুয়ারী ব্রিটিশ ভারতে জন্ম। সেই সময়ে মেয়েদের পড়াশোনার অধিকার ছিল না। সে মারাঠি। ৯ বছর বয়সেই বিবাহ হয় ১২ বছরের জ্যোতিরাও এর সাথে। সে বুঝেছিল-মেয়েদের জন্য শিক্ষা জরুরী।আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের অনেক আগে। বয়স ১৭ কি ১৮। পুণের কাছে বিদেওয়াড়া তে ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে গড়ে তুললেন প্রথম মহিলা বিদ্যালয়। সময়টা ১৮৪৮ সাল। সাবিত্রীবাই সেই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষিকা। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় শতবর্ষ আগে। এই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ছিল দলিত ও মুসলিম ঘরের মেয়েরা। পরাধীন ভারতে তখন দলিত ছেলেদেরই পড়াশোনার সুযোগ ছিল না।বিদ্যালয়ে দলিত ও মুসলিম মেয়েদের পড়াশোনা। সমাজ মেনে নিল না। বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলে ও স্বামী জ্যোতিরাও ফুলে অন্যত্র ঘর নিয়ে শিক্ষাদানের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। ১৮৫১ সালে শুরু হল মেয়েদের স্কুল। সাবিত্রীবাই ফুলে প্রধান শিক্ষিকা। মালির জাত। মালি হয়ে হেড দিদিমণি।১৮ বছরের হেড দিদিমণি বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার সময় ব্যাগে বাড়তি একটা শাড়ি নিতেন। রাস্তায় লোকেরা এত কাদা আর গোবর ছুঁড়তো যে স্কুলে এসে শাড়ি পাল্টাতে হত। কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, তোমাদের কাছে যা গোবর, আমার কাছে তা ফুল। দু বছর বাদে পুণের কাগজ লিখছে-সরকারি স্কুলের চাইতে-মেয়েরা ভালো শিখছে। উসাহিত হয়ে. এই দম্পতি ১৮ টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।সাবিত্রী বাই ফুলে লক্ষ্য করেছিলেন -এটা সতী সাবিত্রীর ভারতবর্ষ। সর্বত্র চলছে মনুবাদের শাসন। তিনি গর্জে উঠলেন। ১৮৫২ তে গঠন করলেন-মহিলা সেবা দল। তিনি স্লোগান তুললেন-হাম ভারত কী নারী হ্যায়,ফুল নাহি চিঙ্গারী হ্যায়।। ১৮৭৩ সালের মনুবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গঠন করলেন-সত্য শোধক সমাজ বিধবাদের প্রতি অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি কাজ করেছিলেন। তখন প্রথা ছিল বিধবাদের মাথা কামাতে হবে। সাবিত্রীবাই তা মেনে নিতে পারেন নি। বিধবাদের তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে লাগলেন। বিধবারা সন্তানের জন্মদিলে জন্মের পর সমাজের ভয়ে গলা কেটে শিশুকে মেরে ফেলতেন। তিনি তখন সারা শহরে পোস্টার সেঁটে প্রচার করেন-শিশু হত্যা না করে আমাদের আশ্রমে আসুন। আশ্রমের নাম দিলেন-বাল হত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ।নারী সমাজ কে জাগ্রত করতে প্রায় শুনাতেন-একটি রূপক কাহিনী-সিংহের ভেড়ামি। একদা এক সিংহী গর্ভবতী ছিল। কয়েকদিন খাবার না খেতে পেয়ে সিংহী খুব দুর্বল ছিল। একদিন ভেড়ার পাল দেখে ক্ষুধার্ত সিংহী ভেড়ার পালের ওপর দিল এক লাফ। কিন্তু বিফল হল। ফসকালো শিকার। সিংহী না খেতে পেয়ে মারাই গেল। ভেড়াগুলো তা দেখে তো অবাক। কাছে এল একটু একটু করে। দেখল সিংহীর পেটে কিছু একটা নড়ছে। ভাবল তাদের শাবক আছে সিংহীর পেটে। এই ভেবে সিংহীর পেট ফাঁসিয়ে বাচ্চাটাকে বের করে। দেখল সেটা সিংহ শাবক। কি আর করে, পালতে লাগলো নিজের বাচ্চাদের সাথে। বড় হয়ে সিংহ শাবক ভেড়ার মতো ম্যা ম্যা করে।বেশ কিছুদিন পর বনের এক সিংহ শাবক আগের সিংহের ভেড়ামি দেখে তো অবাক। তাকে বোঝালো-সে সিংহ, ভেড়া নয়। ভেড়ামি তার শোভা পায় না। একদিন তাকে পুকুরের জলে ছায়া দেখিয়ে বোঝালো তারা দুজনেই সিংহ। শিখালো সিংহের গর্জন। অবশেষে সে বুঝল-ভেড়ার মতো ম্যা ম্যা করলে কিছু পাওয়া যায় না। ভেড়ামি ছেড়ে সে হল সত্যিকারের সিংহ। সে সিংহের মত গর্জন করতে লাগল। আর নিজের অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করে দিল। দলিত, নিপীড়িত ও শোষিতদের কাছে মাঝেমধ্যেই এই কাহিনী সাবিত্রীবাই ফুলে শুনাতেন। নারী শক্তির জাগরণের জন্য।১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন বেলুড় মঠ। প্লেগ রোগ তখন সারা ভারতে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। মহারাষ্ট্রে সাবিত্রীবাই ফুলে লক্ষ্য করলেন সকলে যথাযথ চিকিসা পাচ্ছে না। পালিত পুত্র যশবন্ত রাও কে উৎসাহ দিলেন প্লেগের ক্লিনিক খুলতে। সাবিত্রীবাই শহরের বাইরের রোগী নিজেই নিয়ে আসতেন। একদিন প্লেগ রোগে আক্রান্ত এক বালককে ক্লিনিকে পিঠে করে নিয়ে এলেন। অবশেষে তিনি নিজেই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলেন। মারা গেলেন সাবিত্রীবাই ফুলে১৮৯৭ সালের ১০ই মার্চ।সাবিত্রী বাই ফুলের ঘোষণা -শিক্ষা নিপীড়িত শ্রেণীর হাতিয়ার। তাই তিনি নারীর অধিকার ও শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর উন্নয়নে তাঁর অবদান কখনো ভোলার নয়।

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ এন্ড ওয়ার্কার্স কনফেডেশনের পরিচালনায় ত্রি বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রশান্ত দাশগুপ্তঃসেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ এন্ড ওয়ার্কার্স কনফেডারেশনএর পরিচালনায় ও ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের সহযোগিতায় ব্যান্ডেলে শরৎচন্দ্র রেল ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল থার্ড জেনারেল বডি মিটিং। মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইএনটিইউসির সভাপতি কামারুজ্জামান কামার, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বিনোদ শর্মা মহাশয়, সাধারণ সম্পাদক স্বপন দত্ত মহাশয়,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট এমপ্লয়িস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখার সভাপতি ও সম্পাদকেরা। মঞ্চে সকলের বক্তব্য ছিল, রেল কর্মচারীদের জন্য ওপিএস-এর পক্ষে। বিনোদ শর্মার বক্তব্য ছিল রেল গভর্মেন্ট যতক্ষণ না পর্যন্ত ও.পি.এস-এর পক্ষে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মীদের পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে আমাদের আন্দোলন চলবে।

সামাজিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ সামাজিক সংযোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য। একাকিত্বের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। প্রাক্তন অধ্যক্ষ কৃষ্ণনগর মেডিকেল কলেজ পালপাড়া রোড কৃষ্ণ নগর। ভূমিকা ঃ মানুষের ইতিহাসে সামাজিক সংযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। হোমো স্যাপিয়ান্স প্রজাতির টিকে থাকার পেছনে তাদের সামাজিক প্রবণতা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলউ বর্তমান বিশ্বে নগরায়নের ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পউছে, যা একাকিত্ব, মানসিক রোগ, এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো একাকিত্বের উপরিভৌম প্রভাব এবং সামাজিক সংযোগের গুরুত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। একাকিত্ব ও হোমো স্যাপিয়ান্স প্রজাতির সামাজিক প্রবণতা। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের টিকে থাকার অন্যতম কারণ ছিল তাদের দলবদ্ধভাবে বসবাসের ক্ষমতা। অন্যদিকে, নিয়ান্ডারথালরা অপেক্ষাকৃত একাকী জীবনযাপন করত, যা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, সামাজিক সংযোগের এই প্রবণতা আজও মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাকিত্বের স্বাস্থ্যগত প্রভাব ঃ বর্তমান সময়ের বেশ কয়েকটি গবেষণা দেখিয়েছে যে একাকিত্ব মানুষের শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেউ একাকিত্বে ভুগলে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা(করটিসল) বৃদ্ধি পায়, যা রক্তচাপ বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ায়। একটি বিশ্বব্যাপী সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, একাকিত্বের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ২৬-৩২ বৃদ্ধি পায় । স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বিশ্বে ৩৩ মানুষ একাকিত্বে ভোগেন, বিশেষত ব্রাজিল, তুরস্ক ও ভারতে এই হার সর্বোচ্চ। স্নায়ুবিজ্ঞান গবেষণায় দেখা গেছে, একাকিত্বের ফলে প্রদাহজনিত হরমোনের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, যা ডিমেনশিয়া ও আলঝাইমারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সামাজিক সংযোগ ঃ স্বাস্থ্যকর জীবনের মূলমন্ত্র। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক সংযোগ বাড়ানো একাকিত্বের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সাহায্য করেউ প্রেম, বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সংযোগ আমাদের মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন ও এন্ডোরফিন নিঃসরণ ঘটায়, যা মানুষকে মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি দেয়।

কিছু গবেষণা উল্লেখ করেছে যে, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির ফলে মানসিক চাপ হ্রাস পায় এবং হৃদরোগ ও অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমে। গবেষণা-ভিত্তিক সুপারিশ ঃ সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোর আলোকে মনোবিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছেন ১. বন্ধু ও পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা - সামাজিক বন্ধন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে। ২. সোশ্যাল মিডিয়াকে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা - অনলাইন সংযোগ বাস্তব জীবনের সামাজিকীকরণের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। ৩. আড্ডা ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা - এতে নিঃসরণ বাড়ে যা মস্তিষ্ককে আনন্দ অনুভব করায়। উপসংহার ঃ একাকিত্ব শুধুমাত্র একা থাকা নয়, এটি একধরনের মানসিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি মনে করেন তার সাথে কেউ নেই। গবেষণাগুলোর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট যে, সামাজিক সংযোগ শুধু মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নয়, বরং শারীরিক সুস্থতার জন্যও অপরিহার্য। তাই, সামাজিক সংযোগ বাড়ানো, বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সম্পর্ক জোরদার করা, এবং আনন্দদায়ক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাই সুস্থ থাকার অন্যতম প্রধান উপায়।

দোল উৎসবকে সামনে রেখে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ মার্চ ঃদোল উৎসবকে সামনে রেখে জয়নগরে প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল। বাঙালি তেরো পার্বণের একপার্বন হলো দোল উৎসব। আবির রঙে একে অপরের মনে রঙ লাগিয়ে রঙিন করাই দোল উৎসব। আর এই উৎসবের সময়ে যাতে কোনো ধরনের আপত্তিকর,অশান্তির সৃষ্টি না হয় তাই মঙ্গলবার জয়নগর আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে জয়নগর থানার উদ্যোগে প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি,জয়নগর থানার এস আই সৌমেন দালাল, এস আই বলরাম মন্ডল,সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এদিন এই প্রশাসনিক বৈঠকে জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সদস্য, পৌর সদস্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও দোল উৎসব কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কিভাবে দোল উৎসব সরকারি নিয়ম মেনে পালন করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এ দিনের বৈঠকে।

হোলি ও রমজান মাস নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হরিপালে

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল,১২ মার্চ ঃ হোলি উৎসব ও রমজান মাস নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হরিপাল লোকমঞ্চে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার অগ্নিশ্বর চৌধুরী, সিআই তারকেশ্বর প্রশান্ত চ্যাটার্জী, হরিপাল থানার ওসি নজরুল ইসলাম সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠানে মাওলানারা সহ উভয় ধর্মের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অগ্নিশ্বর চৌধুরী জানান একই দিনে হিন্দুদের দোল উৎসব এবং মুসলিমদের রমজান মাস তার সঙ্গে জুম্মাবার থাকায় .এই বৈঠকের মাধ্যমে ঐদিন সম্প্রীতির বাতাবরণ রক্ষায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দেয়া হলো। তিনি জানান অন্যান্য বারের মতো এবারও পুলিশ প্রশাসন সব সময় সজাগ থাকবে এবং স্পর্শকাতর জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করবে। তিনি জানান মদ্যপ অবস্থায় যাতে কেউ গাড়ি না চালান এবং ডিজে বক্স বাজানো থেকে বিরত থাকেন সে ব্যাপারে পুলিশের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। তিনি সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের উৎসব ও ধর্মীয় আচার পালন করার আহ্বান জানান।

শিশু চুরির ঘটনায় রেল পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চ ঃ দিনকয়েক আগে হাওড়া স্টেশন থেকে শিশু চুরির ঘটনায় রেল পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত পাচারকারী মহিলা, ধৃতের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত। হাওড়া স্টেশন থেকে শিশু চুরির (অপহরণের) ঘটনায় হাওড়া রেল পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন অভিযুক্ত পাচারকারী মহিলা। যদিও এখনও পর্যন্ত শিশুটিকে উদ্ধার করা যায়নি। বুধবার ধৃত মহিলাকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। গত ৫ মার্চ হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্স থেকে হুগলির এক মহিলার সাড়ে তিন বছরের এক কন্যা সন্তানকে অপহরণ করে চম্পট দেয় অভিযুক্ত মহিলা। জানা গেছে, যার শিশুকন্যাকে অপহরণ করা হয়েছিল ওই মহিলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষীকান্তপুরে স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে সাত বছরের এক মেয়ে এবং সাড়ে তিন বছরের অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ঘটনার দিন অপেক্ষা করছিলেন। সারারাত জেগে থাকার পর সকালের দিকে একটু ঝিমিয়ে পড়লে অপহরণকারী মহিলা ছোট মেয়েটিকে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করে হাওড়া রেল পুলিশ। হাওড়া স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করলে দেখা যায় শিশুটিকে নিয়ে অভিযুক্ত মহিলা এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে সাবওয়ে হয়ে স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যান্ডে বের হচ্ছেন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত মহিলাকে সনাক্ত করে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়া, বেলতলা, পোটোপাড়া থেকে অভিযুক্ত মহিলাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে রেল পুলিশ। যদিও ধৃত মহিলার কাছ থেকে শিশুটিকে পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে শিশুটিকে রাজস্থানের কোনও এক দম্পতিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। রেল পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানে তদন্তকারী দল পাঠানো হবে। ধৃত মহিলাকে বুধবার হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। রেল পুলিশের পক্ষ থেকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য হাওড়া আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে আবেদন জানানো হয়। আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এখন পুলিশ সতর্ক হতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে নিখোঁজ এবং ধর্ষনের খবর এসে পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছে পুলিশের কাছে তাতে তাদের অবস্থা একেবারে অস্থির। কোনও রকমভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণে এখন থেকেই রাস্তার ওপরে কড়া নজরদারি করতে শুরু করে দিয়েছে জেলার পুলিশ দফতর।

শান্তিপুরে দোলে গোপাল পুজো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ দোলে শান্তিপুরে গোপাল পুজোর ঐতিহ্য আজও বহমান। চন্দননগর যেমন জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য গোটা বাংলায় প্রসিদ্ধ। কালীপুজোর জন্য উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের যেমন জনপ্রিয়তা রয়েছে। ঠিক তেমনই নদীয়া জেলার বৈষ্ণব তীর্থ শান্তিপুরে দোল পূর্ণিমায় গোপাল

পুজোর আধ্যাত্মিক খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ হচ্ছে হামা গোপাল। শান্তিপুরে বারোয়ারী পুজো কমিটি ছাড়াও প্রতিটা বাড়িতে দোল পূর্ণিমায় গোপাল ঠাকুরের পুজো হয়ে থাকে। শান্তিপুরে সর্বাধিক জনপ্রিয় হচ্ছে বড় গোপাল, মেজ গোপাল, সেজ গোপাল, ছোট গোপালের পুজো। একদিনের এই পুজোকে কেন্দ্র করে শান্তিপুর উৎসবের আনন্দে আলোকিত হয়ে ওঠে। শান্তিপুরে গোপাল প্রতিমা নির্মাণে রয়েছে একান্ত আপন স্বকীয়তা। যা কলকাতার কুমোরটুলি এবং মানিকতলা পটুয়াপাড়া থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। নবজাতক শিশু সদ্য হামাগুড়ি দেওয়া শিখলে যে শারীরিক অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত হয় ঠিক সেটাই গোপাল প্রতিমা নির্মাণের মাধ্যমে এখানকার স্থানীয় শিল্পীরা তুলে ধরেছেন। গোপাল ঠাকুর হামাগুড়ি দিচ্ছে। তার বাঁ হাত মাটিতে ভর দিয়ে রয়েছে অপর হাতটি অর্থাৎ ডান হাতটি মুখের সামনে করা রয়েছে। যেন মনে হচ্ছে গোপাল ঠাকুর মিষ্টি খাচ্ছে। কলকাতার কুমোরটুলিতে বাবু গোপাল নির্মাণের প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ শিশু গোপাল হাটু মোড়ে বসে রয়েছে। কিন্তু শান্তিপুরে গোপাল ঠাকুর হামা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শান্তিপুরের ডাকঘর মোড়ের কাছে ঐতিহ্যশালী চৌগাছা পটুয়াপাড়ায় শিল্পীরা বিভিন্ন উচ্চতার হামা গোপাল তৈরি করে থাকেন। সতু পাল, অমিত পাল মতো শিল্পীরা বিভিন্ন উচ্চতার হামা গোপাল নির্মাণ করে থাকেন। এই সকল শিল্পীদের মধ্যে বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী দীনবন্ধু পাল অনিন্দ্য সুন্দর ভাবে গোপালের প্রতিমা নির্মাণ করেন। তার তৈরি হামা গোপালের মধ্যে নাটকীয় গতিময়তা রয়েছে। মুখের মধ্যে শিশুসুলভ শান্তভাব থাকলেও তাতে দেবত্বের গরিমা রয়েছে। বড় চোখে স্নিগ্ধতার রেশ বিরাজ করছে। মুখে, কাঁধে এবং হাতের কব্জিতে কলকা করা হয়। রাংতা এবং জরি দিয়ে অলংকরণ করা হয়। স্থানীয় শিল্পীরা এ গুলোকে বুলেনও বলে থাকে। গোপাল ঠাকুরের কাঁধের দিকে জরির উত্তরীয়কে ভাজ করে চালির মতো আকৃতি দেওয়া হয়। মাথার বিশাল মুকুট হামা গোপালের রাজকীয়তার পরিচয় বহন করে থাকে। প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে ছাঁচ এবং হাতের শৈলী দুইটিই থাকে। গোপালের গায়ের রঙ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীলবর্ণ হলেও কিছু ক্ষেত্রে একেবারে কালো এবং গোলাপীও দেখা যায়। প্রতিমা নির্মাণে মুখের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় থাকে। ভরাট মুখ। বিশালায়কায় চোখ। গোটা মুখে কলকার অনবদ্য কাজ। মুখ মণ্ডলে বুদ্ধিদীপ্ত হাঁসি খেলা করে যাচ্ছে। কলকাতার মানিকতলার মতো প্রতিমার পেছনে কোনো প্রকার মাটির চালি নেই। প্রতিমার কেশ বিন্যাসে নকল চুল ব্যবহার হয়ে থাকে। কিছুক্ষেত্রে মাটি দিয়ে কেশ তৈরি করা হয়। প্রতিমার গঠন স্থূল স্বাস্থ্যবান। বঙ্গজীবনে সন্তানের প্রতি বাৎসল্য রস এই গোপাল প্রতিমার মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। শান্তিপুরের গোপালপুরে শিল্পী রামকৃষ্ণ পাল এবং তার ভাই মিলন পাল গোপাল প্রতিমা নির্মাণ করেন। মহাপ্রভু পাড়ার মৃৎশিল্পীরা গোপাল ঠাকুর তৈরি করেন। মূলত শান্তিপুরের প্রায় প্রতিটি পটুয়া ঘরেই গোপাল ঠাকুরের প্রতিমা তৈরি হয়। শহরের গড় এলাকায় গোপাল প্রতিমার বিশালাকায় বাজার বসে। উল্লেখ করা যেতে পারে দোল পূর্ণিমা উদযাপনে বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতীক হচ্ছে শান্তিপুরের গোপাল পুজো।

দোল উৎসবে নদিয়া বেশি করে মেতে ওঠে। কারণ সেখানে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বৃন্দাবনের মতো দোল উৎসব নবদ্বীপ এবং নদীয়াতে শুরু করেছিলেন প্রভু চৈতন্যদেব এবং তাঁর শিষ্যরা। পদাবলীকাররা দোল উৎসব পালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। রূপ সনাতন এবং যবন হরিদাসও দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন।

স্কুল পড়ুয়াদের হাতে তৈরি কাজ প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ মার্চ ঃ স্কুল পড়ুয়াদের হাতে তৈরী বিভিন্ন ধরনের কাজের নমুনার প্রদর্শনী হয়ে গেল সুভাষগ্রামে। হাতে কলমে বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে পড়াশোনার প্রতি শিশুদের আগ্রহ বাড়াতে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এন আই প্রযুক্তিতে পড়াশোনা ও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার প্রতি মনোসংযোগের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে দি সাবমিট স্কুল।স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট সাইন্স এন্ড টেকনোলজির গ্রুপের উদ্যোগে পরিচালিত হয় সি বি এস সি অনুমোদিত এই স্কুল। যেটি সোনারপুর থানার সুভাষগ্রাম কদমতলা এলাকায়। এই স্কুলে প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের সচেতন মূলক হাতের কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।২০১৫ সালে তৈরি হওয়া এই স্কুলে প্লে গ্রাউন থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৭০০ জন পড়ুয়া বর্তমানে পাঠরত। সম্প্রতি এই স্কুলের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের হাতে তৈরি একাধিক প্রদর্শনী তুলে ধরা হলো। যা দেখতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই স্কুল ক্যাম্পাসে। স্কুল ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেল প্লে গ্রাউন থেকে শুরু করে একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পৌরাণিক বর্তমান সমস্ত সমসাময়িক ও কাল্পনিক বিষয়কে সামনে এনে নিখুঁত হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য থেকে শুরু করে সেলাইয়ের কাজ সহ একাধিক কাজের নমুনা প্রদর্শনীর মধ্যে তুলে ধরেন। পাশাপাশি তাঁরা তাদের তৈরি নমুনা সম্পর্কে আলোকপাত ও করেন।স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট সাইন্স এন্ড টেকনোলজি গ্রুপের ডিরেক্টর ডাক্তার রাকেশ বিনাকিয়া বলেন, ছেলে মেয়েদের উন্নততর, আধুনিক ও ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পড়াশোনা, খেলাধুলা শেখানো হয়। আগামী পুকুরে সাঁতার হবে।

নদীয়াতেই কেমিক্যাল ছাড়াই রংবেরং -এর ফুলের আবির

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ মার্চ ঃ ঃ নদীয়ায় কেমিক্যাল ছাড়াই, রংবেরঙের ফুল ফল দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভেসজ আবীর। রংবেরঙের কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা হয় আবির, সেই আবির থেকেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ৮ থেকে ৮০ বয়সীরা। দোল উৎসবের মরশুমে বিভিন্ন বাজারে ইতিমধ্যে বিক্রি হতে শুরু হয়েছে নীল, হলুদ, গোলাপি, লাল সহ বিভিন্ন রঙের আবির। বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশিয়ে সেগুলি বাজারজাত করা হচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভাবছে কজন। ব্যবসায়ীদের লাভংশ নিয়ে মাথাব্যথা। এবার মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে গাছ গাছালির বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিষমুক্ত ভেষজ আবীর। নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীরাম গাঙ্গুলী লেন এলাকার বাসিন্দা শৈলেন চন্ডী ২০১৫ সাল থেকে জৈব চাষের পদ্ধতি শুরু করেছেন, তার অসাধ্য সাধনে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর হাত থেকে পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার, তারপর থেকেই তিনি শুরু করেন কীটনাশক ছাড়া জৈব চাষের পদ্ধতিতে খাদ্য সামগ্রী বাজার জাত করার। এখন তিনি তার স্বপ্নের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে গেছেন। কয়েক বছর আগে তার মাথাতে আসে বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে যেসব আবির তৈরি হচ্ছে সেগুলি ৮ থেকে ৮০ বয়সী মানুষেরা ব্যবহার করেন। অনেকেই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, বিশেষ করে চোখের রোগের সংখ্যাটা অনেকটাই। বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন স্কুল কলেজ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন ভেষজ আবীর তৈরির। মূলত বিট, কাঁচা হলুদ, শিমপাতা, গাদাফুলের পাতা, গাঁদা ফুল, গোলাপ ফুলের পাপড়ি,পুই মুচুরি সহ বিভিন্ন রংবেরঙের গাছের আঠা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে অপূর্ব ভাবে এই ভেষজ আবির। শৈলেন চণ্ডীর কথায়, এই আবির ব্যবহার করলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এরারুটের সাথে গাছ গাছালির বিভিন্ন উপকরণ মিশিয়ে মূলত তৈরি হয় এই ভেষজ আবীর। আর মাত্র কয়েকদিন বাকি দোল উৎসবের, দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে রঙিন রঙিন আবিরের ছোঁয়ায় মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন বাঙ্গালি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে যারা গৃহহীন,, পরিবার থাকতেও বিতাড়িত,, তারাও যেন দোল উৎসব পালন করতে পারে, এবং তাদের কথা মাথায় রেখেই শৈলেন চন্ডী এগিয়ে গেলেন আরো এক ধাপ। নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার নির্মিত দিশারী আশ্রয়স্থলে রয়েছে প্রায় কুড়ি জন গৃহহীন মানুষ। তাদেরকে ভেষজ আবীর তৈরির প্রশিক্ষণ দিলেন তিনি। দেখা গেছে বিট কাঁচা হলুদ কেটে সেগুলি অত্যাধুনিক যন্ত্রে মিশ্রণ করা হয়, তারপর এরারুটের সাথে মিশিয়ে তৈরি করা হলো আবির গুলি। দিশারির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দিলীপ ঘোষ বলেন, শান্তিপুর পৌরসভার পরিচালিত এই দিশারীর আশ্রয়স্থলে রয়েছে অনেক সংখ্যক ভবঘুরে এবং গৃহহীন মানুষ। তাদের তিনবেলা খাবার এবং চিকিৎসার খরচ সবটাই পৌরসভার দায়িত্বের মধ্যেই। অবসর সময়ে যদি এই ভেষজ আবীর তৈরি করে একটু রোজগারের দিশা দেখতে পারে তার জন্যই এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নদীয়ার শান্তিপুরের শৈলেন চন্ডী বাবু ইতিমধ্যে কীটনাশক ছাড়াই জৈব চাষের পদ্ধতিতে ধান বিভিন্ন শাকসবজি সহ প্রসাধনির ব্যবহারযোগ্য প্রচুর সংখ্যক আসবাবপত্র তৈরির মাধ্যমে বাজারজাত করেছেন। যেখান থেকে রোজগারের দিশা দেখেছেন একটা শ্রেণীর মানুষ। ঠিক একইভাবে কেমিক্যাল ছাড়া বিষমুক্ত ভেষজ আবিরের প্রশিক্ষণ দিয়ে দোল উৎসব এর আগে রোজগারের দিশা দেখাচ্ছেন গৃহীন মানুষ।

রিষড়ার পুরসভার সিদ্ধান্তের অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে ফেরিঘাট বন্ধ হওয়ার উপক্রম

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চ ঃ রিষড়া পুরসভার এক সিদ্ধান্তের অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে ফেরিঘাট বন্ধ হওয়ার জল্পনা। রিষড়া পুরসভার এক সিদ্ধান্তের অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে ফেরিঘাট বন্ধ হওয়ার জল্পনা। তবে বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে খড়দহ পুরসভা।

দু'পারের মধ্যে ফেরি চলাচল বন্ধ হওয়ার জল্পনা শুরু হতেই খড়দহের লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। শুধু তাই নয়, ফেরিঘাটের উপরে নির্ভর অটো চালক, দোকানদাররাও কার্যত আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

প্রতিবাদে স্থানীয় দোকানদার, অটো ও টোটোচালকরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খড়দহ পুরসভায় স্মারক লিপি জমা দেবেন বলে খবর। কারণ, ফেরিঘাট বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের রুটিরুজি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। খড়দহ শ্যামসুন্দর ঘাট থেকে রিষড়ার মধ্যে বহু বছর ধরে ফেরি চলাচল করে। নিত্যদিন প্রচুর মানুষ এই ফেরিঘাটের দিকে যাতায়াত করেন। বর্তমানে দু'পারের মধ্যে ফেরিঘাট পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে রিষড়া পুরসভা।

জানা গিয়েছে, রাসখোলা ঘাটের সামনে ভাটার সময় চড়া পড়ার কারণে প্রতিদিন দু'দফায় কয়েক ঘণ্টা ফেরি চলাচল বন্ধ থাকে। এই

সমস্যার কারণে, রবিবার ভোর ৫টা ২০ থেকে প্রথম ফেরি চলা শুরুর কথা থাকলেও তা শুরু হয় সাড়ে সাতটার পর। আবার বিকেল তিনটে থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ফেরি বন্ধ ছিল। যার ফলে ভোগান্তির মুখে পড়ছেন যাত্রীরা। খবর নিয়ে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০২৪ সালে শ্যামসুন্দর ঘাট থেকে প্রায় এক কিমি দূরে টিটাগড় পুরসভা এলাকার লোহাপুল লাগোয়া ফাঁকিঘাট কাঁচা লাইনে নতুন করে খড়দহ ফেরিঘাট তৈরি হয়। যদিও তা এখনও তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি রিষড়া পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভাটার সময়ে শ্যামসুন্দর ঘাটে বন্ধ থাকা ফেরি ওই ঘাট দিয়ে চালানো হবে। ওই ঘাটটি টিটাগড়ের একটি বন্ধ কারখানার পিছনের দিকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই ফাঁকা এলাকা দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল। ইতিমধ্যে নতুন ফেরিঘাটের দরজা ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে রিষড়া পুরসভার এই সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে দু'পাড়ের যাত্রীদের মধ্যে। শ্যামসুন্দর ঘাটের দোকানদারদের কথায়, 'নতুন ফেরিঘাটের নাম শুনে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। মাঝেমধ্যে ওখানে বোমা,গুলি চলে। চড়ার সমস্যা এখানে আগেও ছিল। তখন পাশাপাশি তিন-চারটি নৌকো রেখে তার উপর দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করত।'

ফেরিঘাটের দোকানদার এবং অটো ও টোটোচালকদের অভিযোগ, ঘাটটি এখান থেকে সরানোর চক্রান্ত হচ্ছে। সোমবার তাঁরা খড়দহ পুরসভায় স্মারকলিপি জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র বলেন, 'মানুষের সমস্যার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পোর্ট ট্রাস্ট ড্রেজিংিং করলে সমস্যা থাকত না। নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি।' যদিও এ সবের কিছুই খড়দহ পুরসভা জানে না বলে জানিয়েছেন খড়দহের উপ পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার। তিনি বলেন, 'রিষড়া পুরসভা এখন ফেরিঘাট চালাচ্ছে। আমাদের পুরসভাকে মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল।

পুজোর ব্যবহৃত ফুল দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ভেষজ আবির যা নবান্নে পৌঁছাবে

দুরন্ত বার্তা, বিরাটি, ১২ মার্চ ঃ পুজোয় ব্যবহৃত ফুল দিয়ে তৈরি ভেষজ আবির পৌঁছে যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। দোলের আগে খুশির খবর উত্তর দমদমে। দোল মানেই রঙের উৎসব। আর এই রঙ নিয়ে নানান এলার্জি। তাই রঙের উৎসবকে বিপদ মুক্ত রাখতে আগেই ভেষজ রঙ অর্থাৎ আবিরের প্রচলন হয়েছিল। বিভিন্ন দোকানে সেই ভেষজ আবির কতটা নিরাপদ তা নিয়ে মানুষের মনে সংশয় ছিল। এবার সেই সংশয়ই দূর করতে খুশির খবর দিল উত্তর দমদম পুরসভা। চলতি বছরে প্রায় এক টন ভেষজ আবির তৈরি করে উত্তর দমদমবাসীকে চমকে দিয়েছে উত্তর দমদম পুরসভা। অঞ্চলের মানুষের জন্য বাড়ির ফেলে দেওয়া ফুল দিয়ে তৈরি একবারে ভেষজ আবির নিয়ে এলো পুরসভা দোলের ঠিক মুখে। যা পৌছে যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। অপরাজিতা গুলাল নামে সেই ভেষজ আবির পুর এলাকার ৪টি বিপনন কেন্দ্র থেকে কিনতে পারবে এলাকাবাসি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরভবনে সেই বিপনন কেন্দ্রগুলি উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস, উপপুরপ্রধান লোপামুদ্রা দত্ত চৌধুরী, নববারাকপুর পুর প্রধান প্রবীর সাহা সহ উত্তর দমদমের পুর পারিষদ সদস্য ও কাউন্সিলররা। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকেই পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস ভেষজ আবির মুখ্যমন্ত্রী হাতে তুলে দেওয়া ঘোষণা করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাত দিয়ে। মন্ত্রীও সেই আবির মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এই আবির পেলে খুশি হবেন। গ্রহন করলে চরম পাওয়া উত্তর দমদম পুরসভার। মন্ত্রী বলেন এটা খুবই ভালো উদ্যোগে নিয়েছে উত্তর দমদম পুরসভা। অভিনব চিন্তা ভাবনা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। বাড়িতে ফেলে দেওয়া ফুল দিয়ে পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা প্রশিক্ষণ নিয়ে ভেষজ আবির তৈরি করেছে। নতুন দিশা দেখাচ্ছে পুরসভা। গায়ে চামড়া ও ঠিক থাকবে। পরিবেশ ও ভাল থাকবে। অন্যান্য পুরসভা ও এটা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছে। নিশ্চিত ভাবে পরিবেশ বান্ধব সেটাও করছে। সবাই মিলে একসাথে ভালো কিছু তৈরি করতে পারলে জনগণের জন্য ভালো ক্ষেত্র ও তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী চান সেল্ফ হেল্প গ্রুপে এইভাবেই উদ্যোগ নিয়ে মেয়েরা এগিয়ে আসুক।নিজেদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করুক। মেয়েরা করতে পারে। প্রসঙ্গত, উত্তর দমদম পুর এলাকার বাড়ি বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট দিনে পুজোর ফুল সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সেই ফুল কি করবে এ নিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্যে পুরসভা ঠিক করে তারা আবির তৈরি করবে। একেবারে ভেষজ আবির। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। পুরসভার জনস্বাস্থ্য দফতরের তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এরপর একত্রিত করে তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা হয় ভিন্ন রং এর ভেষজ আবির।পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে শংসাপত্র পাওয়ার পর তা বানিজ্য করনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। দোলের আগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি সেই ভেষজ আবিরই এবার পুর এলাকার মানুষেরা যাতে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য ৪টি বিপনন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হলো বলেন উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস ।যার মূল্য কেজি প্রতি ৩৫০টাকা, ২৫০গ্রাম ১০০টাকা, ১০০গ্রাম ৪০টাকা। বুধবার বিকাল থেকে এই আবির পুরভবন ছাড়া ও, নিমতা পাঠানপুর মোড়, ২৩৭বাস স্ট্যান্ড ও বিশরপাড়া যুব সমাজ ময়দান সংলগ্ন বিপনন কেন্দ্র থেকে।

ক্যানিং থেকে সোনা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ মার্চ ঃ ক্যানিং থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ৭০ গ্রাম সোনা, গ্রেফতার সাত। আবার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ৭০ গ্রাম সোনা সহ সাত ছিনতাই কারী ক্যানিংয়েতে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং থানার পুলিশ সাত ছিনতাই বাজকে গ্রেফতার করলো। উদ্ধার হলো প্রায় ৭০ গ্রাম সোনার গহনা। টুথপেস্টের টিউবে করে সোনার হার লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। দুরপাল্লার ট্রেন থেকে এই সোনার গহনা ছিনতাই করেছিল তাঁরা বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। মঙ্গলবার রাতে সেই গহনা নিয়ে হাওড়া থেকে একটি স্করপিও গাড়িতে করে ক্যানিংয়ে ফিরছিল তাঁরা,এই সময়ে ক্যানিং থানার ধলিরবাটি এলাকায় ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নির্দেশে এসআই সায়ন ভট্টাচার্য ও তাঁর টিম একটি স্করপিও গাড়ি থেকে আটকে তল্লাশি চালায়, আর তখনই উদ্ধার হয় নটি সোনার হার।গ্রেপ্তার করা হয় সাত ছিনতাইকারীকে। গ্রেপ্তার হওয়া সাতজন হল - আরিফ আলি মন্ডল, বাড়ি ক্যানিং থানার বাহির বেনা এলাকায়,শংকর সরদার, বারুইপুর থানার ঘুটিয়ারি শরীফ অর্জুনা এলাকায়, চিরঞ্জিত হালদার, বাড়ি ক্যানিং থানার ধলিরবাটি এলাকায়, মেহেতাব লস্কর।

মায়াপুরে যোগীপীঠে উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ মার্চ ঃ প্রতিবছরে ন্যায় যথাযথ মর্যাদায় ও সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে মায়াপুর যোগপীঠে গৌর জয়ন্তী মহোৎসব।। উপস্থিত কয়েক হাজার ভক্ত। নদীয়ার মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দোল উৎসব তথা জয়ন্তী মহোৎসব। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম অনুষ্ঠান হলো নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা,। জানা যায় এই ধাম পরিক্রমা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শুরু করেন। তারপর মঠাচার্য ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এরপর ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ এবং বর্তমানে শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজের নেতৃত্বে এই বিশাল ধাম পরিক্রমা আয়োজিত হয়।

এবছরের এই অনুষ্ঠান আগামী ১৫ মার্চ জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উৎসবের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে বলে জানালেন নারায়ণ মহারাজ। এত ভক্তবৃন্দের সমাগম হয় কেন এই চৈতন্য মঠে তার ব্যাখ্যা করে বেনাপুরের পিন্টু মাইতি বলেন, গুরুদেবের সান্নিধ্য যিনি ভক্ত ও ভগবানের মিলন ঘটান। বাটানগরের এক মাতাজি বললেন, চৈতন্য মঠে এসে বিগ্রহের সঙ্গে গুরু বৈষ্ণবের দর্শন পান, ধামের ধুলো মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। কলকাতার চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ জানান, সুষ্ঠভাবে ধাম পরিক্রমা সম্পন্ন হয় সেই কারণে সমস্ত মহারাজ, ব্রহ্মচারীবৃন্দকে বিভিন্ন কাজে প্রবচন, নাম সংকীর্তনে কাজ ভাগ করে দেওয়া থাকে। আগামী ১৪ই মার্চ শ্রী যোগপীঠের গৌর আবির্ভাব উৎসব হবে। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক ধর্মসভার।

ভক্তিকুমুদ পুরী মহারাজ জানান এই ধর্মসভা শুরু হয়েছিল ১৮৯৪ সালে। নবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার সভাপতিত্ব করবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি,বিশ্যজিৎ বসু। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন বিচারপতি পার্থসখা দত্ত ও অশোক দাস অধিকারী।

পাশাপাশি তিনি আরও জানান কয়েক হাজার ভক্ত ইতিমধ্যেই মঠে এসেছেন। সন্ন্যাসী মহারাজ জানান, প্রভুপাদ যা বলে গেছেন তা আমাদের মেনে চলতে হবে। শ্রী চৈতন্য মঠে সেবা করতে হবে, নবদ্বীপ ধাম প্রচারে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জগৎকল্যাণের জন্য আদর্শ জীবনের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ধাম পরিক্রমায় 'কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো' এই বাণী উচ্চারিত হয় এবং পরিক্রমা

বর্ধমান নদীয়া জেলার সংযোগ রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ মার্চ ঃ-বর্ধমান সংযোগী রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু, ৮৪ লক্ষ টাকায় নির্মিত হবে ১.৭ কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা।

নদীয়া ও বর্ধমান জেলার সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় ছিল, যার ফলে এলাকাবাসীদের চলাচলে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘ সময় ধরে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন, এবং অবশেষে তাদের সেই দাবী মেনে শুরু হয়েছে মেড়তলা থেকে দেবনগর গ্রামে যাওয়া রাস্তার উন্নয়ন কাজ। গত কয়েকদিন ধরেই রাস্তার ঢালাই কাজ শুরু হয়েছে, যা এলাকাবাসীদের জন্য এক বড় সুখবর। বুধবার মেড়তলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুবির ঘোষ জানান,
জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রায় ১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা তৈরি করতে মোট ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। দীর্ঘদিন ধরে মাটির রাস্তা থাকার কারণে বর্ষাকালে এলাকাবাসীদের ব্যাপক সমস্যা সম্মুখীন হতে হতো, বিশেষ করে কাদাযুক্ত রাস্তার কারণে যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যেত এবং মানুষজন প্রায়শই দুর্ভোগে পড়তেন। কিন্তু এখন জেলা পরিষদের উদ্যোগে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসী খুশি।

এলাকার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টার কারণে এলাকার উন্নয়নে অনেক অগ্রগতি ঘটছে এবং এলাকাবাসী এই উদ্যোগের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এলাকাবাসীরা এখন আশাবাদী এই নতুন রাস্তার উন্নয়ন তাদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করবে।

রাজ্যের মন্ত্রীর উদ্যোগে জলছত্র

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ মার্চ ঃ রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এর উদ্যোগে জলছত্রের আয়োজন। আসন্ন দোল উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে জলছত্রের আয়োজন করা হয় পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহান্নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাহান্নগর গৌড়িয়া মঠের সামনে। উৎসবের এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মৃনাল কান্তি দেবনাথ, উপপ্রধান মাম্পি সাহা সরকার, অঞ্চল সভাপতি দেবাশীষ দেবনাথ, অঞ্চল যুব সভাপতি অরিন্দম ঘোষ সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা।জলছত্র একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান যেখানে স্থানীয়রা একত্রিত হয়ে দোলপূর্ণিমার আনন্দ উদযাপন করেন। এতে রং খেলায় মেতে ওঠেন সবাই, যা এলাকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন বহন করে। এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়োজকরা ভবিষ্যতেও এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবন নতুন মাত্রা পেল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১

থিয়েটারের অজিতেশ

একটি সাদা পাঞ্জাবী, নৌকার মতো একটি চটি পরে দিল্লিতে আকাডেমি পুরস্কার নিতে উঠছেন এক জন ছিপছিপে রোগাটে ছ'ফুট লম্বা মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলের মানুষ। তাঁকে পুরস্কার নিতে উঠতে দেখে অনেকেই ভ্রূ কুঁচকেছিলেন। অনেকেরই মনে হয়েছিল চলতি হাওয়ার থেকে তিনি একেবারেই বেমানান। তবু তিনি সব ধরনের আড়ম্বর থেকে বহুদূরবাসী, নিজের সৃষ্টির মধ্যে ডুবে থাকা একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি কর্মে নিষ্ঠাবান, ভিতরে ভিতরে প্রবল ভাবপ্রবণ এবং শিশুর মতোই আবেগ সর্বস্ব। তবে তাঁর জেদ এবং নিয়মানুবর্তিতার কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। জীবনে সিগারেটে ছিল এই ব্যক্তিটির সব সময়ের সঙ্গী আর চেতনা ছিল মার্কসীয় তত্ত্বে জারিত। এই মানুষটিই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬৬ সাল। বনফুলের ছোটগল্প অবলম্বনে ডাক্তার অনাদি মুখুজ্জের কাহিনি নিয়ে ছবি করবেন বলে মনস্থির করেছেন তপন সিংহ। গল্পের ভিলেন জোতদার ছবিলালের ছেলে লছমনলাল। একে অমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ খল চরিত্র, তার উপর অশোককুমার বৈজয়ন্তীমালার মতো তারকার পাশাপাশি অভিনয়, সে কি চাট্টিখানি কথা? কোথায় পাবেন এমন অভিনেতা? হঠাৎ করেই পরিচালকের মনে পড়ে গেল সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, রোগাটে গড়ন আর মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলের মানুষটার কথা। গল্প শুনে তো একবাক্যে রাজি সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ইংরিজির মাস্টারমশাই। কিন্তু শ্যুটিংয়ের চাপে দীর্ঘদিন স্কুল আসতে পারবেন না যে। এদিকে ঠিকঠাক ক্লাস না পেলে পাছে ছাত্রদের পড়ার ক্ষতি হয়! সেই আশঙ্কায় সোজা গিয়ে ইস্তফা দিয়ে বসলেন ইস্কুলের চাকরিতে। তারপর তো বাকিটা ইতিহাস। 'হাটে বাজারে'র লছমনলালের ভূমিকায় কাঁপিয়ে দেওয়া সেই অভিনয়-অন্তপ্রাণ মানুষটির নাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বর্ধমানের রোপো গ্রামে। বাবা ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মা লক্ষ্মীরানী বন্দ্যো পাধ্যায়। গরিব পরিবার, বাবা ভুবন মোহন ছিলেন কয়লা খনির শ্রমিক। তাঁর ছেলে যে বড় হয়ে বাংলা থিয়েটারে আলোড়ন ফেলে দেবে তা কে জানত! কুলটি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক দেন অজিতেশ, তারপর বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই এস সি এবং ইংরেজিতে স্পেশাল অনার্স নিয়ে কলকাতার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন দমদমের মতিলাল বিদ্যায়তনে এবং পরে বাগুইহাটির হিন্দুবিদ্যাপীঠে। ছাত্রজীবন থেকে অজিতেশ নাটক রচনা ও অভিনয়ে আগ্রহী। তরুণ বয়সে উপার্জন বলতে কিছু টিউশনি। আর গল্প লিখে একটি পত্রিকা থেকে কিছু রোজগার। সেই প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যেও অজিতেশের অভিনয়ের খিদে ছিল আকণ্ঠ। ১৯৫৪ সালে লিখেছেন মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সংঘাত'। ১৯৫৭ সালে ২৩ বছরের তরুণ অজিতেশ যোগ দিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত লাগায় বেরিয়ে আসেন গণনাট্য থেকে। তার ঠিক চার বছর পর ১৯৬০ সালের ২৯ জুন প্রতিষ্ঠা পেল নতুন নাটকের দল 'নান্দীকার'।

সত্যজিৎ ও ঋত্বিক

সত্যজিত রায় ও ঋত্বিক ঘটক। 'অভিযান' দেখতে গিয়েছেন সত্যজিতের অনুরোধে। মাঝপথেই উঠে পড়লেন। প্রকাশ্যেই সত্যজিৎকে গালিগালাজ করতে শুরু করলেন। কেন মেজাজ হারিয়েছিলেন? মদ্যপান করে একদিন তুষার তালুকদারকে বলেছিলেন তার উত্তর। "মৃণাল ছবিটি দেখে এসে বলল, ঋত্বিক ছবিটি দেখে এসো। তুমি দেখবে মানিকবাবু বহু জায়গায় অযান্ত্রিক-এর প্রায় হুবহু কপি করেছেন। আমি ইন্দিরাতে ছবিটি দেখতে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই! অসংখ্য ফ্রেম এক্কেবারে হুবহু এক। মাঝপথে খেপে গিয়ে উঠে পড়লাম। কারণ আমার মনে হল, ছবিটা কিছুই দাঁড়ায়নি।" অথচ, ঋত্বিকের 'অযান্ত্রিক' রিলিজ হওয়ার পর তার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত সত্যজিৎ রায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন! যখন সত্যজিতের 'অশনি সঙ্কেত' রিলিজ করল, তখনও ঋত্বিক হাসপাতালে। ঠিক করলেন উৎপল দত্তর 'ব্যারিকেড' দেখবেন। হঠাৎ করেই মত বদলে দেখলেন 'অশনি সঙ্কেত' সেবারও হল থেকে বেরিয়ে হতাশ! বললেন, "অশনি সঙ্কট দেখিয়ে কেন আমার মতো অসুস্থ লোককে আরও সঙ্কটে ফেললে। মানিকবাবু চূড়ান্ত ধেড়িয়েছেন। শেষ দৃশ্যটা মনে করো, সেখানে মন্বন্তরের কোপে পড়া হাজার হাজার ভুখা মানুষের মিছিল দিয়ে ছবি শেষ হয়েছে, সেটি তো?" ঋত্বিক মনে করতেন, গল্পের মতোই শেষটা হওয়া দরকার ছিল। বললেন, "মৃত্যুর মিছিল নয়, নতুন জীবনের সৃষ্টি। এইটাই শেষ কথা।" নিজেও সব ছবির শেষে তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন। এর মানে এই নয়, মানিকের সঙ্গে ঝগড়া ছিল ঋত্বিকের। '৬৫-তে সত্যজিতের সুপারিশেই তাঁর পুণের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে কাজ হয়। শোনা যেত, সারা কলকাতা ঘুরে ঋত্বিক লেক রোডে সত্যজিতের বাড়ি দেখিয়ে দিতেন ট্যাক্সিওয়ালাকে। আর বাইরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন। ড্রাইভারকে কেবল জিজ্ঞেস করতেন, "কত?" সত্যজিৎ মিটিয়ে দিতেন বিল। জানলায় এসে দাঁড়াবেন চিরচেনা সওয়ারিকে দেখতে, ততক্ষণে ঢোলা পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ হাওয়া! স্মৃতি থেকে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই চিনতেন। সেটা 'ছিন্নমূল' ছবির সুবাদে। ফিল্ম সোসাইটির একটা মিটিং-এ প্রথম আলাপ হয়। স্মৃতি থেকে তিনি বলছেন, "সে সময় বোম্বেতে বিমল রায়ের সঙ্গে কাজ করছে, বিমল রায়ের ছবির চিত্রনাট্য লিখছে। তার কিছু আগে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, সে ছবি দেখেছে এবং দেখে তাঁর খুবই বেশিরকম ভালো লেগেছিল। সে-কথা সে প্রাণ খুলে আমার কাছে বলে। কিন্তু ভালো লেগেছিল সেটা ছবিটার বিশ্লেষণ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সবদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। তবে হওয়ার প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে

সাধক রামপ্রসাদ

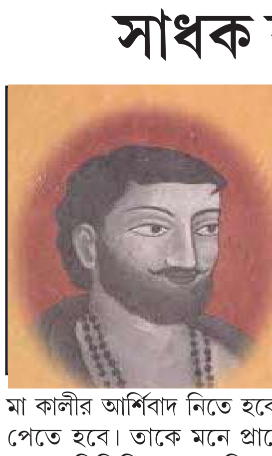

করতে হবে আপন শক্তিকে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। শুভ শক্তির সূচনা করার প্রয়োজন। হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে থাকেন। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে। জাগাতে হবে নিজেকে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে। জাগরিত

নটী বিনোদিনী শুধুমাত্র দক্ষ অভিনেত্রী ছিলেন তা নয়, তিনি ভালো কবিতা ও গল্প লিখতে পারতেন

বিশেষ প্রতিবেদক

ঊনিশ শতকের কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলের ১৪৫নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে নিজের দিদিমার খোলার বাড়িতে বিনোদিনী দাসী আনুমানিক ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন কয়েক ঘর গরিব ভাড়াটের সামান্য ঘরভাড়া ও অন্যের বাড়িতে কাজ করে তাঁর মা যা কিছু উপার্জন করতেন, সব মিলিয়ে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে

অনেক অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে কোনরকমে তিনি নিজের সংসার চালিয়েছিলেন। এরপরে বালিকা অবস্থায় জীবিকানির্বাহের তাগিদে বিনোদিনী মাত্র এগারো-বারো বছর বয়সে কলকাতার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। হয় ১৮৭৪ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে, আর নয়ত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে হরলাল রায়ের 'শত্রু-সংহার' নাটকে পাণ্ডবদের প্রথম চরের ছোট্ট ভূমিকায় তিনি সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি বা ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই পৌষ তারিখে তিনি বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিকবাজার' নামক পঞ্চরঙে রঙ্গিণী চরিত্রে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সমাপ্তি ঘটেছিল। বিভিন্ন নাট্য-গবেষকের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মাত্র বারো বছরের অভিনেত্রী জীবনে তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য, পঞ্চরঙ ইত্যাদিতে ষাটটিরও বেশি ভূমিকায় অভিনয় করে বঙ্গরঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে সমাদৃতা হয়ে মাত্র তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে থিয়েটার পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনিই সেযুগের একমাত্র মঞ্চাভিনেত্রী ছিলেন, যিনি ঊনিশ শতকের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সবগুলি নাট্যশালাতেই অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনেত্রী জীবনের কালপঞ্জী নিম্নরূপ ঃ (১) ৬নং বিডন স্ট্রিটের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত; (২) ৯নং বিডিং স্ট্রিটের বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৭ সালের মার্চ মাস থেকে ১৮৭৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত; (৩) ৬নং বিডন স্ট্রিটের ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৮৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবং (৪) ৬৮নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ১৮৮৩ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত। এগুলির মধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল। এরপরে বেঙ্গল থিয়েটারে তিনি অভিনেত্রী হিসাবে প্রশংসিতা হলেও প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিক্ষাগুণে প্রকৃতপক্ষে তাঁর খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার ক্রমোন্নয়ন ঘটেছিল। আর পরিশেষে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ও আত্মত্যাগ বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছিল। গবেষকদের মতে বিনোদিনীর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি নিম্নরূপ ছিল ঃ (১) বেঙ্গল থিয়েটার মৃণালিনীতে মনোরমা, কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলা ও দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা (২) ন্যাশনাল থিয়েটার মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলা, পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটানিয়া, বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী, মায়াতরুতে ফুলহাসি, মোহিনী প্রতিমায় সাহানা, রাবণবধ নাটকে সীতা ও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকে দ্রৌপদী এবং (৩) স্টার থিয়েটার দক্ষযজ্ঞ নাটকে সতী, নল-দময়ন্তী নাটকে দময়ন্তী, চৈতন্যলীলা নাটকে নিমাই, বিবাহ-বিভ্রাট নাটকে বিলাসিনী কারফরমা, বুদ্ধদেব চরিত নাটকে গোপা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটকে চিন্তামণি প্রভৃতি।

এগুলির মধ্যে চৈতন্যলীলা নাটকে নিমাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করা তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা ছিল। এই অভিনয় করে তিনি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, মহামহিমান্বিত পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ, ভারতে থিওসফিক্যাল আন্দোলনের অন্যতম নেতা কর্ণেল অলকট, প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন প্রভৃতি অনেক দেশী-বিদেশী মনীষী ও জ্ঞানী-গুণীর আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। আর সর্বোপরি ১৮৮৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর বা ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৬ই আশ্বিন তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চৈতন্যলীলা নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় দেখবার পরেই প্রথম সাক্ষাতে তাঁর মস্তক স্পর্শ করে 'তোমার চৈতন্য হোক' বলে স্নেহাশীর্বাদে তাঁকে চিরকৃতার্থ করেছিলেন। এরপরে এই মধুর স্মৃতিই তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল এবং তিনি পরমহংসদেবের পতিতপাবন ভাগবত্তায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে ছিলেন। একারণেই, পরবর্তীসময়ে গলরোগে অসুস্থ হয়ে কলকাতার ৫৫নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বসবাস করছিলেন, বিনোদিনী তখন তাঁর গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষের পরামর্শে তাঁর সঙ্গে একজন ইউরোপীয় সাহেবের ছদ্মবেশে এই বাড়ির দ্বাররক্ষক নিত্যনিরঞ্জন ঘোষের (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) চোখে ধূলো দিয়ে ১৮৮৫ সালের ১০ই অক্টোবর বা ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২৫শে আশ্বিন তারিখে তাঁকে শেষবারের জন্য দর্শন ও প্রণাম করেছিলেন।

১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে অভিনেত্রী-জীবন শেষ করবার পরে বিনোদিনী উত্তর কলকাতার শেষপ্রান্তে অবস্থিত প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকায় নিজের বধূজীবন যাপন করতে শুরু করেছিলেন। তখন উদারহৃদয় আশ্রয়দাতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও অপরিসীম বদান্যতায় তাঁর অতীতের সমস্ত দুঃখময় স্মৃতি একে একে বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। এরপরে ১৮৯১ সালে তাঁর একমাত্র কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল, যাঁর ডাকনাম ছিল কালো। এসময় থেকে সাংসারিক আনন্দে তাঁর অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। কিন্তু এরপরেই মাত্র তেরো বছর বয়সে ১৯০৪ সালের ১০ই মার্চ বা ১৩১০ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে এই কন্যার আকস্মিক মৃত্যু তাঁর সেই সাময়িক আনন্দোজ্জ্বল জীবনকে পুনরায় বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। আর কন্যার অকালপ্রয়াণের পরে যাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর বিষাদাতুর জীবন তখন অতিবাহিত হচ্ছিল, সেই সর্বশেষ আশ্রয়দাতাও ১৯১২ সালের ২৭শে মার্চ বা ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই চৈত্র তারিখে রামনবমী তিথিতে পরলোকগমন করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, আশ্রয়দাতার জীবনা বসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনই তাঁকে সেই বিরাট প্রাসাদচ্যুত হয়ে পুনরায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর দিদিমার পুরোনো বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল।

অভিনয় ছাড়াও, ঊনিশ শতকের বাংলার একজন মহিলা কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিনোদিনীর ঐতিহাসিক অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও সেযুগের ব্রাত্য-সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করবার জন্য তিনি এবিষয়ে আজও উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যাবলী থেকে জানা যায় যে, স্টার থিয়েটারে অভিনয় করার সময়েই ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'ভারতবাসী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি প্রায় নিয়মিতভাবে বঙ্গরঙ্গালয় সম্পর্কে বিভিন্ন চিঠিপত্র লিখেছিলেন। এরপরে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে 'বাসনা' নামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল, যাতে চল্লিশটি বিভিন্ন খণ্ড কবিতা ছিল। তাছাড়া এই একইবছরে তাঁর লিখিত 'আভা' নামের একটি আখ্যায়িকা কাব্য বা কাব্যোপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'কনক ও নলিনী' নামে তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, এটিও একটি কাব্যোপন্যাস বা আখ্যায়িকা কাব্য ছিল। নিজের একমাত্র কন্যার অকালমৃত্যুর পরে তিনি এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন ও এটিকে তাঁর নামেই উৎসর্গ করেছিলেন।

তবে শুধু কাব্য নয়, বিনোদিনী তাঁর অভিনয়জীবনকে কেন্দ্র করে দুটি আত্মজীবনীও লিখেছিলেন, যা আজও বাংলা নাট্যশালার প্রাথমিক পর্বের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসাবে চিরস্মরণী ও স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। এরমধ্যে তাঁর প্রথম আত্মজীবনী; 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা',র প্রথম খণ্ডটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রথমবারের জন্য মুদ্রিত হয়েছিল, এবং পরের বছর, অর্থাৎ; ১৩২০ বঙ্গাব্দে এটির একটি নব সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে তাঁর দ্বিতীয় আত্মজীবনী; 'আমার অভিনেত্রী জীবন', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র দ্বারা সম্পাদিত হয়ে 'রূপ ও রঙ্গ' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম বর্ষে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৬শে বৈশাখ পর্যন্ত মোট এগারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়েছিল। সমকালীন বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, বিনোদিনীর শেষজীবন দুঃখে ছিল। **লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী**

শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদার আজও জনপ্রিয়

একসময় কলকাতায় যেমন বিখ্যাত ছিল ঠাকুরবাড়ি, তেমনি গুণী পরিবার ছিল রায় পরিবার। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই পরিবারের সদস্যদের গুণগ্রাহী ছিলেন। কারণ বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে রায় পরিবার নিজেদের প্রতিভার জোরে আপামর বাঙালিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় এবং সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের। উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রীতিমতো সখ্য ছিল তাঁর। রায় পরিবারের মেয়ে লীলা, পরে যিনি পরিচিত হবেন শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার হিসেবে।

শৈশবের এক আশ্চর্য রূপকথা তৈরি হয়েছে লীলা মজুমদারের সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা পড়তেন। প্রবীণ অগ্রজ লেখক হিসেবে সেই সময়কার নবীন লেখক লীলা মজুমদারকে দেখেই চিনেছিলেন। বুঝেছিলেন রায়বাড়ির ম্যাজিক কলমটি এই মেয়েটির কাছেও রয়েছে। তারপর স্নেহ ও আশিসের ফুলে ভরাট কথার মালা যেন পরিয়েছেন নবীন লেখককে। তারপর? আবছা আলোর ছায়াঘেরা এক নতুন পৃথিবীতে বসে, পকেট ভর্তি নুড়িপাথরের মতো শৈশবের ঐশ্বর্য নিয়ে লিখে চললেন লীলা মজুমদার।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছোটো ভাই ছিলেন প্রমদারঞ্জন রায়। ১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১০০ গড়পার রোডের বাড়িতে জন্ম হল প্রমদারঞ্জন ও সুরমাদেবীর মেয়ে লীলার। অমন সাহিত্যিক পরিবারে জন্মেছিলেন, জীবনদর্শন ছিল সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। শৈশব কেটেছে শিলং পাহাড়ে। পাহাড়ী পাকদণ্ডীর আনাচকানাচ থেকে যেন হাজির হত লীলার আশ্চর্য নির্মল গল্পের চরিত্ররা। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন লীলা। বিএ এবং এমএ উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। কিছুদিন অধ্যাপনা করেন, কিছুদিন আকাশবাণীতে প্রযোজনা করেন, 'সন্দেশ' ((খ— ত্মত্রন্স) পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। ডক্টর সুধীরকুমার মজুমদারকে বিয়ে করেছেন লীলা। রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম পুরস্কার-সহ অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন লীলা মজুমদার। তাঁর জীবনেও একসময় এসে পড়েছিল রবির আলো।

শিলং পাহাড়ে লীলা পড়তেন সাহেবি স্কুলে। ফলে প্রথমে বাংলাটা একেবারেই ভালো পারতেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ছিল না তাঁর। ছোটোবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সব পড়েছি, বাদে রবীন্দ্রনাথের বই'। রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম শোনা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। লীলা মজুমদারের ছোটোবেলার বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তাকে রাখা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ। ছোট্ট লীলার একবার আচার খাওয়ার জন্য একটুকরো কাগজের দরকার ছিল। তাই বেশি সাতপাঁচ না ভেবে টুলের উপর দাঁড়িয়ে সেই বইয়ের মাঝখান থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আচার রেখেছিলেন। এই নিয়ে বাড়িতে প্রবল বকাবকি হল। বিপর্যয়ের মধ্যেই লীলা প্রথম জানলেন বইটির লেখক রবীন্দ্রনাথ। প্রশান্তকুমার মহলানবীশের কণ্ঠে কিছু রবীন্দ্রকবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন ছোট্ট লীলা। কিন্তু বোধগম্য হয়নি বলেই ভালো লাগেনি সহজ সরল লীলার। সাক্ষাৎ রবীন্দ্রদর্শন হল শিলং পাহাড়েই। তখন অবশ্য কবিকে বেশ লেগেছিল। সেই দিনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন লীলা মজুমদার, ত্রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' পড়ে শুনিয়েছিলেন। শুনে আমরা মুগ্ধ। এমন মজা করে মজার কবিতা কাউকে কখনো পড়তে শুনিনি। এমনি নির্বোধ ছিলাম তখন, যে ঐ কবিতার বেদনার দিকটাই বুঝিনি, তা কবিকে বুঝব কী করে!

লীলা মজুমদারের কাছে সেদিন রবি ঠাকুর এসেছিলেন কনভেন্ট স্কুলের চার্চে দেখা যিশুর মতো হয়ে। এরপর ডায়োসেশান স্কুলে লীলা মজুমদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় পূর্ণিমাদেবীর। পূর্ণিমাদেবী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি, প্রমথ চৌধুরীর ভাইঝি এবং সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর লীলা মজুমদারের মধ্যে এক অন্যতম সংযোগের সেতু ছিলেন পূর্ণিমাদেবী। একবার রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে গিয়েছেন। লীলা মজুমদারও তখন দার্জিলিঙে মাসির বাড়ি রয়েছেন। তাঁর মেসোর সঙ্গে তিনি গিয়েছেন রবি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। লীলা মজুমদারের ছিল এক অনাবিল শিশুদৃষ্টি। বিশ্বভুবনকে তিনি দেখতেন শৈশবের জড়িবোনা মন দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন পরেছিলেন গরম জোব্বা, টুপি আর নীল শুঁড়তোলা জুতো। শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারের নজরে পড়ল তাঁর খুশি খুশি মুখ। এই দুই খুশি মনের বন্ধুত্ব হল অচিরেই। তবে রবি ঠাকুরের উঁচু পাহাড় ভালো লাগত না বলে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য মনকেমন করল লীলা মজুমদারের। রবীন্দ্রনাথের মনখারাপ হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেই কারণেই রাজার চিঠির মতো লীলা মজুমদারের কাছে রবি ঠাকুরের চিঠি এল। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখে জানালেন, তিনি লীলা মজুমদারের 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি পড়েন। তিনি শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের দায়িত্ব একবছরের জন্য দিতে চাইলেন লীলা মজুমদারকে। এই ডাক পেয়ে লীলা মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছলেন শান্তিনিকেতন। সেদিন উত্তরায়ণে চায়ের আসরে মত বদলালেন রবীন্দ্রনাথ।

অভিনেত্রী দেবিকা রানি শুধু মাত্র ঠাকুর বাড়ির আত্মীয় ছিলেন তা নয়, প্রতিভাবান শিল্পীও

বিশেষ প্রতিবেদক

ঠাকুর পরিবারের রক্ত গায়ে। প্রবাসী বাঙালি পরিবারের মেয়ে। দেবিকা রানির কথা উঠলে শ্রদ্ধায় মাথা নেমে আসে আজও।

শুধু অভিনেত্রী বললে যথোপযুক্ত বিচার হয় না, তাঁর কৃতিত্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের 'ফার্স্ট লেডি', 'যুগান্তকারী'র মতো উপমা

ব্যবহারেও ইতস্তত বোধ হয়। অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও, দেবিকা রানি সঠিক অর্থেই ছিলেন পথপ্রদর্শক।

পেশাগত জীবনে হোক বা ব্যক্তিগত, সমাজ-সংসারের বেড়াজাল ভেঙেছেন প্রতি পদে। নিজের মর্জির মালকিন ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাই এত বছর পরও বার বার তাঁর উল্লেখ উঠে আসে।

প্রবাসী বাঙালি পরিবারে জন্ম দেবিকা রানির। পিতামহ ছিলেন পাবনার জমিদার। বাবা মাদ্রাজের প্রথম ভারতীয় শল্য চিকিৎসক। ঠাকুমা সুকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন। মা লীলাদেবী চৌধুরী ছিলেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি।

ছোটবেলায় ইংল্যান্ডের বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা দেবিকা রানির। তার পর লন্ডনে রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট এবং রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিকে ভর্তি হন। আর্কিটেকচার, টেক্সটাইল ডিজাইনের কোর্সও করেন।এলিজাবেথ আর্ডেনের অধীনে শিক্ষানবীশও ছিলেন। ছোটবেলায় ইংল্যান্ডের বোর্ডিং

স্কুলে পড়াশোনা দেবিকা রানির। তার পর লন্ডনে রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট এবং রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিকে ভর্তি হন। আর্কিটেকচার, টেক্সটাইল ডিজাইনের কোর্সও করেন। এলিজাবেথ আর্ডেনের অধীনে শিক্ষানবীশও ছিলেন।

১৯২৮ সালে হিমাংশু রাইয়ের সঙ্গে আলাপ দেবিকা রানির। পেশায় ব্যারিস্টার হিমাংশু চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। কস্টিউম এবং আর্ট ডিরেকশন বিভাগে হিমাংশুর সহযোগী হিসেবে বিনোদনের জগতে পা রাখেন দেবিকা রানি। জার্মানি গিয়ে সেই সংক্রান্ত শিক্ষাও লাভ করেন হাতেকলমে। অভিনয়ও শেখা সেই সময়ই। প্রথম হিমাশুর সঙ্গেই একটি নাটকে অভিনয় করেন দেবিকা রানি। বিদেশে নাটকটি প্রশংসিত হয়। ১৯২৯ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দু'জনে। মুম্বইয়ের 'বম্বে টকিজে'র প্রতিষ্ঠাতা দেবিকা রানি এবং হিমাংশুই। পশ্চিমি ঘরানাকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য ছিল তাঁদের। এই 'বম্বে টকিজ' থেকেই দিলীপ কুমার, অশোক কুমার, মধুবালার মতো তারকার জন্ম হয়।

শুধুমাত্র বড়পর্দায় তাঁর অবদানের জন্যই নয়, আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব গুণের জন্যও দেবিকা রানিকে 'ফার্স্ট লেডি অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা' বলা হতো।'কর্ম' ছবিতে দেবিকা রানি এবং হিমাশুর চার মিনিট দীর্ঘ চুম্বন দৃশ্য ঘিরে তোলপাড় পড়ে যায়।

'জওয়ানি কি হাওয়া' ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে নজম -উল-হাসানের সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তী কালে, 'জীবন নাইয়া' ছবিতে কাজ করার সময় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তাঁদের। স্বামীকে ছেড়ে নজমের সঙ্গে পালিয়েও যান দেবিকা রানি। ভারতীয় সমাজে তখনও বিবাহবিচ্ছেদ ঘিরে ছুঁৎমার্গ ছিল। পরে আবার হিমাশুর কাছেই ফিরে আসেন দেবিকা রানি। নজমকে বাদ দিয়ে 'জীবন নাইয়া' ছবিতে নেওয়া হয় অশোক কুমারকে।

এর পরও অশোক কুমারের সঙ্গে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন দেবিকা রানি। 'জীবন প্রভাত', 'ইজ্জত', 'বচন', 'দুর্গা'র মতে একের পর এক হিট ছবি উপহার দেন। তবে তাঁদের অভিনীত 'অচ্ছুত কন্যা' সাড়া ফেলে দেয় সর্বত্র। ভারতের জাতপাতের বিভাজন নিয়ে তৈরি হয় ছবিটি অভিনয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গেলেও, ব্যক্তিগত জীবনে ঝরঝাপটা থামেনি দেবিকা রানির। হিমাংশুর সঙ্গে কাজ করলেও, টাকাপয়সা আলাদা করে নেন দু'জনেই। তার মধ্যেই হিমাংশুর শরীর ভেঙে পড়ে। ১৯৪০ সালে মারা যান তিনি। এর পর 'বম্বে টকিজে'র অংশীদারিত্ব নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। সংস্থার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দেবিকা রানি। 'অনজান', 'বসন্ত', 'কিসমতে'র মতো ছবি প্রযোজনা করেন তিনি। মূলত সামাজিক বিষয়বস্তুকে বেছে নেন।

১৯৪৪ সালে 'জোয়ার ভাঁটা' ছবিতে ইউসুফ খানকে পছন্দ হয় দেবিকা রানির। কিন্তু নামটি পছন্দ না হওয়ায় অভিনেতার নাম দিলীপ কুমার রাখেন তিনি। শিশুশিল্পী হিসেবে মুমতাজকেও সুযোগ করে দেন। 'বম্বে টকিজে'র হাত ধরে অভিনয়ে আসা রাজ কপূরেরও। দেবিকার রানির হাতেই ভারতীয় চলচ্চিত্র নয়া উচ্চতায় পৌঁছয়। শেষ বার, ১৯৪৩ সালে 'হমারি বাত' ছবিতে অভিনয় করেন দেবিকা রানি। এর পর অবসরগ্রহণ করেন। 'বম্বে টকিজে' নিজের শেয়ার বিক্রি করে দেন। দাদাসাহেব ফালকে, পদ্মশ্রী-সহ বিনোদন জগতে অবদানের জন্য অজস্র সম্মান পেয়েছেন দেবিকা রানি।

১৯৯৪ সালে মারা যান দেবিকা রানি।দেবিকা সারাজীবন নিঃসন্তান ছিলেন। আদালতের নির্দেশে কর্নাটক সরকার তাঁদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। বাংলার অভিনয় জগতে বহু প্রতিভাবান শিল্পীরা অভিনয় করে গিয়েছেন। তার ফলে বাংলা সিনেমা একটি সময়ে ভারত সেরা হতে পেরেছিল। আজকে বাংলা সিনেমার সেই স্বর্ণযুগটা একেবারে হারিয়ে গিয়েছে। প্রতিভাবনা শিল্পী তৈরি হচ্ছে না। অভিনয় একটা শিল্প সেটা নেই।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মঞ্জু

বিশেষ প্রতিবেদক

মঞ্জু মিত্রের সাথে ১৯৪৮ সালে বিয়ে হল দেবব্রত দে'র। তখন তিনি এম এ পড়ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেবব্রত দে অমৃতবাজার পত্রিকায় চাকরি করতেন।

মঞ্জু দে যখন সিনেমা করতে আসেন তখন বিজ্ঞাপনে তাঁর নামের পাশে ' বি এ' শব্দটি ব্যবহার করা হত। এর আগে ছবির পর্দায় ঘুরিয়ে দেয়। ছবিটি তৈরি হয়ে মুক্তি পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে আড়াই বছর। ততদিনে মঞ্জু দে নামের প্রতিভার কথা অনেকেই জেনে গিয়েছিলেন। কাজ করে ফেলেছেন দেবকী বসুর 'রত্নদীপ' ছবিতে। অজয় করের 'জিঘাংশা' কালিদাস ব্যাটবলের 'পলাতকা'য়। নায়িকা হিসেবে স্বল্প কালে নাম কিনেও পরে অনায়াসে অন্যধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সব পরিচালকরা

তিন জন বি এ পাশ অভিনেত্রী দেখা গিয়েছে। প্রথম দুজন হলেন নাম ডলি দত্ত ও প্রতিমা দাশগুপ্ত। তৃতীয় জন কিংবদন্তি চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়া দাশ। অবশ্য মঞ্জু যখন অভিনয় জগতে আসেন তখন তিনি আশুতোষ কলেজের ছাত্রী। স্বামী নিপাট ভদ্রলোক। শ্বশুর মশাই অধ্যাপক। উদার পরিবার থেকে বিয়ের পরে মঞ্জুর অভিনয় করার ছাড়পত্র পেতে একদম বেগ পেতে হয়নি। একদিন সোজা চলে গিয়েছিলেন হেমেন গুপ্তের কাছে। আমি আপনার ছবিতে অভিনয় করতে চাই। অগ্নিকন্যাটিকে চিনে নিতে একদম ভুল হয় নি তাঁর। 'বেয়াল্লিশ' ছবি মঞ্জুর অভিনয় জীবনের মোড় অভিনেত্রী মঞ্জু দে'কে পছন্দ করতেন কারণ তিনি সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে পারতেন। একদিন বিলাতে পারি দিলেন। দেশে ফিরে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৬২ সালে দিল্লিতে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এবং জাকার্তায় ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নাটকে অভিনয় কারার পরে চিত্র পরিচালনায় মনোযোগ দিয়ে ' ' অভিশপ্ত চম্বল' করে বাজিমাত। তরুণকুমার ভাদুড়ির উপন্যাসের কল্যানে দস্যুরানি পুতলিবাঈয়ের নাম বাংলার ঘরে ঘরে। সবাই দেখলেন পুতলির চরিত্রে মঞ্জু দে'র অসমান্য অভিনয়।

মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত, চাকরি ও পদ সবই খুইয়ে হাজতে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ মার্চঃ চাকরি ও দল দু'জায়গা থেকেই সাসপেন্ড হচ্ছেন ধৃত তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণু রায়। মাদক নিয়ে ধৃত তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণু রায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে গ্রুপ ডি পদে কর্মরত ছিলেন। একদিকে চাকরি, অন্যদিকে রাজনীতি ও মাদক পাচারের কাজে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই জোর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিষ্ণু রায়। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ। তাই ডিউটি ঠিকমত করতেন না। স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেননি।'' ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে বলে জানান। হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকতেন না। বাড়ি থেকে এসব কাজ করতেন। খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পরিতোষ বর্মন বলেন, ''অবৈধ অন্যায় কাজ নেতৃত্ব প্রশ্রয় দেয় না। এ

পরিতোষ মণ্ডল বলেন, ''বিষ্ণু এই হাসপাতালে গ্রুপ ডি কর্মী ছিলেন। খারাপ কাজের জন্য অনেক সময় তাঁর বেতনও বন্ধ করতে হয়েছে। এমনকি আউটডোরে ২ টাকার টিকিটের কাউন্টারে বসে টাকার গড়মিল করার অভিযোগ রয়েছে। এজন্য দু-তিন বার তাঁর স্যালারি বন্ধ করতে হয়েছে। নেশাচক্রের নিয়ে জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা বলে দল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।'' নিজের অপরাধ স্বীকারও করে নিয়েছেন অভিযুক্ত। বন্ধুদের কাছে শিখে ব্রাউন সুগার খাওয়া অভ্যাস করেছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি কোন চক্রের সঙ্গে জড়িত, সে ব্যাপারে মুখ খোলেননি বিষ্ণু রায়।

রক্তাক্ত চিকিৎসক-পড়ুয়া, ডিনের গাড়িতে উঠে বিক্ষোভ
ধুন্ধুমারকাণ্ড উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চঃ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার হলে ভারত নিউজিল্যান্ডের ফাইনাল খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করে শোকজ তৃণমূলপন্থী এক ইনটার্ন। ঘেরাও ডিন। ফের উত্তাল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ। ডিনের গাড়ির বনেটে উঠে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। দুই দল চিকিৎসক পড়ুয়ার মধ্যে হাতাহাতি। এক জন রক্তাক্তও হন। একদিকে, তিলোত্তমা পর্বের আন্দোলনকারীরা, অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ভারত নিউজিল্যান্ডের ফাইনাল খেলা দেখানো নিয়ে। দুপুরে দেড়শো ছাত্রছাত্রী ডিনকে ঘেরাও করেন। তাঁদের দাবি, অনুমতি নিয়েই সেমিনার হলে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তার পরও এক ইনটার্নকে শোকজ করে তা নোটিস বোর্ডে ঝুলিয়ে দেন ডিন। আর তাতেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, কারও চাপেই ইচ্ছা করে ওই ইনটার্নকে টার্গেট করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ইনটার্ন বলেন, ''অনুমতি নিয়েই খেলা দেখিয়ে শোকজ হলাম। শোকজে আমার নাম রয়েছে। আমাকে কেন টার্গেট করা হচ্ছে। আমি টিএমসিপি করি কিনা সেটা বিষয় নয়। এখানে আমার পরিচয় ছাত্র।'' অন্যদিকে ডিন বলেন, ''আমার কাছে যা তথ্য ছিল তার

ভিত্তিতেই ওই ইনটার্নকে শোকজ করেছি। লেকচার হল বা সেমিনার হলে খেলা দেখানো ঠিক নয়। ওটা পড়াশোনার জায়গা।'' বিকালে দিকে ডিন গাড়ি নিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন তৃণমূলপন্থীরা ডিনের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এদিকে ডিন-কে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অপরপক্ষ। তা নিয়েই সংঘর্ষ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ডিন গাড়ির মধ্যেই বসে ছিলেন। তাঁর পাশে ছিলেন আরও এক সিনিয়র চিকিৎসক অধ্যাপক। অদূরেই থানা। কিন্তু তিনি তখনও পর্যন্ত পুলিশকে ডাকেননি।

ভুয়ো পরিচয় দিয়ে গ্রেফতার স্নাতকোত্তর যুবক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১২ মার্চঃ বিশিষ্ট বিজেপি নেতাদের সঙ্গে ছবি! হলদিয়ার সুতাহাটায় লোকসভার সচিব পরিচয় ভাড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দিল হলদিয়া আদালত। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়া নীল বাতি লাগানো গাড়ি চেপে লোকসভার সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়ানো এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে হলদিয়া সুতাহাটা থানার পুলিশ। সূত্রে জানা গিয়েছে, চৈতন্যপুর বাসিন্দা প্রদীপ্ত রাজ পন্ডিত বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক। প্রদীপ্তের বাড়িতে মঙ্গলবার পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা। ওইদিন সন্ধ্যাতেই বাড়ি থেকে ওই ভুয়ো আধিকারিক সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পরে সুতাহাটা থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। কথায় অসঙ্গতি থাকায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ ক্যাম্পে হামলা, গ্রেফতার ৭

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ মার্চঃ পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে তিন পুলিশ কর্মীকে বেধাক মারধর। এই ঘটনায় সাত হামলাকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার অন্তর্গত উত্তরবেশিয়া পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। সেই সময় উপস্থিত তিন পুলিশকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কাপালিমানা গ্রামের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ধৃতদের আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে সোনামুখী থানার পুলিশ। এদিকে হামলাকারীদের মারে গুরুতর জখম তিন পুলিশ কর্মী এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন সোনামুখী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ওই পুলিশ ক্যাম্পে গ্রামবাসীরা কেন হামলা চালালো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ডেপুটি সিএসটিই/ওয়ার্কস/এইচকিউ/জিআরসি ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৪৩ টেন্ডার নং. **এসটি_পি_এসইআর_২০২৫_এমপিএল_ভিওআইপি_৪**-এর জন্য ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন; বন্ধের তারিখ/সময় ১০.০৪.২০২৫ ১১:৩০ টায়। দরদাতারা কেবলমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে: **ক্রম. নং.: ১; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসটি_পি_এসইআর_২০২৫_এমপিএল_ভিওআইপি_৪, তারিখ ১১/০৩/২০২৫; কাজের বিবরণ :** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা, খড়গপুর, রাঁচি এবং চক্রধরপুর ডিভিশনে ইউনিফাইড কমিউনিকেশন ব্যাকবোন এবং ভিওআইপি ভিত্তিক ট্রেন কন্ট্রোল কমিউনিকেশন সিস্টেম (টিসিসিএস) - এর জন্য আইপি-এমপিএলএস প্রযুক্তির সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন; **কাজের আনুমানিক খরচ (টাকায়): ₹ ৫৮,৭৯,১৫,৪১৪.৮৯; বায়না মূল্য (টাকায়):** ₹৩০,৮৯,৬০০.০০; **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১০.০৪.২০২৫ তারিখে ১১.৩০ টায়। উপরোক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। **(PR-1229)**

Office of the DAHAPARA GRAMM PANCHAYAT
Under Murshidabad-Jiaganj Dev. Block, Pirtala, Murshidabad, Pin-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIT) No: 19/DGP/15TH FC/2024-25, Dated: 12-03-2025.** The last date for Offline submission of tender **20-03-2025 up to 14:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Mira Roy**
(Prodhan, Dahapara GP)

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর. ডিইই/এলএমজি/৩৯ অফ ২০২৪-২৫, তারিখ: ০৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/৪৭; কাজের নাম** ঃ গুয়াহাটিতে: গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ইভি চার্জিং স্টেশন এবং অ্যাপ্রোচ রোড ও সার্কুলেশন এলাকার নান্দনিক আলোর ব্যবস্থার জন্য বিদ্যুতের কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,২৪,৩৭,৮৭১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,১২,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১:০০** টায় এবং **খোলা ২৭-০৩-২০২৫** তারিখে **১১:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **২৭-০৩-২০২৫** তারিখে **১১:০০** টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ABRIDGE OFFLINE TENDER NOTICE

The Sub-Divisional Officer, G.A.E. Sub-Division No.-II, Green Park, Malda invited offline **NIT No-01/SDO/GAESD No-II of 2024-25.** Last date & time for application of tender is on **19.03.2025 upto 3.30 pm.** Details may be had from the office of the undersigned & site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- **Sub-Divisional Officer**
G.A.E. Sub-Division No-II
Green Park, Malda

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that certificates for 4250 shares of face value of Rs. 10/- each bearing Certificate Nos. 8772-8794, 18016, 32564-32586, 61373-61390, distinctive nos3770071 to 3771200, 8193200 to 8194329, 12618677 to 12619806, 15987723 to 15988582 under folio No. 0003212 of Balmer Lawrie & Co Limited standing in the name of Late Mr. Meher Hormazshaw Mehta have been lost or misplaced and the undersigned has applied to the Company to issue duplicate certificates for the said shares. Any person(s) in possession of the said shares certificates or having any claim(s) to the said shares should notify to and lodge such claim(s) with the Share Department of the Company Balmer Lawrie & Co Ltd, 21, Netaji Subhas Road, Kolkata, West Bengal, 700001 OR with its RTA, KFin Technologies Ltd, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana, 500032, within 21 days from the date of publication of this Notice after which period no claims will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificates.

Applicant name: Mrs. Rashna Percy Tatary

Place: Kolkata
Date: 13.03.2025

Notice Inviting e-Tender No: 7/KGP/2024-25

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 7 (seven) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **21th March, 2025 at 18:55hrs** & for details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১২ অব ২০২৫; তারিখঃ ১০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-১৪-২০২৫। **কাজের নাম ও স্থানঃ** (ক) নামবাড়িতে -গোশালা কলোনিতে সিনিয়র ইনস্টিটিউটের সংস্কার সাধন। (খ) নামবাড়িতে- গোশালা কলোনিতে কমিউনিটি হলের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন সেই সঙ্গে কমিউনিটি হলের সংলগ্ন মালিবাগান মাঠের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৩০,৭১,৯৩২.৫২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,১৫,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-১৫-২০২৫। **কাজের নাম ও স্থানঃ** (ক) এনএফআর সদর দফতরে -বাউন্ডারি দেওয়াল তোলা সেই সঙ্গে লাইটের ব্যবস্থা করা এবং সেন্ট্রালাইজড টয়লেট ব্লকের উন্নয়ন। (খ) মালিগাঁওয়ে- পিসিএমএম অফিসকে উন্নীত করা, কনফারেন্স হল নির্মাণ সঙ্গে আসবাব পত্র। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭২,৩৪,০৭৫.১২ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৮৬,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/451/e-Tender/2024-25, Dated: 12.03.2025,
WBMAD/UM/452/e-Tender/2024-25, Dated: 12.03.2025,
WBMAD/UM/453/e-Tender/2024-25, Dated: 12.03.2025,
WBMAD/UM/454/e-Tender/2024-25, Dated: 12.03.2025

(Repair and Renovation of Madrasha under DOMA in different ward withinUluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-tender

Ref: 1.DHLYN/HFA/16/2024-2025

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: 02.04.2025 up to 18.00 PM. For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.in**

Sd/- Chairman/EO
Dhulyan Municipality

NOTICE

e-Tender is hereby invited by the Executive officer, Barabazar Panchayat Samity, Dist- Purulia vide **NIeT no. 13/BZR/PS of 2024-25/SI no.01 to SI no.07 dated. 11.03.2025** for 07 nos scheme bearing Tender Id: **2025_DM_826395_1,2,3,4,5,6,7 under 15th FC_2024-25 & 5th SFC_2023-24 fund**. Online bid submission commences on and from **12.03.2025 at 10:00 Hours** (As per server clock) and will end on **19.03.2025 at 11:00 Hours** (As per server clock). Necessary details for online bidding will be available in the website **wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Executive Officer**
Barabazar Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
PURBASTHALI-I PANCHAYAT SAMITY
Srirampur, Purba Bardhaman

NOTICE INVITING e-TENDER

1. Tender Reference No-**P-I/11/528/EO/BEUP269AC2024-25, Dated-07/03/2025**, Tender ID: **2025_ZPHD_825052_1** has been floated 5 nos. tender at different places under Purbasthali-I Block fund (BEUP) 2024-25 269 Purbasthali Uttar AC. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, PurbaBardhaman

Office of the
J.B. PUR PANCHAYET SAMITY
Howrah

E-TENDER NOTICE

TENDERS are invited from the bonafide contractors vide
Notice no: NIT-124/2025, Dated-19.02.25
09 NOS OF WORKS(15th FC)
Sd/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

COOCH BEHAR MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 5 nos.e-tenders for "De-siltation & cleaning of drains under Cooch Behar Municipality" 1) vide Tender Id: **2025_MAD_826283**, Estimated Cost- Rs. 7,22,677.73, 2) vide Tender Id: **2025_MAD_822480_1**, Estimated Cost- **Rs. 5,60,622.72,** 3) vide Tender Id: **2025_MAD_822480_1**, Estimated Cost- Rs. 4,54,104.40. eTender submission end date- **20/03/2025.** 4) vide Tender Id: **2025_MAD_822480_1**, Estimated Cost- Rs. 12,26,362.20, 5) vide Tender Id: **2025_MAD_822480_1**, Estimated Cost- Rs. 11,45,334.70. eTender submission end date- **27/03/2025.** Details information will be available from the website- **(i) http://wbtenders.gov.in**
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

পণ্য পরিবহণ এলাকার উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৯ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ০৭-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহার ডিভিশনে সূর্য্যকমল স্টেশনে পণ্য পরিবহন এলাকা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পণ্য অফিসের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৮,৮৫,৭১,১৪১.০৪/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৫,৯২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **০৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০** টায় এবং খোলা **০৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৪-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING TENDER NO. 05/CH/24-25

"On behalf of the Governor of West Bengal, the Sealed Tender (s) are invited by the Undersigned against **N.I.T-05/CH/24-25** for the mentioning Serial, Last date of application for permission to participate in tender **20.03.2025 up to 3.00 P.M.** Last Date & Time for Submission of Tender Documents: **21.03.2025 upto 3.45 P.M.** For details log on to: **www.wbphed.gov.in** & Notice Board During Office Hours of the undersigned.

Sd/- **Assistant Engineer**
Chinsurah (Sadar) Sub-Division,
PHE Dte.
Government of W.B

NOTICE INVITING TENDER NO. 06/CH/24-25

"On behalf of the Governor of West Bengal, the Sealed Tender (s) are invited by the Undersigned against **N.I.T-06/CH/24-25** for the mentioning Serial, Last date of application for permission to participate in tender **20.03.2025 up to 3.00 P.M.** Last Date & Time for Submission of Tender Documents: **21.03.2025 upto 3.45 P.M.** For details log on to: **www.wbphed.gov.in** & Notice Board During Office Hours of the undersigned.

Sd/- **Assistant Engineer**
Chinsurah (Sadar) Sub-Division,
PHE Dte.
Government of W.B

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/৪০/২০২৪-২৫ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৫২৮/ওটি/৩১৪/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলইডি আধারিত ইমার্জেন্সী অটোম্যাটিক লাইট ইউনিট। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮০-২০১৬ (আরইভি.০) এবং আরডিএসও ডিআরজি নং. আরডিএসও/পিই/এসকে/টিএল/০১৮১-২০১৬ (আরইভি.০) শীট ১ এবং ২ অনুরূপে এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে ১২ভি. ৭এএইচ ক্ষমতাসম্পন্ন সোকড মেইন্টেন্যান্স ফ্রি ব্যাটারি সহিত টাইপ-II। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং]: আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান)। (১) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০ সেট। (২) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ০২ সেট। (৩) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭২ সেট। (৪) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৪৫১৫১৪৮৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৭৫৯/ওটি/৩১৫/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৫-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এনএলবি বোগি ড্রয়িং- এএএল-০২১১০১/এন এএলটি-১ এমএটি স্পেসিফিকেশন-ডব্লিউডি-৩৮-এমআইএসসি-২০০৪ (আরইভি-২) হেতু কনষ্ট্যান্ট কনট্যাক্ট পলিউরিথিন সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেমব্লি। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৩৫৪, রোলিং ষ্টকের হেতু কনষ্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট সাইড বিয়ারার সাব আইটেমঃ কেসনাব ২২ এনএলবি বোগীসমূহের জন্যে কনষ্টান্ট কন্ট্যাক্ট সাইড বিয়ারার, আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) (১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০ টি। (২) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩০০ টি। (৩) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৭০০ টি। (৪) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩১২০ টি। পিএল. সংখ্যা. - ৩৮১০৬৪৬২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৬৭৭/ওটি/৩১৬/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ওয়াইডার বেস ব্রিজ অ্যাপ্রোচ শ্লীপার (আরটি-৮৯৭১-৮৯৭৮)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না। পর্যায়সমূহঃ ০], [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) পরিমাণ- জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/ওয়ার্কস/কনক্রিট শ্লীপার, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৫১ সেট, পিএল. সংখ্যা. - ৬০৯০০৭১৯০১৩৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৬৩৫/ওটি/৩১৭/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ শ্যাঙ্ক ওয়ের প্লেট/বিজি/ওয়াগন সহিত কাপলার বডি, ড্রয়িং-এসকে-৬২৭২৪-আইটেম-১ এবং আইটেম-১০ এএলটি-৩০. এমএটি স্পেসিফিকেশন-ডব্লিউডি-৭০-বিডি-১০ (আরইভি-৩)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই পর্যায়সমূহঃ ০], আইটেমঃ ৩১০০৪৪৬, ফ্রেইট ষ্টক ওয়াগনের হেতু উন্নীত হাই টেনসিল সেন্টার বাফার কাপলার সাব আইটেমঃ কাপলার বডি এবং শ্যাঙ্ক। আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) (১) পরিমাণ-পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৬১ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৪২ টি। (৩) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি, জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৩০ টি। পিএল. সংখ্যা. - ৩৮১৩৫৮৪০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫০৩৬/ওটি/৩১৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ টিসি ৩০/২০০৫ ভিইআর.১. এএমডিটি ৫ অথবা অনন্তিম অনুসারে ৬ কোয়াড ০.৯ এমএম ডায়ার যোগান। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) ইউভিএএম আইটেম. আরইএফ (আইটেম আইডিঃ-৩১০০০৪৭-এসএণ্ডটি ইনস্টলেশ্বনের হেতু কোয়াড ক্যাবল, সাব আইটেম আইডি- ৩১০০০৪৭০০১ সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশ্বনের জন্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে জেলি ফিল্ড টেলিকম কোয়াড ক্যাবল পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৫.০০ কিলোমিটার পিএল. সংখ্যা. ৫৬১১০০১৯৩১৩৮। (২) স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ টিসি৩০/২০০৫ ভিইআর.১, এমডিটি.৫ অথবা অনন্তিম অনুসারে ৬ কোয়াড ০.৯ এমএম ডায়ার যোগান। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) ইউভিএএম আইটেম আরইএফ. (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৪৭- এসএণ্ডটি ইনস্টলেশ্বনের হেতু কোয়াড ক্যাবল, সাব আইটেম আইডি-৩১০০০৪৭০০১-সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশ্বনের হেতু আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে জেলি ফিল্ড টেলিকম কোয়াড ক্যাবল। পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. - ৫৬১১০০১৯৩১৯৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫১১৫/ওটি/৩১৯/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৮-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ৫২ কেজি ১২ তে ১ হেতু ৬ এমএম থিক নাইলন কর্ড রিইনফোর্সড গ্রুভড রবড় সোল প্লেটস, টার্ণ আউটস (টি-৪৭৩২)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেইল প্যাডস সাব আইটেম, জিআরএসপি আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান), পরিমাণঃ জিতেন্দ্র কুমার, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ সেট। পিএল. সংখ্যা. - ৬০৯০০২৭৮০১০৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১২১৯/ওটি/৩২০/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অক্টোবর-২০১৬ এর সংশোধনী নং. ১ সহিত একই ধরণের স্পেসিফিকেশনঃ ৬১-বি-৩৬ আরইভি. ৬৮-১ অথবা এসকে-৭৫০ এবং মেসার্স এসকোর্টস ডিআরজি নং. ৪০-৫৮৬ এ (০) পর্যন্ত ডেমু ১৪০০ এইচপির (কমপ্লিট ইউনিট) জন্যে স্কাকু সেমি পার্মানেন্ট কাপলার এণ্ড 'এ' (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৩৬২, স্পেসিফিকেশন নং. ৬১-বি-৩৬ আরইভি. ৬৮-১ পর্যন্ত কলকাতা এবং মুম্বাই সাব আরবান সার্ভিস ব্রডগেজ ১৬৭৬ এমএম হেতু ইলেকট্রিক মালটিপল ইউনিট রোলিং ষ্টকের জন্যে স্কারফেনবার্গ কাপলার্স এবং ড্র-গিয়ার, (পুনর্নির্মাণ নবেম্বর ২০০৪) সাব আইটেমঃ কলকাতা এবং মুম্বাই সাব আরবান সার্ভিসের জন্যে ইলেক্ট্রিক মালটিপল ইউনিট রোলিং ষ্টকের হেতু ড্র গিয়ার এবং স্কারফেনবার্গ কাপলার্স। ব্রডগেজ ১৬৭৬ এমএম। আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান)। পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৬ টি। পিএল. সংখ্যা. - ৩২২৩০০৫৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেণ্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫০৩৯/ওটি/৩২১/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৩-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ এবং আরইভি.৪.০ অথবা অনন্তিম অনুসারে এল্যুমিনিয়াম, পিভিসি ইনসুলেটেড ২ কোর × ২৫ বর্গমিলিমিটার আকারের আণ্ডার গ্রাউণ্ড সিগন্যালিং ক্যাবল। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [ইউভিএএম আইটেম আরইএফ:] আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৩- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাওয়ার ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ- ৩১০০০৫৩০০১-পিভিসি, ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাওয়ার ক্যাবল), পরিদর্শনের বিস্তৃত তথ্য ষ্টেজ পরিদর্শন আবশ্যক নেই, পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯০.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. - ৪০০৫৮০৭৮০৫৮৬।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGE NOTICE

E-Tender is Invited by the Undersigned for Hiring of a Commercial Vehicle for official use in the Plain & Hill area of Darjeeling & Darjeeling District under DPMU, Darjeeling, WBADMIP. RFQ Submission End Date 2**6/03/2025 up to 11.00 hrs.** E-tender Id: **2025_WRDD_826863_1**

Sd/-
Executive Engineer
DPMU, Darjeeling, WBADMIP

E-TENDER NOTICE

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 5th SFC fund 2023-24 of 1 no scheme in respect of tender id: **2025-ZPHD-826711 (1),** last date of submission tender **17.03.2025 upto 12 noon.** Bid opening date **19.03.2025 upto 12 noon.** For details information contact to the undersigned.

Sd- **Prodhan**
Kusumgram Gram Panchayet

NOTICE INVITING QUOTATION

Executive Engineer (PIU- Head), WBSRDA, North 24 Parganas Division invites quotations as follows:-

NIQ No. & date	Last Date & Time for receipt of quotation
N-05/2024-25/N-24/WBSRDA(Offline), Dated: 12/03/2025,	19/03/2025 upto 15.00 hours
N-06/2024-25/N-24/WBSRDA(Offline), Dated: 12/03/2025,	19/03/2025 upto 15.00 hours
N-07/2024-25/N-24/WBSRDA(Offline), Dated: 12/03/2025,	19/03/2025 upto 15.00 hours

The details can be obtained from office of the Executive Engineer, WBSRDA, North 24 Parganas Division, Banamalipur, Barasat, Kol 700124.

Sd/-
Executive Engineer (PIU- Head)
WBSRDA, North 24 Parganas Division

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Construction of Bituminous road from Gobindapur to end of Municipal area & the side of Canal at Serbaj from AdibasiPolli to end of Municipal area in Ward No-4 & 9 within Ramjibonpur Municipality , Repairing & Renovation of Pump House And O.H.R. & Construction of Bathing Ghat at different location in zone—iii within Ramjibanpur Municipality through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/ Bidders. Tender Ref. no.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-12/2024-25, Tender ID: 2025_MAD_826811, Tender Ref. no.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-07(2nd Call)/2024-25, Tender ID: 2025_MAD_826608_1. Last date & time for submission of bid through online is 28.03.2025. upto 2:00 P.M. The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.

S/d- Chairman
Ramjibonpur Municipality

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

ডব্লুবি-এইচএমসি/টিএন/ইডি/ডব্লুএস/১৩/২৪-২৪ তারিখঃ ১০.০৩.২০২৫

ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী, হাওড়া পৌরনিগমের হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন, বার্ষিক ক্লোরিনেশন সিস্টেম পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ডিপ টিউবওয়েলের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সহ ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কাজের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাইপলাইন স্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ প্রতিস্থাপনের জন্য একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছেন। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ওএসডি (ডব্লুএস) বিভাগ, অফিসের ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইনে) **০৮.০৪.২০২৫, বিকাল ৩.০০ টা।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২০০(৩)/২৪-২৫ **সচিব**
১২.০৩.২৫ **হাওড়া পৌরনিগম**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following work :-
NIT NO. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/120/2024-25, Dated -11/03/2025
Name of work **: Installation of boundary Grill over S.U.G. Reservoir and painting at toilet Block at Multipourpose K.M.C. Building and necessary ancillary work, Kalighat Skywalk Project.** Estimated Cost (Including GST & LWC) **: Rs.1,93,968.00.** Earnest Money **: Rs.3,900.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and time of Submission of Bid **: 22.03.2025 at 11 a.m.** The Bid form and other details are available on and from **13.03.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Elec)/Ltg., Z-IV, KMC** invites e-tender online, percentage rate two Bid system for the following work :-
NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/288/24-25
Name of work **: Installation of Glow Sign Board at newly constructed UPHC along with other allied electrical works in Ward-106, Br.-XII.** Estimated Amount **: Rs.1,96,890.05.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 10 days.** Last Date and time of submission of Bid **: 22.03.2025 upto 3 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **11.03.2025 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. Ch. Engineer/SWM-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/SWM-II/E/24-25/68-R (2nd call)
Name of work **: Procurement of New 72V 10A Auto-Cut Battery Chargers for Br-XIII under SWM.** Estimated Amount **: Rs.4,09,980.00.** Earnest Money **: Rs.8,200.00.** Period of Completion **: 7 days.**
2. NIT NO. : KMC/SWM-II/E/24-25/17-R (2nd call)
Name of work **: Procurement of New 72V 10A Auto-Cut Battery Chargers for Borough-IV under SWM Deptt. KMC.** Estimated Amount **: Rs.4,71,476.00.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.** Period of Completion **: 5 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 24.03.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT NO. : LTG/269/INST/BR-V/ZN-II/24-25
Name of work **: Annual operation and maintenance work for room airconditioning machine installed at Borough-V Office Building and other different places of Br-V areas under KMC.** Estimated Amount **: Rs.2,61,005.00.** Earnest Money **: Rs.5,220.00.** Period of Completion **: 365 days.** Last date and time of Submission of Bid **: 22.03.2025 upto 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **13.03.2025 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/Br-III, KMC** invites e-tender online percentage Bid system for the following works :-
1. NIT NO. : LTG/482/WD-33/BR-III/Z-1/24-25
Name of work **: Improvement of street lighting arrangement at the Park of B.M. Road and E.M. Bypass Connector in Ward No.33.** Estimated Amount **: Rs.4,49,928.74.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
2. NIT NO. : LTG/481/WD-33/BR-III/Z-1/24-25
Name of work **: Installation of lighting arrangement at the adjacent Park of B.M. Road and E.M. Bypass Service Road under Ward No.33.** Estimated Amount **: Rs.3,49,861.29.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date & time of submission of Bid **: 27.03.2025 at 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on & from **18.03.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

Corrigendum

NIT NO. LTG/Z2/INST/52/24-25 published in this Newspaper on **12/02/2025 (Key No.1384/24-25) of Electrical Lighting/ Zone-II Department (Sl.No.1).** Last Date and time of submission of bid will be read as **18/03/2025 upto 11 am.** instead of 19/02/2025 upto 11 am. Bid opening date for technical proposal on **18/03/2025 at 12 Noon** instead of 19/02/2025 at 12 Noon.

1486/24-25

ভ্রমণ

দীর্ঘ বাসযাত্রায় নেক পিলো ব্যবহার করে আরামে ঘুমিয়ে যাওয়া যায়

যানবাহনে চড়ে দীর্ঘ যাত্রায় যাওয়ার সময় অনেকের হাতে নেক পিলো দেখা যায়। বিশেষ করে বিমানযাত্রা বা দীর্ঘ বাসযাত্রায় নেক পিলো ব্যবহার করে আরামে ঘুমিয়ে যাওয়া যায়। ভ্রমণসঙ্গী বলেই 'ট্রাভেল পিলো' নামেও এটি পরিচিত। তবে শুধু ভ্রমণের সময়ই নয়, অনেকে অফিসে দীর্ঘ সময় বসে কাজ করার সময়ও নেক পিলো ব্যবহার করেন। নেক পিলো একধরনের কুশন, যা মূলত ইংরেজি 'সি' বা 'ইউ' বর্ণের মতো দেখতে। এর ব্যবহার মূলত ঘাড় ও মাথার আরামের জন্য। দীর্ঘ যাত্রায় ঝাঁকুনি হয় বা ঘুমানোর প্রয়োজনে সিটে কায়দা করে মাথা রাখা যায় না। ফলে অনেকের মাথা ও ঘাড়ব্যথা হয়। অসাবধানতায় পেশিতেও টান লাগার ঘটনা ঘটে। নেক পিলো মাথা ও ঘাড়ের বিন্যাস ঠিক রাখে এবং মাংসপেশিতে টান লাগা থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া ঘাড়ের স্বাভাবিক কারভেচার বা বক্রতা ঠিক রাখে।

কারা ব্যবহার করবেন

বাস, কার, ট্রেন, বিমানসহ যেকোনো বাহনে দীর্ঘ যাত্রায়।

যাঁরা ঘাড়ের ব্যথায় ভুগছেন বা যাঁদের ঘাড়ের পেশিতে টান লেগেছে, তাঁরা ঘুমানো বা বিশ্রামের সময় নেক পিলো ব্যবহার করতে পারেন।

অফিসের কাজের বিরতিতে ঘাড়ের শিথিলতা আনতেও ব্যবহার করা যায়। ঘাড়ের অস্ত্রোপচার বা সার্ভিক্যাল স্পনডাইলোসিসজাতীয় সমস্যায় ঘাড়কে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য নেক পিলো ব্যবহার করা হয়।

কী ধরনের নেক পিলো ব্যবহার করবেন

বাজারে অনেক ধরনের নেক পিলো পাওয়া যায়। কিছু আছে বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে নিতে হয়, এসব ভ্রমণের সময় সহজেই বহন করা যায়। মেমোরি ফোমের তৈরি নেক পিলো আরামদায়ক, যা ঘাড়ের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নেয় এবং স্ট্রেস কমাতেও সাহায্য করে। তবে এ ধরনের পিলো লাগেজে একটু বেশি জায়গা দখল করে।

যে ধরনের পিলোই ব্যবহার করুন না কেন, তা যেন ঘাড়ে সঠিকভাবে সেঁটে যায়, সেটি নিশ্চিত করুন।

কত দিন ব্যবহার করা যাবে

একটি নেক পিলোর ব্যবহারের মেয়াদ এক থেকে দুই বছর। তবে এর আগেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে নিন।

ডুনোটার ক্যাসেল স্কটল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ

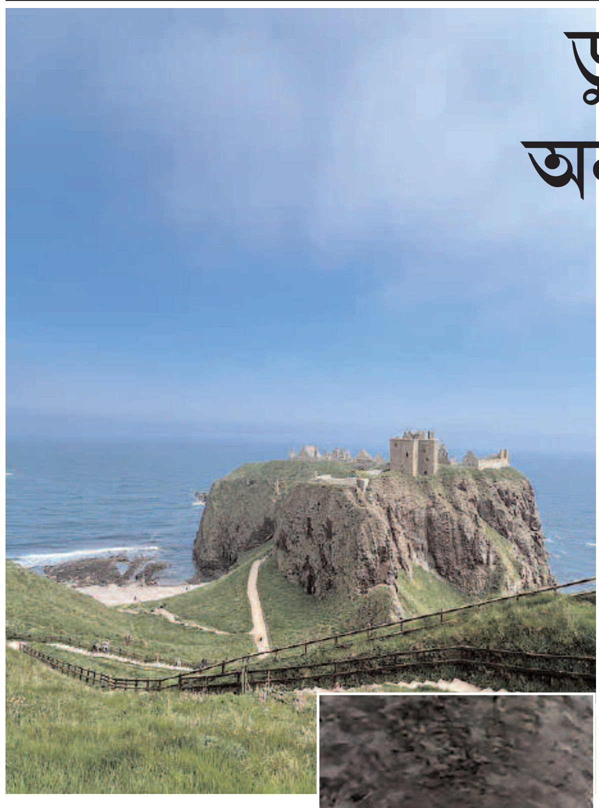

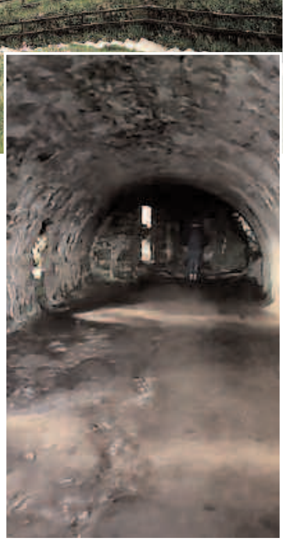

অ্যাবারডিন শহর থেকে স্বল্পবসতির লোকালয় পেরোতেই পাহাড়ি পথ পড়ল। মিনিট চল্লিশ এই পথ মাড়িয়ে পৌঁছে গেলাম ডুনোটার ক্যাসেলের পার্কিং লটে। সাগরতীরে একটি বিচ্ছিন্ন পাথুরে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত ক্যাসেলটি স্কটল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ। আশ্চর্য সুন্দর ক্যাসেলটি দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সাগরের ওপর শূন্যে ভেসে আছে। অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কার্বন ডেটিং করে এই ক্যাসেলকে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম পিকটিশ দুর্গের স্বীকৃতি দিয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সাল থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে ধারণা করা হয়। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভাইকিংরা এই দুর্গে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সে সময় স্কটল্যান্ডের রাজা ডোনাল্ড দুই এই ক্যাসেল নিহত হন। পরের হাজার বছরের ইতিহাসে এই ক্যাসেলে অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে, কখনো স্কটল্যান্ডের হাতছাড়া হয়ে ইংল্যান্ডের কবজায় গেছে, আবার পুনরুদ্ধারও হয়েছে বারবার। স্কটল্যান্ডের ইতিহাসের অনেক সমৃদ্ধ এবং দুঃখজনক অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে আজও টিকে আছে এই ক্যাসেল। এলাকাটা মালভূমির মতো, পাহাড়ের খাড়া ঢাল সাগরতীরে গিয়ে মিলেছে। ঝকঝকে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কনকনে বাতাস বইছে বলে বেশ ঠান্ডা লাগছে। সঙ্গে আমার ভাই সুমন। পার্কিং এরিয়ার কফিশপ থেকে দুই ভাই দুটো কফি হাতে করে ক্যাসেলের মূল ফটকের উদ্দেশে রওনা হলাম। খানিকটা পথ পাড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা নিচে নেমে আবার তার চেয়ে বেশি ওপরের দিকে উঠতে হয়। প্রবেশদ্বারের কাউন্টার থেকে জনপ্রতি সাড়ে ১০ পাউন্ডের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে বেশ অল্প কয়েকজন দর্শনার্থীর দেখা মিলল। ক্লিফের ওপর স্থাপিত ক্যাসেলটা একেবারেই ছোট। সবুজ ঘাসের গালিচা মাড়িয়ে প্রথমেই আমরা দরবার হলে প্রবেশ করলাম। দরবারটা আগের মতো করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ছাদে সুন্দর কিছু কাজ চোখে পড়ল। চত্বরটায় বেশ কয়েকটা ছোট ভবন, বেশির ভাগ আধা ধসা, দু-তিনটা ছাড়া সবগুলোর ছাদ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। একে একে আমরা রাজা-রানির ব্যক্তিগত কক্ষ, ডাইনিং হল, কোয়ার্টার, অস্ত্রাগার, আস্তাবল ঘুরে দেখলাম। হুইগস ভল্ট নামের বন্দিশালাটা একটা টানেলের মতো। বন্দিশালার খোলা জানালা দিয়ে শোঁ শোঁ করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। সেখান দিয়ে নিচে তাকালে অনেক নিচে সাগরের জল আছড়ে পড়তে দেখা যায়। ছোট্ট এই বন্দিশালায় গাদাগাদি করে শত শত যুদ্ধবন্দীকে রাখা হতো। জানালা দিয়ে পাহাড়ের কিনারা বেয়ে পালাতে গিয়ে সাগরে ডুবে অনেক বন্দীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ডুনোটার ক্যাসেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের ভিত্তি এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে কাজ করেছিল। তিন দিকে নর্দান সি বেষ্টিত অবস্থান এবং শক্তিশালী প্রতিরোধব্যবস্থা এটিকে শত্রুর বিরুদ্ধে একটি আদর্শ দুর্গে পরিণত করেছিল।

বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে খ্রিষ্টীয় উপাসনালয় চ্যাপেলে ঢুঁ মারলাম। শত বছরের পুরোনো চ্যাপেলটির ছাদ ছাড়া অন্য অংশ এখনো টিকে আছে। অনেকটা সময় নিয়ে মোটামুটি সবকটি কক্ষই ঘুরে দেখে নরম ঘাস মাড়িয়ে ওয়াচ টাওয়ারের দিকে হেঁটে গেলাম। একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছবি তুললাম। সমাধি এলাকায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। জায়গাটা খুব ছোট, কোনো সমাধিফলক নেই, পুরোটাই ঘাসে ঢাকা। কোনায় ছোট্ট একটা সাইনেজ দেওয়া রয়েছে। সমাধিস্থলের ওপর দিয়ে হেঁটে মূল ফটকের দিকে পা বাড়ালাম।

ততক্ষণে পশ্চিমে অনেকটা ঢলে পড়েছে সূর্য, তীব্র বাতাসে হাত জমে যাওয়ার দশা। মূল ফটক পেরোতেই কাউন্টারের মেয়েটা চিৎকার করে বলল, নিশ্চয়ই তোমরা এনজয় করেছ।

ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫০ দিনে এমন অনেক কাজ করেছেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫০ দিনে এমন অনেক কাজ করেছেন, যা দেশটির আধুনিক ইতিহাসে আর কোনো প্রেসিডেন্ট করেননি। তাঁর এসব কাজ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভিত্তির খোলনলচে বদলে দিচ্ছে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের পর খুব কষ্টে ওয়াশিংটনই এসব ভিত্তি তৈরি করেছিল।

রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা বিকল্প কৌশলগত রূপরেখা ঘোষণা না করেই ট্রাম্প কিয়েভকে ছুড়ে ফেলছেন। রাশিয়ার হামলার নিন্দা জানিয়ে সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রাশিয়াকে আগ্রাসনকারী দেশ উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব এনেছিল ইউক্রেন ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা। এ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোটদানের নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেননি ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, একই দিন সাধারণ পরিষদে ইউক্রেন নিয়ে একটি বিকল্প প্রস্তাব এনেছিল যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে রাশিয়ার হামলার নিন্দা জানানো হয়নি। রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই পানামা খাল, গ্রিনল্যান্ড, গাজা এমনকি কানাডাকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর এসব বক্তব্য লুণ্ঠনকারীর হুমকির মতো মনে হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তকে 'কৃত্রিম বিভাজক রেখা' বলে মন্তব্য করেছেন রিপাবলিকান পার্টির এই প্রেসিডেন্ট। ওয়াশিংটনে ওভাল অফিসে ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের পর ইউক্রেনে অস্ত্র ও মার্কিন বাণিজ্যিক উপগ্রহ চিত্র তথা গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ আংশিক বন্ধ করেছিলেন ট্রাম্প। তবে রাশিয়ার সঙ্গে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার পর কিয়েভের ওপর থেকে গতকাল এই দুই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মিত্রদের যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির রক্তচোষা তকমা দিয়ে তাদের ওপর শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। ন্যাটো মিত্রদের আস্থায় ফাটল ধরিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করতে না পেরে নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রের ভান্ডার বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্স। পোল্যান্ড পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর চিন্তাভাবনা করছে। দেশ দুটি নিজেদের রক্ষার ক্ষেত্রে শেষ আশ্রয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছে না। বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থাকে বদলে দিতে ট্রাম্প কতটা সফল হবেন, তা কেউ জানেন না। ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে এই ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান (১৯৪৫-৫৩)। এর পর থেকে পরবর্তী সব প্রেসিডেন্ট এই ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে অবদান রেখেছেন। নতুন বিশ্বব্যবস্থার যে ভিত্তি ট্রুম্যান গড়েছিলেন, সেটার মর্মকথা তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন অ্যাকেস নিজের স্মৃতিকথা 'প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য ক্রিয়েশন' নামের বইয়ে তুলে ধরেছেন। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন যা শুরু করেছে, তাতে আজকাল ওয়াশিংটনে থাকাটা অস্বস্তিকর হয়ে পড়েছে। সফট পাওয়ারের প্রকৃতি নিয়ে কাজ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ এস নাই জুনিয়র ট্রাম্পের সম্পর্কে সম্প্রতি বলেছেন, তিনি

যুক্তরাষ্ট্রের দাতব্য কর্মকাণ্ডের সমস্যা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু বেলা শেষে তা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষেই যায়। পুরোনো ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চাইলেও নিজে কী গড়তে চাইছেন, তা নিয়ে ট্রাম্প স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না। তবে তাঁর কাজ দেখে মনে হচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহৎ শক্তির রাজনীতির জগৎই তাঁর পছন্দ। তাই তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে দর-কষাকষি করছেন।

পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পলাতক আসামি অবশেষে গ্রেপ্তার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ মার্চঃ কালনা আদালতে হাজির করানোর সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দিয়েছিল আসামী। পুলিশ কাস্টডি থেকে পালিয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পরেছিল পুলিশের। উড়ে এসেছিল অনেক ব্যাঙ্গ বিদ্রুপও। কিন্তু পালিয়েও শেষ রক্ষা হল না আসামির। ছয় মাস ধরে পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি করার পর ফের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল পলাতক বাসুদেব মণ্ডল। ঘটনাটি কালনার। ২০২৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কালনা আদালত চত্বর থেকে পালিয়েছিল বাসুদেব। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল কালনা মহকুমায়। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। অবশেষে ফের পুলিশের বাগে এল সে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো পুলিশও। জানাগেছে, বাসুদেব মন্ডলের বিরুদ্ধে কলকাতা, দমদম, বারাসত, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি সহ আরও ৯টা থানায় ২৫টির বেশী মামলা রয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৪ বার পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে ছিল সে। বুধবার এই পলাতক কে ফের কালনা আদালতে পেশ করে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানালে বিচারক পাঁচদিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, হুগলির বলাগড়ের বাসিন্দা বাসুদেব মণ্ডল। পেশায় ছিনতাইবাজ। পুরুষমহিলা নির্বিশেষে শিকার হতেন এই ছিনতাইবাজের। অস্ত্র সহ ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া মামলায় ২০২৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) কালনা মহকুমা আদালতে তাকে পেশ করার কথা ছিল। সেই মতো তাকে আদালতে আনে পুলিশ। বাথরুম যাবার নাম করে বাথরুম থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় বাসুদেব। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালানোর পর অবশেষে শেওড়াফুলি জিআরপির হাতে গত ১০ ই মার্চ গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত।

সেখানকার আদালতে পেশ করার পর, বুধবার শ্রীরামপুর সংশোধনাগার থেকে বাসুদেব কে সরাসরি কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় কালনা আদালতে পেশ করা হয়। সে যাতে আর পুলিশকে বোকা বানিয়ে পালাতে না পারে তার জন্য বাসুদেবের উপর কঠোর নজরদারি রেখেছে জেলা পুলিশ।

যাত্রীদের আটক করার দায় স্বীকার করেছে সশস্ত্র গোষ্ঠী বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে যাত্রীবাহী ট্রেন জাফর এক্সপ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যাত্রীদের আটক করার ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ সশস্ত্র গোষ্ঠী বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। এ ঘটনায় আটক যাত্রীদের উদ্ধারে বেশ 'জটিল অভিযান' পরিচালনা করেছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। কিন্তু প্রশ্ন হলোকে এই বিএলএ? এই গোষ্ঠীর সদস্য কারা? কেনইবা হঠাৎ করে যাত্রীবাহী ট্রেন আটক করার মতো এত বড় ঘটনা ঘটাল বিএলএ? বিশ্বে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে এ ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটাতে দেখা গেছে। ঘটনার সূত্রপাত্র গতকাল মঙ্গলবার সকালে। নিরাপত্তা বাহিনী বলছে, বেলুচিস্তানের বোলান এলাকার কাছে কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেস নামের যাত্রীবাহী ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ নেয় সশস্ত্র একটি গোষ্ঠী। এ সময় তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে যাত্রীদের আটক করে। ট্রেনটির নয়টি বগিতে চার শতাধিক যাত্রী ছিলেন। এর আগে সশস্ত্র ব্যক্তিরা রেললাইনে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ট্রেনটি থামান।

এ সময় তাঁরা ট্রেনটির চালকের কক্ষে গুলি চালান। এতে চালক আহত হন। দুর্গম আফগান-ইরান সীমান্তের পাশে সিবি শহরের পার্বত্য অঞ্চলে থাকা একটি সুড়ঙ্গে (বোলান পাস) প্রবেশের আগমুহূর্তে ট্রেনটি থামানো হয়। ঘটনাস্থল কোয়েটো থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে। তবে কতজন সশস্ত্র ব্যক্তি ট্রেনটিতে হামলা চালান, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এরই মধ্যে হামলার দায় স্বীকার করেছে বিএলএ। আজ বুধবার বেলা ১টা পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্যে জানা যায়, নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বিএলএর অন্তত ২৭ সদস্য নিহত হয়েছেন।

গ্রিনল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন ভোটাররা

ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে মধ্যডানপন্থী বিরোধীরা আশ্চর্যজনক জয় পেতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আকাঙ্ক্ষিত অঞ্চলটিতে স্বাধীনতার পক্ষে থাকা জাতীয়তাবাদী নালেরাক পার্টির সমর্থন বেশ বেড়েছে। গ্রিনল্যান্ডের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম কেএনআর এ তথ্য জানিয়েছে। আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত ভোট গণনা পুরোপুরি শেষ হয়নি। তবে নিজেদের 'সোশ্যাল লিবারেল' হিসেবে পরিচয় দেওয়া ডেমোক্রেটিক পার্টি অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে। দলটি গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। তবে পর্যাপ্ত সময় নেওয়ার পক্ষে। স্বাধীনতাপন্থী দলগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত নালেরাক পার্টি এরই মধ্যে একটি 'অত্যাশ্চর্য' নির্বাচনী সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছে বলেও জানিয়েছে কেএনআর। মোট ৭২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৭১ টির গণনা শেষে দেখা গেছে, নালেরাক পার্টি ২৪.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দলটির ভোট দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। আর ২৯.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ডেমোক্রেটিক পার্টি। বিবিসি বলছে, ২১ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতাসীন আইএ পার্টি তৃতীয় অবস্থানে নেমে গেছে। অতীতে গ্রিনল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনের ভোট বাইরের বিশ্বের খুব কমই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। কিন্তু এবার ভিন্ন আবহ রয়েছে। ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড নিয়ন্ত্রণের আগ্রহের কারণে এবারের ভোট বাইরের বিশ্বের নজর কেড়েছে। গ্রিনল্যান্ডের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ও বামগ্রিন আইএ পার্টির নেতা মুট এগেদে বলেছেন, 'আমরা নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।' ক্ষমতাসীনদের জোটসঙ্গী সিউমুত পার্টির নেতাও নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের জনসংখ্যা ৬০ হাজারের কিছুটা কম। এর মধ্যে ভোটার প্রায় ৪৪ হাজার। স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটির ৩১ আসনের পার্লামেন্টে চার বছর অন্তর নির্বাচন হয়। পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ১৬ আসন পেতে হয়। এবারের নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। তাই আগামী দিনগুলোয় জোট সরকার গঠনের জন্য এগিয়ে থাকা দলের মধ্যে আলোচনা শুরু হতে পারে। পরবর্তী সরকার গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। 'ডেমোক্র্যাটরা সব দলের সঙ্গে আলোচনার পথ উন্মুক্ত রেখেছে এবং ঐক্য চাইছে। বিশেষ করে, বিশ্বে এখন যা ঘটছে তা নিয়ে', বলেন দলটির ৩৩ বছর বয়সী নেতা জেনস-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন। তিনি গ্রিনল্যান্ডের সাবেক ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন। তবে দলের নির্বাচনী ফলাফলে 'বেশ অবাক' হয়েছেন বলেও জানান এই ডেমোক্রেটিক নেতা। তিনি বলেন, 'আমরা এই ফলাফল আশা করিনি। আমরা বেশ খুশি।' দ্বীপের বাসিন্দারা, যাঁদের প্রায় ৯০ শতাংশই ইনুইটবলেছেন, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তি ডেনমার্কের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মতো আচরণ পেতে পেতে ক্লান্ত। তাঁদের অভিযোগ, ঐতিহাসিকভাবে তাঁদের সংস্কৃতিকে দমন করা হয়েছে। জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। এমনকি পরিবারগুলো থেকে তাঁদের শিশুদের বিতাড়িত করাও হয়েছে। এসব কারণে গ্রিনল্যান্ডের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সবাই স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান। তবে স্বাধীনতার সময়সীমা নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কৌশলগত অবস্থানের পাশাপাশি অব্যবহৃত খনিজ সম্পদের কারণে দ্বীপটির ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নজর পড়েছে। তিনি তাঁর ক্ষমতার প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালে গ্রিনল্যান্ড কেনার ধারণাটি প্রথম সামনে এনেছিলেন। গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নেন। ক্ষমতায় বসার পর থেকে তিনি দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার বিষয়ে তাঁর ইচ্ছার কথা বারবার বলে আসছেন। তবে ট্রাম্পের এই আগ্রহের বিষয়টি গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের নেতারা বারবার নাকচ করেছেন। গত সপ্তাহে মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দেন ট্রাম্প। ওই ভাষণে তিনি বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ড আমাদের দরকার। যেকোনো উপায়ে আমরা এটি অর্জন করব।'

স্কুলের মিড ডে মিলে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র বিস্কুট জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ মার্চঃ সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুটির আগেই ছুটি হয়ে যাচ্ছে স্কুল,মিড ডে মিলের খাবার শুধুমাত্র বিস্কুট জয়নগরের একটি স্কুলে।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। স্কুল রয়েছে কিন্তু স্কুলে দেখা মেলে না পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক শিক্ষিকার। শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকায় স্কুল ছুটের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।স্কুলের বর্তমানে খাতায় কলমে ৪০ জন ছাত্র ছাত্রী থাকলেও শিক্ষিকা দুজন।তাঁর মধ্যে একজনশিক্ষিকা স্কুলে আসে অনিয়মিত। স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা তৈরি হচ্ছে।আর তার ফলে বাড়ছে স্কুল ছুটের সংখ্যা ও।ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা কম থাকার কারণে বন্ধ মিড ডে মিলের রান্না।তাঁর বদলে স্কুল পড়ুয়াদের দেওয়া হয় শুধুমাত্র বিস্কুট।আর দিনের পর দিন এই ঘটনা চলে আসছে জয়নগর এক নম্বর ব্লকের হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দকুমারপুর গ্রামের নন্দকুমারপুর এস এস কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।এই স্কুলে রয়েছে চারটি শ্রেণিকক্ষ কিন্তু চারটি শ্রেণিকক্ষ থাকার পরে ও একটি মাত্র ক্লাসরুমে চলে পঠনপাঠন।রাজ্যে যেখানে মিড ডে মিল চালানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় প্রতি শিক্ষাবর্ষে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই চিত্র ভাবিয়ে তুলছে এলাকাবাসীদের।এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শোভা কর্মকার বলেন,স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা অনেকটাই কম।আর আমার শারীরিক সমস্যার কারণে আমি নিয়মিত স্কুলে আসতে পারি না।শিক্ষিকার সংখ্যা দুজন আমি এবং অপরএকজন শিক্ষিকা রয়েছে।আমি নিয়মিত স্কুলে আসতে পারি না সে বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমি জানিয়েছি।স্কুল থেকে ছাত্র ছাত্রীদের পরিবারের লোকজন এসে নিয়ে যায়। রাস্তার পাশে স্কুল থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা এসে স্কুল থেকে তাদের বাচচাকে নিয়ে চলে যায়। অপহরণের ভয়ে ও অনেকে স্কুলে আসে না।এই বিষয়ে মিড ডে মিলের কর্মী নীলিমা মন্ডল বলেন,রাস্তা থেকে বাচ্চাদের অপহরণ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায় না।স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কম থাকার কারণে মিড ডে মিলের রান্না হয় না। যে কজন ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসে তাদেরকে বিস্কুট দেওয়া হয়।এ বিষয়ে স্থানীয় হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুজাউদ্দিন শেখ বলেন,এই বিষয়ে এলাকাবাসীরা এর আগে পঞ্চায়েতে কোন লিখিত আকারে অভিযোগ দেয়নি।তবেআমরা খুব শীঘ্রই ওই স্কুল পরিদর্শন করবো।এ বিষয়ে সুশান্ত কয়াল নামে এক অভিভাবক বলেন,এই স্কুলের শিক্ষিকারা যে অভিযোগ করছে তা ঠিক নয়।আমরা নিজেদের সন্তানকে পঠন পাঠনের জন্য স্কুলে পাঠাই আমরা আবার ছুটি করে আগে কেন নিয়ে যাব?আসলে স্কুলের শিক্ষিকারা সময় মতন আসে না। মিড ডে মিল রান্না হয় না। বিস্কুট দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমরা চাই স্কুলের পঠন পাঠন সঠিকভাবে চলুক আমাদের সন্তানরা শিক্ষিত হোক। এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মানস নস্কর বলেন, পুরো বিষয়টার তদন্ত করে দেখা হবে। তবে কবে এই সমস্যার সমাধান হবে সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসীরা।

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

ঝাড়গ্রাম, ১২ মার্চঃ লোধাশুলী ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ফ্লাইওভার উপরে বাইকের সাথে গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু দুজনের। বুধবার ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের লোধাসুলি থেকে চন্দ্রী যাওয়ার পথে ট্রাকের সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়েই মানিকপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আশে। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

Name Change

I, Kakali Dasgupta Chowdhury D/o Late Premtosh Dasgupta Residing at 4B, Naba Basu Lane, P.o - K.G Bose Sarani, P.s - Beliaghata, District - Kolkata, Pin- 700085 West Bengal India shall henceforth be known as Kakali Dasgupta. I declare that Kakali Dasgupta Chowdhury and Kakali Dasgupta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2025.

Name Change

I, Mustafiyur Rahman Molla Chowdhury S/o Late Abdul Sobhan Mollah Residing at P-25/A, CIT Scheme M III, Block B, Narkeldanga Main Road, P.o - Narkeldanga, P.s - Narkeldanga, District - Kolkata, Pin- 700011 West Bengal India shall henceforth be known as Mustafiyur Rahman Molla. I declare that Mustafiyur Rahman Molla Chowdhury and Mustafiyur Rahman Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2025.

Name Change

I, Md Salamuzzaman S/o Late Adiyat Jaman Residing at Vill - Pirgacha, P.o - Badu, P.s - Dutta Pukur, District - 24 Pgs (N), Pin- 700128 West Bengal India shall henceforth be known as Chalamur Jaman. I declare that Md Salamuzzaman and Chalamur Jaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2025.

Name Change

I,SHAISTA F ALI, WIFE OF FAISAL ALI,RESIDING AT 57 RIPON STREET, PO - PARK STREET, KOLKATA - 700016,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAISTA Khurshidi VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2025.THAT SHAISTA F ALI AND SHAISTA Khurshidi BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Naushad Feroz (Old Name) son of Mohammed Feroz Uddin, residing at 74, BENTINCK STREET, KOLKATA- 700001, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Naushad Firoz (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 11/03/2025. Md Naushad Firoz (New Name) and Naushad Feroz (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,MOHAMMAD ABDUL RAHAMAN, SON OF ABDULLA QURAISEE, RESIDING AT 2 ROJANBAGAN, KAMARHATI, KOLKATA - 700058,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL REHMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025. THAT MOHAMMAD ABDUL RAHAMAN AND ABDUL REHMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Deepak Kumar Gautam (Old Name) son of Dhan Bahadur Gautam, residing at 14 Mile, Upper Echhey, Icha Khasmahal, Darjeeling, Pin- 714317, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Deepak Gautam (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/03/2025. Deepak Gautam (New Name) and Deepak Kumar Gautam (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,SHANKAR KAREL (OLD NAME) S/O LATE TOLARAM KARELRESIDING AT DAKSHINDARI ROAD, SHREEBHUMI,PS-LAKE TOWN,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700048,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR LAL KAREL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2025.THAT SHANKAR KAREL (OLD NAME) AND SHANKAR LAL KAREL (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,AARADHANA PRASAD (OLD NAME) D/O NAND JEE PRASAD,RESIDING AT 7, NETAJI SUBHASH ROAD, PO & PS-HOWRAH, DIST-HOWRAH,PIN-711101, WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARADHANA PRASAD(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT HOWRAH COURT VIDE AFFIDAVIT NO.2388 DATED 18/10/2023. AARADHANA PRASAD(OLD NAME) AND ARADHANA PRASAD (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Biswajit Mandal (old name) S/O Bimal Mondal, residing at SAMSERNAGAR,PS- HEMNAGAR COSATAL, NORTH 24 PGS- 743439, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Biswajit Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/03/2025. Biswajit Mondal (new name) and Biswajit Mandal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,SANJOY BACHHAR (OLD NAME), SON OF BRAJABALLAV BACHHAR, RESIDING AT SAGUNA,NADIA - 741245,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY BACHHAR (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2025.THAT SANJOY BACHHAR AND SANJAY BACHHAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

বহড়ুর পরে এবার উত্তর দূর্গাপুর সমবায়ে ও শাসক তৃণমূলের দখলে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ মার্চ ঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন আর তার আগে রাজ্যে সমবায় নির্বাচন চলছে।এই সমবায় নির্বাচনে একের পর এক সমবায়ে শাসক তৃনমূল একক ভাবে জয়ী হয়ে চলেছে।কোথাও বিরোধী দল থেকে অল্প কিছু আসন পেলেও ক্ষমতা থেকে যাচ্ছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের হাতে।রবিবার জয়নগর থানার বহড়ু সমবায় কৃষি সমিতির নির্বাচনে ৪৯ টি আসনের ৪৯ টি তৃনমূল কংগ্রেসের দখলে যাবার পরে মঙ্গলবার জয়নগর থানার উত্তর দূর্গাপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি সমিতির নির্বাচনে ৫০ টি আসনের মধ্যে ৩০ টি তৃনমূল কংগ্রেসে, ১০ টি জাতীয় কংগ্রেসের ও ১০ টি এস ইউ সি আই এর দখলে গেল।এখানে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হলেও বিশাল অংকের খরচ বাঁচাতে বিরোধী দল ও শাসক দলের মধ্যে আসন সমঝোতা হয়।গত দশ বছর পর এই নির্বাচন সমঝোতা হলো এখানে। দীর্ঘ তিন দশক ধরে এই সমবায়টি কংগ্রেস,এস ইউ সি র হাতে ছিলো।আর এবারে এখানে ৫০ টি আসন থেকে ১৪ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে।আর তৃনমূল কংগ্রেসের এই জয়ে আনন্দিত কর্মী সমর্থকেরা।মঙ্গলবার বিজয়ী তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের হাতে জয়ী সার্টিফিকেট তুলে দেন জয়নগর ১ নং ব্লকের সমবায় আধিকারিক দেবরাজ মন্ডল। এদিন তাঁর হাত থেকে বিজয়ীর সার্টিফিকেট গ্রহন করেন দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আয়েন আলি লস্কর, উত্তর দূর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি, প্রধান প্রতিনিধি ।এদিন এই জয়ের প্রসঙ্গে জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস বলেন,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলা এই সরকার মানুষের পাশে থেকে একের পর এক উন্নয়ন করে চলেছে।তাই তো বহড়ুর পর উত্তর দূর্গাপুরের সমবায়ে ও তৃনমূল কংগ্রেসের হাতে এল।সমবায়ের মধ্যে দিয়ে এলাকার কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের কাজ আরও মজবুত করা হবে।

শর্তের জন্য কিষান সম্মানে বঞ্চিত রাজ্য

অরিজিত চক্রবর্তীঃ কেন্দ্রের শর্তের জন্য এ রাজ্যের কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পে এমন সব শর্ত রাখা হয়েছে তা অনেক কৃষিজীবী দাখিল করতে পারছেন না । ওই শর্ত মেনে কৃষকদের জমির ঊর্ধ্বসীমা, ই কে ওই সি , ব্যাংক একাউন্টের সঙ্গে আঁধার সংযুক্তিকরণ ঠিকঠাক না হলে নথিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ছাড়াও রয়েছে জমির মালিকানার অধিকার ও পরিবার পিছু একজন করে সুবিধা দেবার শর্ত। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত এ রাজ্যের ৪৪লক্ষ ৫ হাজার ৬৪১ জন প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির সুবিধা পেয়েছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক ৬ লক্ষ ৩১ হাজার পূর্ব মেদিনীপুরের। সবচেয়ে কম তালিকায় রয়েছে কালিম্পং ৫ হাজার ৭৪০। এদিকে, গত বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের কৃষক বন্ধু প্রকল্পে প্রাপকের সংখ্যা ১কোটি ৩লক্ষ ৬৫হাজার ৪৪৯। এর মধ্যে সর্বাধিক ১২লক্ষ ৮২হাজার ১১৮ জন পুর্ব মেদিনীপুরের। সবচেয়ে কম ১৬হাজার ৩৭৩ কালিম্পেংর। এদিকে, বিধানসভায় রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জনিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্য আলুর বীজ উৎপাদনে সানির্ভর হবার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই পরিকল্পনা সফল হলে ভবিষ্যতে পাঞ্জাব সহ ভিন রাজ্য থেকে আর আলুর বীজ আমদানি করতে হবে না । কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস রোধে রাজ্য সরকার একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে। এজন্য পতিত ও অ- ব্যবহার্য জমিকে চাষ যোগ্য করে তোলা হচ্ছে। চাষ যোগ্য পতিত জমিকে কৃষির আওতায .এনে শোশের নিবিড়তা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শোভনদেব বলেন , গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৫৫দশমিক ৮৮লক্ষ হেক্টর । এছাড়াও ২৩-২৪ সালে ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ১০১ দশমিক ৩৩ লক্ষ হেক্টর।

অরুণাচলে ৪৬ বছরের পুরনো আইন ঘিরে পথে দুই গোষ্ঠী

১২ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও একটি রাজ্যে আগুন জ্বলতে চলেছে! অরুণাচল প্রদেশের পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা। ৪৬ বছরের পুরনো ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন নিয়ে একপ্রকার সম্মুখসমরে খ্রিস্টান এবং হিন্দু জনজাতি সংগঠন। অরুণাচলে ধর্মান্তরণ প্রতিরোধ আইন পাশ হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। কিন্তু তার পর থেকে কোনও সরকারই সেই আইনের 'বিধি' তৈরি করেনি। আরএসএসের জনজাতি সংগঠন 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম' দীর্ঘদিন ধরে এই আইন কার্যকর করার দাবি জানিয়ে আসছে। সংঘের ওই সংগঠনের দাবি, ধর্মান্তরণ প্রতিরোধ আইন কার্যকর হয়ে গেলে আদিবাসীদের ধর্মান্তরণ রুখে দেওয়া যাবে। গত প্রায় সাড়ে ৯ বছর অরুণাচল প্রদেশে বিজেপির সরকার। কিন্তু সংঘের অনুকুলের সরকার থাকা সত্ত্বেও ধর্মান্তরণ প্রতিরোধ আইন এখনও উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে কার্যকর হয়নি। ২০১৬ সাল থেকে পেমা খাণ্ডুর সরকার অরুণাচল শাসন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার দাবি করা সত্ত্বেও বাস্তবে এই আইনের বিধি তৈরি হয়নি। কিন্তু, ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি হাই কোর্টের ইটানগর বেঞ্চ আগামী ৬ মাসের মধ্যে ওই আইনের 'বিধি' প্রণয়ন করার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে সরকারের উপর চাপ বাড়ছে। আদালতের রায়ের পর অরুণাচলের খ্রিস্টানদের সংগঠন অরুণাচল খ্রিস্টান ফোরাম ইটানগরে একদফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে। ওই সংগঠনের সভাপতি তারাহ মিরির দাবি, দুলক্ষের বেশি সংখ্যালঘু এই আইন কার্যকর করার বিরোধিতায় পথে নেমেছিলেন। তাঁদের দাবি, এই আইন কার্যকর হয়ে গেলে খ্রিস্টানদের ক্ষতি হবে। পাল্টা পথে নামছে সংঘের সংগঠন ' কল্যাণ আশ্রম'ও। পালটা ওই আইন কার্যকর করার দাবিতে সরব তারা। সংঘের সংগঠন কার্যত বিজেপি সরকারের উপরই চাপ সৃষ্টি করছে যাতে দ্রুত ওই আইনের বিধি প্রণয়ন করা হয়। যদিও সরকার অশান্তির ভয়ে এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুর অসাধারণ কর্মক্ষমতার জন্য মহিলাকর্মীদের সার্টিফিকেট প্রদান করে সম্মানিত করেন

গোরক্ষপুর, ১২ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে, গত ১১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুরের রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর এবং বিভাগে কর্মরত ৩০ জন মহিলা রেল কর্মীকে NARVO-এর পৃষ্ঠপোষক এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুর অসাধারণ কর্মক্ষমতার জন্য সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেন। গকঞ্জঙ-এর পৃষ্ঠপোষক শ্রীমতী সৌম্য মাথুর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রীমতী সৌম্য মাথুর বলেন যে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সকল ক্ষেত্রেই মহিলারা চমকার অবদান রাখছেন। আজ নারীরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকল কাজ খুব ভালোভাবে সম্পাদন করছে। তিনি বলেন, আমাদের সকলেরই ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও আমাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত এবং নিজেদেরকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জেনারেল ম্যানেজার বলেন, আমাদের নারীদের অবশ্যই আমাদের পরিচয় জানতে হবে, যা আমাদের সর্বদা সম্মানিত হতে অনুপ্রাণিত করবে। মিসেস মাথুর বলেন যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস কেবল নারীদের অভিনন্দন জানানোর উপলক্ষ নয় বরং তাদের সংগ্রাম, সাফল্য এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানানোরও একটি উপলক্ষ। তিনি বলেন, চমকার কাজ করা ৩০ জন নারীকে উৎসাহিত করার জন্য সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হচ্ছে, আশা করা যায় যে অন্যান্য নারী কর্মীরাও তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে আরও চমৎকার কাজ করবেন।এই অনুষ্ঠানে NARVO-এর সহ-সভাপতি, শ্রীমতী হেমলতা সিং, সচিব, শ্রীমতী সুমা নাজ, কোষাধ্যক্ষ, শ্রীমতী নীনা রাই এবং অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন দ্বারভাঙার মেয়র

দ্বারভাঙা, ১২ মার্চ ঃ বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন দ্বারভাঙার মেয়র অঞ্জুম আরা। ক্ষমা চেয়ে মেয়র বলেছেন, আমি আমার বক্তব্যের জন্য দু ঃখ প্রকাশ করেছি। সকাল থেকেই মানুষ আমাকে বাংলাদেশি এবং দেশবিরোধী বলছে, আমার উদ্দেশ্য ছিল দ্বারভাঙায় শান্তি বজায় রাখা। কিন্তু, যদি কারও বিশ্বাসে আঘাত লেগে থাকে, তাহলে আমি আমার বক্তব্যের জন্য দু ঃখ প্রকাশ করছি। দ্বারভাঙার মেয়র অঞ্জুম আরাকে আক্রমণ করেছেন বিহারের মন্ত্রী সঞ্জয় সারাওগি, তিনি বলেন, মানুষের সকল ধর্মকে সম্মান করা উচিত। সনাতন ধর্ম প্রেম, স্নেহ এবং ভ্রাতৃত্বের বার্তা দেয়। এই বক্তব্য মোটেও যথাযথ নয় এবং এই মানসিকতাও সঠিক নয়। এই ধরণের মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং এই বক্তব্য কোনও অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, এর আগে বিতর্কিত মন্তব্য করে মেয়র বলেছিলেন, জুম্মার সময .বাড়ানো যাবে না, তাই হোলিতে দুই ঘণ্টার বিরতি থাকা উচিত।

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে রিষড়ায় জয়শ্রী কটন মিলের কোয়ার্টারে আগুন

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া, ১২ মার্চ ঃ সোমবার সন্ধে সাতটা নাগাদ, রিষড়ায় জয়শ্রী কটন মিলের কোয়ার্টারে আগুন লাগে। ভর সন্ধ্যায় ভয়াবহ আগুনের গ্রাসে কটন মিলের শ্রমিকদের কোয়ার্টার। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যায় পরপর কোয়ার্টারে। অভিযোগ, আগুন লাগার পর একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফাটে। তার পরেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রের খবর, কটন মিলের একটি কোয়ার্টারে প্রথমে আগুন লাগে। দাউ দাউ করে আগুনের গ্রাসে চলে যায় অন্তত ১০টি কোয়ার্টার। দ্রুত বের করে আনা হয় বাসিন্দাদের। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আরও বাড়ানো হয় দমকল ইঞ্জিনের সংখ্যা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রিষড়া ও শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।

ভোজপুরে বিষ খেলেন একই পরিবারের ৫ জন

ভোজপুর, ১২ মার্চ ঃ বিহারের ভোজপুর জেলায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন একই পরিবারের ৫ জন সদস্য। ওই ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'জন সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভোজপুর জেলার বিহিয়া থানার অন্তর্গত বেলাবানিয়া গ্রামে। এক পিতা তার ৪ সন্তানকে নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, ৩ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। পিতা ও এক ছেলে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ জানিয়েছে, অরবিন্দ কুমার নামে ওই পিতা তার ৪ সন্তানকে বিষাক্ত পদার্থ মেশানো দুধ খাইয়ে দেয়। এরপর সে নিজেও বিষ খায়। পিতা ও এক ছেলে বেঁচে গেলেও, ১৩ বয়সী নন্দনী কুমারী, ৫ বছরের পলক কুমারী ও ৭ বছর বয়সী টোনি কুমারের মৃত্যু হয়েছে।

খাতু শ্যাম মেলার সমাপ্তি

সিকার, ১২ মার্চ ঃ রাজস্থানের সিকারে শ্রী খাতু শ্যাম মেলার দ্বাদশীর দিনে ভগবান শ্যামকে ভোগ আরতি নিবেদন করা হয়। এর সঙ্গে শেষ হল ১২ দিন ধরে চলা বাসরিক ফাল্গুনী লক্ষ্মী মেলা। এখন মন্দিরে বাবা শ্যামের বিশেষ সেবা-পূজা ও তিলক করা হবে। এই বিষয়ে মন্দির কমিটি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং ঃ **ইএনজিজি/স্টর্ম ওয়াটার-২৪-২৫/এলএলএইচ আর-২, তারিখ ঃ ১১.০৩.২০২৫;** চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রখ্যাত প্রামাণ্য এবং যোগ্য রেলওয়ে ঠিকাদার এবং যাঁরা সরকারি দপ্তর/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উপযুক্ত তালিকাভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ক্রম নং. ১, টেন্ডার নং. ঃ ইএনজিজিস্টর্মওয়াটার ২৪-২৫এলএলএইচআর-২; কাজের নাম ঃ** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়াতে বন্যা প্রতিরোধে ঝড়-বৃষ্টির জল অপসারণের জন্য ভূনিম্নস্থ নর্দমা ব্যবস্থার উন্নয়নের অবশিষ্ট কাজের ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৮০,০০,০০৩.২৫ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ২,৪০,০০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২৭০ দিন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। বিশদ টেন্ডার সংশোধনী সহ (যদি থাকে) https://www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MISC-379/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং ঃ **এইএন/স্পোর্টস গ্রাউন্ড-বিএলডিজি/এলএলএইচ, তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৫;** চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রখ্যাত প্রামাণ্য এবং যোগ্য রেলওয়ে ঠিকাদার এবং যাঁরা সরকারি দপ্তর/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উপযুক্ত তালিকাভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ক্রম নং. ১, টেন্ডার নং. ঃ এইএনডব্লুএস-স্পোর্টসগ্রাউন্ড-এলএলএইচ; কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/এলএলএইচ ওয়ার্কশপের বহুমুখী ক্রীড়া কার্যকলাপের জন্য লিলুয়া ওয়ার্কশপের ওয়ার্কশপ স্পোর্টস গ্রাউন্ডের আধুনিকীকরণ। **টেন্ডারের মূল্যঃ** ৯৮,৭৪,১৮৫.৬৫ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ১,৯৭,৫০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২১০ দিন; **ক্রম নং. ২, টেন্ডার নং. ঃ এইএনডব্লুএস-স্পোর্টসবিল্ডিংএলএলএইচ; কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে স্পোর্টস গ্যালারি এবং স্পোর্টস অফিসারদের চেম্বার সমেত স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বিল্ডিং (দুই তলা বিশিষ্ট) নির্মাণ। **টেন্ডারের মূল্যঃ** ৪০,৭১,১৬৯.৪২ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ৮১,৪০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২১০ দিন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। বিশদ টেন্ডার https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডার-দাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MISC-380/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং. ইএনজিজি-১০/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর - কাঁচরাপাড়া,পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদার বিশেষভাবে যাঁদের রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/ সেচ বা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সমতুল ধরনের কাজ অতীতে সম্পাদন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **ক্র. নং. (১); টেন্ডার নং. ডব্লুটি-২৫-২৪-২৫; কাজের বিবরণ** ঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে এস/২০-তে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে এস/২৬-এর অধীনে এসি কোচের আরএমপিইউ-এর পরীক্ষার সুবিধা এবং এস/১৫-র অধীনে ট্রেলার কোচ পরীক্ষার সুবিধার ব্যবস্থা করার কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,২৬,৩২০.১৫ টাকা; **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ৩৪,৫০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস; **ক্র. নং. (২); টেন্ডার নং. ডব্লুটি-২৬-২৪-২৫; কাজের বিবরণঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে শাকু কাপলার বিভাগের উন্নয়ন তথা সংস্কারের মাধ্যমে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ রূপান্তর; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৬,০০,৫৩৭.৮০ টাকা; **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন*ঃ** ১,৩২,০০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** উভয় টেন্ডারের জন্য ০২.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। *রেলওয়েবোর্ড পত্র নং ঃ ২০২০/সিই-১/ সিটি/৩ই/জিসিপি/পলিসি, তাং. ৩০.১২. ২০২০-তে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোনো ওয়ার্কস টেন্ডারের জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে আজকের তারিখ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ প্রদত্ত হয়নি, তাই ইএমডি প্রদানের ব্যবস্থা ফিরে এসেছে। কাজের পরিসর নির্দেশাত্মক মাত্র। যদিও বিশদ রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ https://www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপিত মেয়াদ ঃ** যে সময়কালে এই টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে না। **দরপ্রস্তাব দাখিলের মেয়াদকাল ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখের পনেরো দিন আগে থেকে, টেন্ডারদাতারা তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। **টেন্ডার ০২.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই একই দিনে দুপুর ২টো ৩০ মিনিটের পরে যে কোনো সময়ে খোলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি এবং ব্যবহারোপযোগী নেট পাওয়া গেলে খোলা হবে।**

(MISC-382/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৬৫০ তারিখ ঃ ১১.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নামঃ** ১) এইএন/এনডিই-র জন্য এনডিই-তে একতলা একক ইউনিট টাইপ IV কোয়ার্টার নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ২) "এসএসই/ডব্লু/বিডিসি-র শাখায় ব্যান্ডেল-এ নতুন এইএন বাংলো/কোয়ার্টার নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৫,৩৭,০৯৪.০০ টাকা; **দরপ্রস্তাব জামিন/(প্রদেয় বায়না অর্থ) (টাকা) ঃ** ১০,৮০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮০ দিন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-668/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এমসি_ডব্লুসি_ফ্লাশিংসিস্টেমস, তারিখঃ ১১.০৩.২০২৫ সিনি. ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিও), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং.৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার বয়ানে "সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে" ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণঃ** এসিএফ স্পেসিফিকেশন এমএমডিটিএস-১৯০২৭-রেভ-০১ অনুসারে শিয়ালদহ ডিপো ভিত্তিক এলএইচবি কোচসমূহের ইলেকট্রো নিউম্যাটিক প্রেশারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেম-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৮,৯৫,৫২৫.০০টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৯৭,৯০০.০০ টাকা; **চুক্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ১১.০৩. ২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতা শর্তাবলি সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(SDAH-378/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পুরাতন ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং জয়েন্ট ইত্যাদির ইউএসএফডি পরীক্ষা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০১২০২৫-এমএলজি, তারিখ: ১০-০৩-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম :** (ক) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার এবং লামডিং ডিভিশনের এখতিয়ারে ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসোনিক ওয়েল্ড টেস্টার (পিএইউটি) দ্বারা পুরাতন ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং জয়েন্টগুলির ইউএসএফডি পরীক্ষা।
(খ) লামডিং ডিভিশনের এখতিয়ারে আইআরপিডব্লিউএম/এফবি ম্যানুয়ালের নির্দেশিকা অনুসারে এবং সাইটে ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার অথবা তার প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে ব্লক ছাড়া রানিং রেলে সাইটে সমস্ত টুল এবং প্লান্ট সহ এফবি ওয়েল্ড রেলের ওয়েল্ড ফিনগুলির গ্রাইন্ডিং (৫২ কেজি/৬০ কেজি)। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৫২,৬৪,০২৫/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ২,৭৬,৩০০/-টাকা; টেন্ডার নথি **০১-০৪-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **গ্রহণ করা** যেতে পারে। টেন্ডার **খোলার** তারিখ ও সময় **০১-০৪-২০২৫** তারিখে **১৫:১৫** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/ট্র্যাক, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সুচিকৎসায় বিজ্ঞাপণ দিন

ঋষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং-২৬৯০, তাং-৩০.০৩.১৯৬০

গ্রাম-ঋষি, থানাঃ পূর্বস্থলী জেলা-পূর্ব বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী রবিবার ৩০.০৩.২০২৫ তারিখে ঋষি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী সমিতির পরিচালকমন্ডলীর নয় (নয়) অসংরক্ষিত-০৬, মহিলা-০২ ও এসসি/এসটি-০১ সদস্য/সদস্যা নির্বাচন করিবার জন্য সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাকে আহ্বান জানানো যাইতেছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচন।

তারিখ-০৯.০৩.২০২৫ — **স্বা/- কৃশানু সিংহ রায়**, **সমবায় পরিদর্শক**, **পূর্বস্থলী-২ ব্লক**

স্থান- সমিতির কার্যালয়

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	মনোনয়নপত্র বন্টন	১৭.০৩.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১১টা থেকে ৩টা
২.	মনোনয়নপত্র জমা	১৭.০৩.২০২৫	-ঐ-	-ঐ-
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৮.০৩.২০২৫	-ঐ-	বেলা ১১টা
৪.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	১৮.০৩.২০২৫	-ঐ-	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষে
৫.	মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৯.০৩.২০২৫	-ঐ-	বিকাল ৩টে পর্যন্ত
৬.	প্রত্যাহার শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৯.০৩.২০২৫	-ঐ-	বিকাল ৩টের পর
৭.	প্রতীক বন্টন (প্রয়োজনে)	২১.০৩.২০২৫	-ঐ-	বেলা ১১টা থেকে ৩টা
৮.	ভোট গ্রহণ (প্রয়োজনে)	৩০.০৩.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা
৯.	ভোট গণনা ও ফলপ্রকাশ	৩০.০৩.২০২৫	-ঐ-	ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্তি পর্যন্ত

◆ মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বছর হইতে হইবে ◆ ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নিদর্শে দাখিল করিতে হইবে। ◆ মনোনয়নপত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাইবে। ◆ পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকিতে হইবে অনুরূপভাবে অযোগ্য বা শর্তাবলী ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকিবে। দেখুন WBCS Act 2006 AMMENDED UP TO DATE WBCS RULES 2011 ◆ ভোটারের পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনও প্রমাণপত্র ভোটদানের জন্য আনতে হবে। ◆ এসসি/এসটি সংরক্ষিত সিটের জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট আবশ্যিক ◆ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

স্বা/- **নবেন্দু ঘোষ**

সহকারী রিটার্নিং অফিসার

তারিখ-০৯.০৩.২০২৫ — **ঋষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

চন্ডীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং-২০২, তাং-১৯.১২.২০২৭

গ্রাম-চন্ডীপুর, থানাঃ পূর্বস্থলী জেলা-পূর্ব বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা চন্ডীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী রবিবার ০৬.০৪.২০২৫ তারিখে চন্ডীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী সমিতির পরিচালকমন্ডলীর নয় (নয়) অসংরক্ষিত-০৬, মহিলা-০২ ও এসসি/এসটি-০১ সদস্য/সদস্যা নির্বাচন করিবার জন্য সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাকে আহ্বান জানানো যাইতেছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচন।

তারিখ-১২.০৩.২০২৫ — **স্বা/- কৃশানু সিংহ রায়**, **সমবায় পরিদর্শক**, **পূর্বস্থলী-২ ব্লক**

স্থান- সমিতির কার্যালয়

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	মনোনয়নপত্র বন্টন	২৪.০৩.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১১টা থেকে ৩টা
২.	মনোনয়নপত্র জমা	২৪.০৩.২০২৫	-ঐ-	-ঐ-
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৫.০৩.২০২৫	-ঐ-	বেলা ১১টা
৪.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	২৫.০৩.২০২৫	-ঐ-	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষে
৫.	মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	২৬.০৩.২০২৫	-ঐ-	বিকাল ৩টে পর্যন্ত
৬.	প্রত্যাহার শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	২৬.০৩.২০২৫	-ঐ-	বিকাল ৩টের পর
৭.	প্রতীক বন্টন (প্রয়োজনে)	২৮.০৩.২০২৫	-ঐ-	বেলা ১১টা থেকে ৩টা
৮.	ভোট গ্রহণ (প্রয়োজনে)	০৬.০৪.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা
৯.	ভোট গণনা ও ফলপ্রকাশ	০৬.০৪.২০২৫	-ঐ-	ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্তি পর্যন্ত

◆ মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বছর হইতে হইবে ◆ ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নিদর্শে দাখিল করিতে হইবে। ◆ মনোনয়নপত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাইবে। ◆ পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকিতে হইবে অনুরূপভাবে অযোগ্য বা শর্তাবলী ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকিবে। দেখুন WBCS Act 2006 AMMENDED UP TO DATE WBCS RULES 2011 ◆ ভোটারের পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনও প্রমাণপত্র ভোটদানের জন্য আনতে হবে। ◆ এসসি/এসটি সংরক্ষিত সিটের জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট আবশ্যিক ◆ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

স্বা/- **নবেন্দু ঘোষ**

সহকারী রিটার্নিং অফিসার

তারিখ-১২.০৩.২০২৫ — **চন্ডীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

HDFC BANK

We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্টসুবিধা পাওয়া যায়। ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যেখানে, ব্যাংক অঙ্গীকার আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **২০শে মার্চ ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, প্রতিবন্ধী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ (ভারতীয় টাকায়)	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,২৩,৯১৪.৮৩	০৬-০৩-২০২৫
২	XXXX৮৭১২	অরূপ কুমার রায়	১,২১০.৪০	১১-০৩-২০২৫
৩	XXXX২৭৯০	মহেন্দ্র রামদাস সপধরে	৪,২৩,৪৭২.৭২	১১-০৩-২০২৫
৪	XXXX৬১৭৯	সুবীর চক্রবর্তী	২৫,২৫১.০৯	০৬-০৩-২০২৫
৫	XXXX১৮৭২	তপন কুমার মুখোপাধ্যায়	২,৫০,০৭৮.৫০	১১-০৩-২০২৫
৬	XXXX০০১৪	পলাশ সামন্ত	৯,৯৭,৭৭২.৩৬	১১-০৩-২০২৫
৭	XXXX৫৬১৫	সুরজিত সুর	৭৩,৪৬৫.৮২	১১-০৩-২০২৫
৮	XXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	১,১৯,৫৮৯.০০	০৬-০৩-২০২৫
৯	XXXX৬৪১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	৮৫৪.১৪	১১-০৩-২০২৫
১০	XXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	৬,৩৩,৫৯৮.০১	১১-০৩-২০২৫
১১	XXXX১৮০৪	সঙ্গীতা ঝুনঝুনওয়ালা	৩,৪৯,৪৫৪.৮২	১১-০৩-২০২৫
১২	XXXX৭০২২	এমডি শাকিল আনসারী	৭,০৮,৪৯৪.৮২	১১-০৩-২০২৫
১৩	XXXX৫৪৫২	দীপ্তি লোহিয়া	৩৩,২১৫.০০	১১-০৩-২০২৫
১৪	XXXX৬০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,২১,৬৩০.৮১	০৬-০৩-২০২৫
১৫	XXXX৫১৬৮	মনীষা শর্মা	৬,০৬,২৩৬.৬৭	১১-০৩-২০২৫
১৬	XXXX১৩৯৪	দেবী ঠাকুর	৩,৯৪,৭৫৮.৭৬	১১-০৩-২০২৫
১৭	XXXX৭২৯২	কেতকী রায়	১,৪৬,৭১০.৬৫	০৬-০৩-২০২৫
১৮	XXXX৯১৫৮	প্রীতম সাহা	৫,১৯,১৩৮.৯০	১১-০৩-২০২৫
১৯	XXXX৬২২২	পরিতোষ চক্রবর্তী	৯,৮৮,২৬১.৫২	১১-০৩-২০২৫
২০	XXXX৪৫৫৯	জন এ ইউ বেক	৫৪,৬৯,০৫৫.৪১	১১-০৩-২০২৫
২১	XXXX৪৪৮০	অভিষেক বুধিয়া	৩,০২৬.৯৪	১১-০৩-২০২৫
২২	XXXX৪৩১৩	জ্যোতি সুষমা দাদেল	২,৩৯,৫২২.৮২	১১-০৩-২০২৫
২৩	XXXX৬৯৩৫	সুজয় বন্ধু নিয়োগী	৩,২২,৯০৯.৮২	১১-০৩-২০২৫
২৪	XXXX৪৬০৫	সম্পা ঘোষ	২,১১৯.৯৫	০৬-০৩-২০২৫
২৫	XXXX৯৩০৭	পরিতোষ চক্রবর্তী	৪০,৩৪,১১৩.৬৪	১১-০৩-২০২৫
২৬	XXXX৩৬৯১	নরেশ কুমার ধুপার	১,৭৮৭.৪২	০৬-০৩-২০২৫
২৭	XXXX৪৭১৩	সিপ্রা সাহা	২,০১৮.০৪	০৬-০৩-২০২৫
২৮	XXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বরুয়া	৫,৩৩,৪৩১.৮২	০৬-০৩-২০২৫
২৯	XXXX৩৮৬৪	সুকান্ত পাল	৭,৩৪,৫১৪.৮২	১১-০৩-২০২৫
৩০	XXXX৩৯৯২	শুক্লা দাস	৪৪,৯০১.০০	০৬-০৩-২০২৫
৩১	XXXX৫৭৮৪	রেনু শর্মা	৯,৯৮,১৮৪.৮২	১১-০৩-২০২৫
৩২	XXXX৯৪৬০	সুনীত তিওয়ারি	২,০১৭.৬৫	১১-০৩-২০২৫
৩৩	XXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৮৯,১৯৯.৭৭	০৬-০৩-২০২৫
৩৪	XXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৯৯,৯৭৫.৮২	০৬-০৩-২০২৫
৩৫	XXXX৪২৩১	রতন লাল সাহা	১০,০৭,২০৮.৯১	০৬-০৩-২০২৫

তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৫ — স্বা/-

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

NIQ, Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Park Circus Maidan on 18-03-2025 (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/111 of 24-25]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-074/KIT/Q of 24-25).** Bid Submission Closing: **17.03.2025 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Park Circus Maidan on 18-03-2025 (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/112 of 24-25]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-075/KIT/Q of 24-25).** Bid Submission Closing: **17.03.2025 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if any will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD**
Kolkata IT Division

NOTICE INVITING TENDER NO. 09/CH/24-25

"On behalf of the Governor of West Bengal, the Sealed Tender (s) are invited by the Undersigned against **N.I.T-09/CH/24-25** for the mentioning Serial, Last date of application for permission to participate in tender **20.03.2025 up to 3.00 P.M.** Last Date & Time for Submission of Tender Documents: **21.03.2025 upto 3.45 P.M.** For details log on to: **www.wbphed.gov.in** & Notice Board During Office Hours of the undersigned.

Sd/- Assistant Engineer
Chinsurah (Sadar) Sub-Division,
PHE Dte.
Government of W.B

NOTICE INVITING TENDER NO. 08/CH/24-25

"On behalf of the Governor of West Bengal, the Sealed Tender (s) are invited by the Undersigned against **N.I.T-08/CH/24-25** for the mentioning Serial, Last date of application for permission to participate in tender **20.03.2025 up to 3.00 P.M.** Last Date & Time for Submission of Tender Documents: **21.03.2025 upto 3.45 P.M.** For details log on to: **www.wbphed.gov.in** & Notice Board During Office Hours of the undersigned.

Sd/- Assistant Engineer
Chinsurah (Sadar) Sub-Division,
PHE Dte.
Government of W.B

NOTICE INVITING TENDER NO. 07/CH/24-25

"On behalf of the Governor of West Bengal, the Sealed Tender (s) are invited by the Undersigned against **N.I.T-07/CH/24-25** for the mentioning Serial, Last date of application for permission to participate in tender **20.03.2025 up to 3.00 P.M.** Last Date & Time for Submission of Tender Documents: **21.03.2025 upto 3.45 P.M.** For details log on to: **www.wbphed.gov.in** & Notice Board During Office Hours of the undersigned.

Sd/- Assistant Engineer
Chinsurah (Sadar) Sub-Division,
PHE Dte.
Government of W.B

এ বার ভারতের 'অতিরিক্ত শক্তি' মাপতে বড় সিদ্ধান্ত গৌতম গম্ভীরের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সামনের ৩ মাস ভারতের ক্রিকেটারদের আন্তর্জাতিক ডিউটি থাকছে না। ২২ মার্চ আইপিএলের বল মাঠে গড়াবে। তাতে অবশ্য হেড কোচ গৌতম গম্ভীর থেমে থাকার পাত্র নন। এখন থেকেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন তিনি। জুলাইতে এ বার শুরু হবে ভারতের টেস্ট সিরিজ। রোহিতরা যাবেন ইংল্যান্ড সফরে। তার আগে এক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সফল হয়েছে। এ বার ভারতের অতিরিক্ত শক্তি মেপে নিতে চাইছেন গম্ভীর। সংবাদমাধ্যমের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, গৌতম গম্ভীর ভারতের এ টিমের সঙ্গে সফর করতে চলেছেন। আগামী বছর ভারতের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ। তার পরের বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ওডিআই বিশ্বকাপ। আইসিসির এই তিন টুর্নামেন্টের জন্য শক্তিশালী দল তৈরি রাখতে চাইছেন গৌতম গম্ভীর। যে কারণে ভারত-এ টিমকে দেখে নেওয়ার পরিকল্পনা

করেছেন গৌতি। রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচের দায়িত্ব ছাড়ার পর টিম ইন্ডিয়ার 'এ' টিমের কোনও নির্দিষ্ট কোচ নেই। কখনও জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ যান ভারত-এ টিমের সঙ্গে সফরে। আবার কখনও এনসিএর অন্য কোনও কোচকে দেওয়া হয় দায়িত্ব। জুলাইতে ভারত ও ইংল্যান্ডের ৫ টেস্টের সিরিজ রয়েছে। তার আগে ২০ জুন থেকে ইংল্যান্ডে খেলবে ভারত-এ টিম। সেই টিমের সঙ্গেই গম্ভীর এ বার সফর করতে চান। তিনি ইতিমধ্যেই বোর্ডকে নিজের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এটা যদি হয়, তা হলে এই প্রথম বার জাতীয় দলের কোনও কোচ এ টিমের সঙ্গে সফরে যাবেন। ২০১৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় টিমে নানা বদল হতে পারে। টিম ইন্ডিয়ার রিজার্ভ বেঞ্চ কতটা শক্তিশালী, তাই সেটা মেপে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গম্ভীর।

আর্কাদাগের বিরুদ্ধে ১০ জনের লড়াই

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে শেষ ইস্টবেঙ্গলের দৌড়

আসগাবাত, ১১ মার্চঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল এফসি। তা নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি বাংলার ফুটবলমহলে। আশা ছিল,

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের সেমিফাইনালে উঠতে পারলে, সেই ক্ষত কিছুটা হলেও উপশম হবে। কিন্তু, সেটা আর হল না। কোয়ার্টার ফাইনালের জোড়া লেগ মিলিয়ে এফকে আর্কাদাগ ৩-১ গোলে জয়লাভ করল। আর সেইসঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের যাবতীয় স্বপ্ন। ম্যাচের ৮৭ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন রেফারি। বক্সের মধ্যে সৌভিকের একটি বাজে ট্যাকলের কারণেই লাল-হলুদের কপালে এই দুর্ভোগ নেমে আসে। রেফারির এই সিদ্ধান্তের পরই উল্লাসে মেতে ওঠেন আর্কাদাগের ফুটবলার তিরকিশোভ। কারণ ততক্ষণে এই ম্যাচের ফলাফল কী হতে চলেছে, সেটা কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ৮৮ মিনিটে ঠাণ্ডা মাথায় গোল করলেন আন্নাদুরদিয়েভ। আর সেইসঙ্গে আর্কাদাগের সেমিফাইনাল টিকিট কনফার্ম হয়ে যায়। তবে এখানেই শেষ নয়। রেগুলেশন টাইমের পর আরও ৭ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই লাল-হলুদের কাটা ঘায়ে ফের নুনের ছিটে দিল আর্কাদাগ। এই গোলটার ক্ষেত্রে প্রভসুখন গিলের যে কিছুটা হলেও ভুল রয়েছে, সেটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। এই গোলটার পর ইস্টবেঙ্গলের সামনে ফিরে আসার আর কোনও রাস্তাই খোলা ছিল না। তবে এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে লড়াই করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ম্যাচের প্রথম মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মেসি বাউলি। এই গোল গোটা দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, ৩৩ মিনিটে চুনুঙ্গা লাল-কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পর সেই আত্মবিশ্বাসে কিছুটা হলেও ফাটল ধরে। কিন্তু, ম্যাচের বাকি সময়টা যেভাবে তারা ১০ জন মিলে লড়াই করে গেল, সেই লড়াইকে সকলেই কুর্নিশ জানাচ্ছেন। উল্লেখ্য, সেমিফাইনালে যেতে হলে এই ম্যাচটা ইস্টবেঙ্গলকে কমপক্ষে ২-০ গোলে জিততে হত। কারণ, প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে হেরে গিয়েছিল। ম্যাচের ১০ মিনিটের মাথায় গোল করেছিলেন আর্কাদাগের ফুটবলার গুরবানোভ। সেক্ষেত্রে এই ম্যাচটা যদি ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলেও জিততে পারত, তাহলেও না হয় দুটো লেগ মিলিয়ে ১-১ গোলে টাই হত। তারপর টাইব্রেকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেত। কিন্তু, এই ম্যাচটা ১-১ গোলে জয়লাভ করার পাশাপাশি আর্কাদাগ ৩-১ গোলে এগিয়ে গেল। আর শেষপর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গ হল ইস্টবেঙ্গলের।

আইপিএল শুরুর আগে প্রবল সমস্যায় রাজস্থান রয়্যালস

জয়পুর, ১২ মার্চঃ প্লেয়ারের চোট হলে না হয় বিকল্প দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু কোচের চোট হলে! এমনই সমস্যায় রাজস্থান রয়্যালস। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম শুরু ২২ মার্চ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। উদ্বোধনী ম্যাচে ইডেনে কেকেআর খেলবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন অর্থা ২৩ মার্চ ডাবল হেডার। দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি রাজস্থান রয়্যালস ও গত বারের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। অভিযান শুরুর আগে

ব্যাপক সমস্যায় সঞ্জু স্যামসনের নেতৃত্বাধীন রাজস্থান রয়্যালস। ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালেও উঠলেও হতাশা থামছিল না। অবশেষে গত বছর তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট টি-টোয়েন্টিবিশ্বকাপে জয়। প্লেয়ার হিসেবে কোনওদিন ট্রফির স্বাদ পাননি। অবশেষে কোচ হিসেবে সিনিয়র বিশ্বকাপ। উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন দ্রাবিড়। তবে চুক্তি আর বাড়াননি। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হিসেবে প্রত্যাবর্তন হয়েছে রাহুলের।

ফাইনালের সেরা ইনিংস

র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাভ রোহিত শর্মার

দুবাই, ১২ মার্চঃ সদ্য আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারত। টুর্নামেন্টে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ভারতের। বিরাট কোহলি গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন। তেমনই শ্রেয়স আইয়ার ধারাবাহিক ভালো ব্যাটিং করেছেন। অক্ষর প্যাটেলও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। অপেক্ষা ছিল রোহিত শর্মার একটা নায়কোচিত ইনিংসের। গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচে ৪১ করেছিলেন। তবে সেরা ইনিংসটি যেন তুলে রেখেছিলেন ফাইনালের জন্য। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ট্রফির ম্যাচে ৭৬ রানের অনবদ্য ইনিংস ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার। ফাইনালে সেরার পুরস্কারও জেতেন। আইসিসি ক্রমতালিকাতেও উন্নতি হল রোহিতের। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার জেতা নিউজিল্যান্ডের তরুণ ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র আইসিসি ওডিআই ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে। ক্রমতালিকায় দু'ধাপ উন্নতি হয়ে ব্যাটিং পজিশনে তৃতীয় স্থানে উঠেছেন রোহিত শর্মা। অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুটি শতরান করা ও সেরার পুরস্কার জেতা কিউয়ি তরুণ রাচিন রবীন্দ্র ১৪ ধাপ উঠে ১৪ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত কেরিয়ারে এটিই তাঁর সেরা ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিং। আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের তরুণ ওপেনার শুভমন গিল। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৮৪। দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছেন বাবর আজম। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৭০। তিনে থাকা রোহিতের রেটিং পয়েন্ট ৭৫৬। কিং কোহলি গ্রুপ পর্ব এবং সেমিফাইনালে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও ফাইনালে মাত্র ১ রান করেছেন। বাকিদের উন্নতিতে বিরাট

রয়েছেন পাঁচ নম্বরেই। অন্যদিকে রোহিত কেন ওডিআই থেকে অবসর নিলেন না? অজি কিংবদন্তি রিকি পন্টিং জানিয়েছেন এই প্রসঙ্গে তাঁর কী মনে হয়। আইসিসি রিভিউতে অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং বলেন, ''রোহিত শর্মার অবসর নিয়ে সকলে আলোচনা করছিল। আশা করি সেই আলোচনা এখন থেমেছে। আমার মনে হয় রোহিতের পরবর্তী লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ।'' একইসঙ্গে পন্টিংয়ের পর্যবেক্ষণ, ভারত রোহিতের নেতৃত্বে ওডিআই বিশ্বকাপ হেরেছিল। সেই অপূর্ণতাই কুরে কুরে খাচ্ছে রোহিতকে। পন্টিং বলেন, ''রোহিতের নেতৃত্বে ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। ওডিআই বিশ্বকাপটাই বাকি রয়েছে। তাই আর একবার ওই চেষ্টাটা ও করবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে যেমন খেলল ও, সেই রকম খেলা ওর ব্যাটে দেখতে পেলে সকলেই বলবে ওর সময় ফুরিয়ে আসেনি।'' ভারত অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার রিপোর্ট কার্ড যথেষ্ট ভালো। তাঁর ঝুলিতে টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হিসেবে এসেছে টি-২০ বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অল্পের জন্য ওডিআই বিশ্বকাপ হাতছাড়া হয়েছে। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপে অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছিল রোহিতের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। এরপর সেখানে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুর যায় রোহিতদের। এ বার দেখার ২০২৭ সাল অবধি রোহিত ভারতের ক্যাপ্টেন থাকেন কিনা, এবং থাকলে টিম ইন্ডিয়া তাঁর নেতৃত্বে ট্রফি জেতে কিনা।

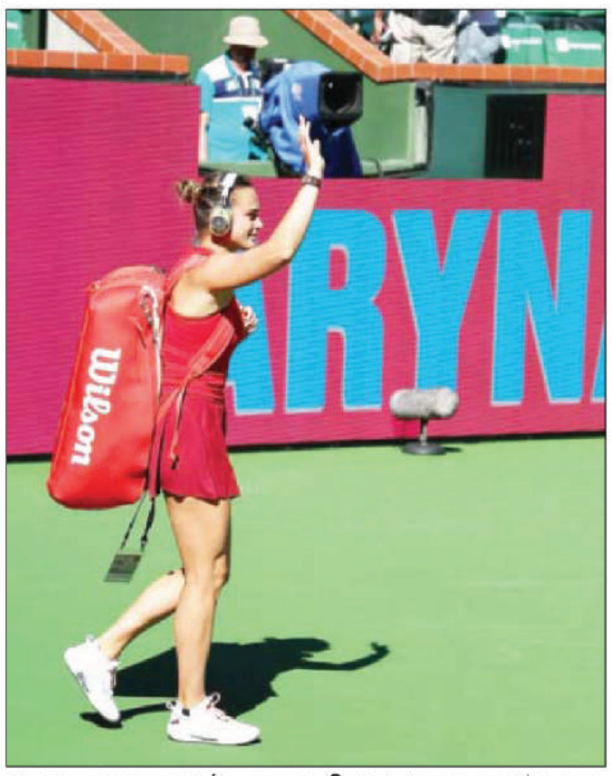

গান শুনতে শুনতে মাঠে ঢুকছেন আরিনা সাবালেঙ্কা। বোঝাই যাচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেন দারুণ উপভোগ করছেন মেয়েদের টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ের এই শীর্ষ তারকা।

ইয়ামাল-রাফিনিয়ার রেকর্ড, সবার আগে কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সা

বার্সেলোনা, ১২ মার্চঃ লামিনে ইয়ামালের গোল, আর সেই গোলে রেকর্ড থাকবে না, তা কী করে হয়! বার্সেলোনার ১৭ বছর বয়সী তারকা আজ শুধু নিজেই রেকর্ড গড়েননি, রেকর্ড গড়তে সহায়তা করেছেন রাফিনিয়াকেও। দুই ফরোয়ার্ডের রেকর্ডের রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে বেনফিকার বিপক্ষে বার্সেলোনাও পেয়েছে সহজ জয়। আজ পর্তুগিজ ক্লাবটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ অগ্রগামিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে বার্সেলোনা। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সাই শেষ আটে ওঠা প্রথম দল। গত সপ্তাহে বেনফিকার মাঠে ৭০ মিনিটের বেশি সময় ১০ জন নিয়ে খেলেও ১-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে ফিরেছিল বার্সেলোনা। আজ নিজেদের মাঠে দরকার ছিল শুধু সেই স্কোরলাইন ধরে রাখা। তবে ইয়ামাল, রাফিনিয়া এটুকুতে সন্তুষ্ট হলে তো! ম্যাচের প্রথমার্ধেই বেনফিকার জালে পৌঁছে যায় তিন গোল। শুরুটা ১১তম মিনিটে। বেনফিকার কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ে বল অন্য প্রান্তে পাঠান ইয়ামাল। অরক্ষিত রাফিনিয়া ভলিতে বল জালে পাঠাতে একটুও দেরি করেননি। এটি ছিল এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে ব্রাজিলিয়ান তারকার দশম গোল। এর দুই মিনিট পরই অবশ্য ম্যাচে সমতা নিয়ে আসে বেনফিকা। নিকোলাস ওতামেন্দির হেডে বল হাতে লাগালেও প্রতিহত করতে পারেননি বার্সা গোলকিপার সেজনি। ম্যাচে বার্সেলোনা দ্বিতীয়

গোলটি পায় ২৭তম মিনিটে, যে গোলটি আসলে ইয়ামাল-জাদু। বাঁ দিক থেকে বল বাড়িয়েছিলেন রাফিনিয়া, গোলমুখে থাকা রবার্ট লেভানডফস্কি যা মিস করে ফেলেন। তবে অপর প্রান্তে পেয়ে যান ইয়ামাল। বেনফিকা ডিফেন্ডারদের এড়িয়ে বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে টাচলাইনেও চলে যান ইয়ামাল, সেখান থেকে ধীরে ধীরে আবার পেছনে ফিরে বক্সের মাথায় চলে আসেন। গোলমুখে তেমন কিছু হবে না ভেবে দুই দলের সবাই যখন সামনের দিকে চলে আসা শুরু করেছেন, তখন বাঁ পায়ে দূরের পোস্টে কোনাকুনি শট ইয়ামালের। ঝাঁপিয়েও কিছু করার ছিল না বেনফিকা গোলকিপারের। বার্সেলোনা এগিয়ে যায় ২-১ গোলে। এই গোলেই রেকর্ড গড়েছেন ইয়ামাল। ১৭ বছর ২৪১ দিন বয়সী এই ফরোয়ার্ডই এখন চ্যাম্পিয়নস লিগের একই ম্যাচে গোল এবং অ্যাসিস্ট করা সবচেয়ে কম বয়সী ফুটবলার। ইয়ামাল ভেঙেছেন ২০১৪ সালে এফসি বাসেলের হয়ে ব্রিল এমবোলোর ১৭ বছর ২৬৩ দিন বয়সে এক ম্যাচে গোল ও অ্যাসিস্টের রেকর্ড। রাফিনিয়ার রেকর্ডটি হয়েছে ম্যাচের ৪২তম মিনিটে। আলেহান্দ্রো বালদে নিজেদের অর্ধ থেকে একাই বল টেনে নিয়ে যান বেনফিকা বক্সের দিকে। শেষ মুহূর্তে গোলের জন্য বল রাফিনিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এই ব্রাজিলিয়ান। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি তাঁর ১১তম গোল, আসরের সর্বোচ্চ। তবে রেকর্ডটা হয়েছে ব্রাজিলের দিক থেকে। চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে ব্রাজিলের আর কেউ কোনো ক্লাবের হয়ে কোনো বছরই ১০ গোলের বেশি করতে পারেননি। রাফিনিয়াই প্রথম। ১০টি করে গোল আছে নেইমার, রিভালদোসহ পাঁচজনের। প্রথমার্ধে রাফিনিয়া ও ইয়ামালের রেকর্ডে ভর করে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকাই বার্সেলোনার কোয়ার্টার ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও সেটি আর হয়নি। এর মধ্যে ৬৫তম মিনিটে সবচেয়ে ভালো সুযোগটি নষ্ট করেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু হয়নি। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ গোলের জয়েই শেষ আটের টিকিট হাতে নিয়েছে বার্সেলোনা।

টাইব্রেকারে হেরে বিদায় লিভারপুলের, দোন্নারুম্মার বীরত্বে শেষ আটে পিএসজি

প্যারিসে আক্রমণের স্রোত বইয়ে দিয়েও সাফল্য না পাওয়া পিএসজি এবার শুরুতেই প্রতিপক্ষের বাঁধ ভেঙে দিল। পরে চলল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ। দ্বিতীয়ার্ধে আধিপত্য করল লিভারপুল কিন্তু জানলুইজি দোন্নারুম্মা রইলেন চিনের প্রাচীর হয়ে। লড়াই গড়াল টাইব্রেকারে এবং সেখানেও নায়ক তিনিই। তার বিশ্বস্ত কাঁধে চড়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে পা রাখল ফরাসি ক্লাবটি।

লিভারপুল, ১২ মার্চঃ শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে মঙ্গলবার রাতে লিভারপুলের আঙিনা অ্যানফিল্ডে জয়োল্লাস করল পিএসজি। প্রথম লেগে ১-০ গোলে পরাজিত ফরাসি দলটি এখানে জিতল একই ব্যবধানে। এরপর টাইব্রেকারে ৪-১ ব্যবধানে জিতে বাজিমাত করল লুইস এনরিকের দল। গত সপ্তাহের প্রথম লেগে পুরোটা সময় দাপট দেখিয়েও আচমকা এক গোলে খেয়ে হেরে গিয়েছিল পিএসজি, মুহূর্তের ঝলকে উল্লাসে মেতেছিল লিভারপুল। এবারের লড়াইয়ে আরও বেশি রূপ বদলাল। আত্মবিশ্বাসী শুরুর পর হঠাৎ করেই গোল হজম করে লিভারপুল। প্রথমার্ধে দুই দল সমানতালে আক্রমণ করলেও বিরতির পর পাল্টে যায় চিত্র তুলনামূলক ভালো খেলে আয়োজকরা। অতিরিক্ত সময়ের শেষ ভাগে গিয়ে আবার নিয়ন্ত্রণ নেয় পিএসজি। তবে দুই লেগের ১-১ সমতা আর ভাঙেনি। ১২০ মিনিটের লড়াই শেষে সব আলো নিজের দিকে টেনে নিলেন দোন্নারুম্মা। টাইব্রেকারে পিএসজির চার জন শট নিয়ে জালের দেখা পেলেন সবাই, বিপরীতে দারউইন নুনেস ও কার্টিস জোন্সের শট ঠেকিয়ে দলকে উৎসবের উপলক্ষ এনে দিলেন দোন্নারুম্মা। প্যারিসে পুরোপুরি খোলসে বন্দি হয়ে থাকা মোহামেদ সালাহ এদিন শুরু থেকে ছিলেন বেশ উজ্জীবিত। প্রতিপক্ষের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পটু এই ফরোয়ার্ড ম্যাচের প্রথম ছয় মিনিটেই পরিষ্কার দুটি সুযোগ পেয়ে যান, যদিও একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি চলতি মরসুমে ৩২টি গোল করা তারকা। পরের চার মিনিটে গোলে আরও দুটি শট নেয় লিভারপুল, সেগুলোও ছিল না লক্ষ্যে। এরপরই দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে, আয়োজক রক্ষণের ছোট এক ভুলের সুযোগে

তাদেরকে স্তব্ধ করে দেন দেম্বেলে। দ্বাদশ মিনিটে মাঝমাঠে বল পেয়ে দেম্বেলে ডান দিকে ব্র্যাডলি বার্কোলাকে বাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে যান ডি-বক্সে, সতীর্থের উদ্দেশ্যে ফিরতি পাস দেন বার্কোলা। ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতে বলের কাছে আগেভাগে পৌঁছালেও ক্লিয়ার করতে পারেননি, উল্টো আলিসনের পাশ দিয়ে বল চলে যায় গোলমুখে, আর সবার বাধা এড়িয়ে ছোট্ট টোকায় কাজ সারেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনো ম্যাচে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরের পর দ্রুত সময়ে গোল হজম করল লিভারপুল। দুই লেগ মিলিয়ে সমতা টেনে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে পিএসজি। আক্রমণে আরও জোর দেয় লিভারপুল। একের পর এক চলতে থাকে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ। দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুটি শট ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয় প্রচেষ্টায় জালে বল পাঠায় লিভারপুল কিন্তু লাইন্সম্যানের অফসাইডের পতাকায় থেমে যায় তাদের উল্লাস। পাঁচ মিনিট পর লুইস দিয়াসের দারুণ হেড ঝাঁপিয়ে রুখে দেন দোন্নারুম্মা। সময় গড়ানোর সঙ্গে খেলার গতি কমতে থাকে। পিএসজির ধার কমে আসে, লিভারপুল চেষ্টা করতে থাকে। লম্বা সময় ধরে পোস্টে ভীষণ ব্যস্ত সময় কাটে দোন্নারুম্মার, তবে দেয়ালে চিড় ধরতে দেননি তিনি। অতিরিক্ত সময়ে দুই দলই বেশ সতর্ক হয়ে ওঠে, তাতে এই সময়ে খুব বেশি কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েননি দুই গোলরক্ষকের কেউ। দীর্ঘ সময় পর ১০৯তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করেন দেম্বেলে কিন্তু তার জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন আলিসন। বাকি সময়ের বেশিরভাগ লিভারপুলের ডি-বক্সের আশেপাশেই বল রইল, কিন্তু কাজের কাজ করতে পারল না কেউ। অতঃপর সব রোমাঞ্চ জমা হলো পেনাল্টি শুটআউটে, যেখানে নায়ক দোন্নারুম্মা। যার দেয়ালে ভেঙে গেল লিভারপুলের আশা। ২০২০ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের স্বপ্ন ভেঙেছিলেন দোন্নারুম্মা। এবার ইতালিয়ান গোলরক্ষক হতাশায় ডোবালেন এই ইংলিশ ক্লাবকে। নতুন আঙ্গিকের এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুরু থেকেই দারুণ ধারাবাহিক ছিল আর্না স্লটের লিভারপুল। প্রাথমিক পর্বে প্রথম সাতটি জিতে সবার আগে তারা জায়গা করে নেয় শেষ ষোলোয়। মরসুম জুড়ে পারফরম্যান্সের বিবেচনায় তাদেরকেই শিরোপার বড় দাবিদার মানছিল অনেকে, তাদেরই যাত্রা থেমে গেল নকআউট পর্বের শুরুতে। ঠিক উল্টো অবস্থা পিএসজির। প্রাথমিক পর্বে শুরুর দিকে টানা ব্যর্থতায় একটা সময় তাদের পরের ধাপে ওঠায় পড়েছিল শঙ্কার মুখে, তারাই বিদায় করে দিল শিরোপাপ্রত্যাশীদের।

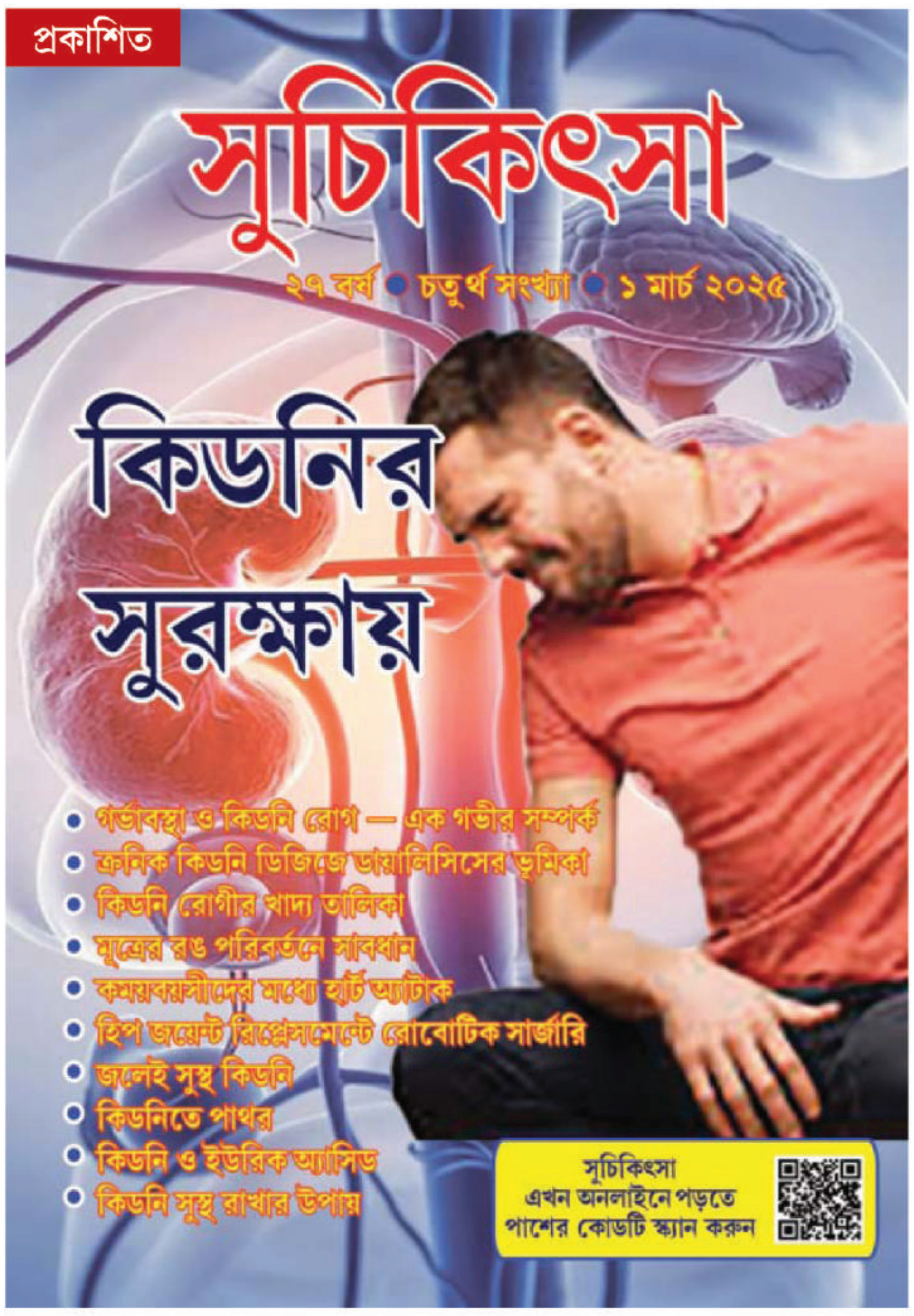

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com